এস-পি

প্রথম প্রকাশ

মহালয়া

১২ আশ্বিন, ১৩৬৬

প্রচ্ছদ চিত্র

বিমল দাস

বর্ণলিপি

প্রবীর সেন

এস-পি পাবলিশিং-এর পক্ষে শ্রীশঙ্খনীল দাস কর্তৃক ঋষি বঙ্কিম নগর, বারুইপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ঘোষ, দি শিবদুর্গা প্রিণ্টার্স, ৩২ বিড়ন রো, কলকাতা ৭০০০০৬ থেকে মুদ্রিত

সূচীপত্র

স্বগত সন্ধ্যা

তেপান্তর

উজ্জ্বল ছুরির নীচে

বিস্মরণ

আড়ালে খেলছিল সে

স্বগত সন্ধ্যা

সময়ের যাদুঘরে জীবনের কত মরা নাম
বালুছায়া মগ্ন হয়, গানের কলির মত নদী
এঁকে বেঁকে ক্লান্ত হয়, তবু মন গীতল উদ্দাম
শ্রান্তিহীন, নেই তার আজো ছড়া কাটার অবধি !
হৃদয়ের মৃগমদে, পৃথিবীর সে-পুরানো প্রেমে
আজো সে শরিক। আজো অন্য এক মেয়ের মুখের
বিচিত্রায় মুগ্ধ চোখ, তার নামে আজো আসে নেমে
স্বর্গের শিশির-সুখ তৃণ-বুকে, আজো সে-গানের
বৃষ্টির সীমান্ত নেই, জোনাকি মেয়ের দুই হাত
হাতে নিয়ে কথা দেয়, খোঁপায় চুম্বন গুঁজে দিয়ে
নেশা করে, বিছানায় তারা গুণে ভোর করে রাত,
(গানের কলির নদী চোখে ঘুম : ঠোঁটে ক্লান্তি নিয়ে !)

চিরকাল একদিন চোরাবালি বিকেলের চরে
সন্ধ্যার আবহ রচে' পাখির কাকলি কুয়াশায়
ধুয়ে যায়, ধুয়ে গেলে, মানুষের নাম যাদুঘরে
ঝরে যায়, তবু মন আবার আবার তার ছড়া কেটে যায় ॥

ভেজা রোদের বিকেল

ছায়া-তরুতরু দুপুর-সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে
আচমকা কোন সেগুন-বনের কাঠবেড়ালীর
মুখের মতন থমথমে রোদ। এঁকে বেঁকে থেমে
ছায়া-বসনার উদ্বেগ-কাঁপা পল্লব নীড়
ক্রমশ আবির। বিকেল বেলার কলঘরে এসে
জল-সরসর্ শাড়ির আঁচল শরীরে পেঁচিয়ে
ঝরিয়ে ঝরিয়ে শরীরের ঘ্রাণ এই দিন শেষে
উঠে আসে যেন হাওয়া-ঝিরঝির লজ্জা ছড়িয়ে !

সোনা-গুঁড়ো-রোদ চেলাই-কাঠের করাতের নিচে
ঝরে জরিদার চিকের মতন। মেয়েলি আলোয়
ডালে ডালে সেই কাঠবেড়ালীকে খুঁজে মরা মিছে,
সময় এখন আকাশের নীল গম্বুজ ছোঁয়!
সময় এখন ঢলা-সূর্যের করাত ঘরের
ছায়া-থরথর ছাদে উঠে মেঘ-শাড়ি মেলে দেয়।
প্রাক-প্রসাধন আকাশের ছায়া-আলসের ঘের
ফের হবে রামধনু রঙে আঁকা। সূর্য বিদেয়!

জলছবি

হেথা দুজনার মাঝে অজানার তেপান্তরের মাঠ···
রোদ্দুরে খাঁ-খাঁ রাত্রিতে ঝিঁ-ঝিঁ ডাকা,
তোমার কিংবা আমারই মনের গোপনে ধরেছে ফাট,
দুঃসহ হল প্রত্যহ বেঁচে থাকা!
চাতক-তৃষ্ণা আশা নিয়ে আছে প্রাণ বরিষণ হবে
তোমার ডাগর চোখের জাগর-আলো,
মৌসুমী দেবে প্রাণ-বরিষণ কিন্তু কবে সে কবে?
শূন্যতা রেখে বেঁচে থাকা সেকি ভালো?

কি হবে জীবনে তবুও জীবনে শূন্যতা ঢেকে রেখে,
তোমার আমার ভালোবাসা ভীরু এত?
মুখে-চোখে দুটো ফরমাশি-গান কিংবা কথাই মেখে
পূর্ণতা রাখা যায় কি অব্যাহত?

তোমার আমার প্রাণ-সঙ্গমে জীবন-মোহনাময়
ভরা কটালের বন্যা গিয়েছে ডেকে,
সৌর সন্ধ্যা বন্ধ্যা মাটিতে জেলে গেছে নিশ্চয়
পরম লগ্ন অনিশ্চয়তা থেকে!

তাই বলি মেয়ে, ভেবে দেখো, এই মোনালিসা-হাসি—মোহ !
স্বপ্ন সাগর তের নদী পারে তাই
কানাকানি ওঠে, প্রত্যহ এই বেঁচে থাকা দুঃসহ :
মগ্ন দ্বীপের সত্য কিছু যা মৈনাক চূড়াটাই ।

জনান্তিকা

আমার মথিত রাত্রির শিরে তোমার স্তব্ধ আঁখি
ক্ষিপ্ত মেঘের মলাট ছিঁড়েছে সুদূর পূর্বাকাশে,
তন্দ্রা বধির প্রহরগুলিরে বিদ্যুৎ-নখে নাকি
ছিঁড়ে খুঁড়ে রেখে উধাও হয়েছ মেঘ-প্রাকারের পাশে !
আমার স্বপ্ন-মুখীন চিত্ত-গুহার আকাশে তাই
তোমার চেতনা আজো তো এখানে জড-জাগৃতি আনে,
প্রবলের হাড়ে ঝিকিমিকি সেই রক্তিম আভাটাই
উপসাগরের বেলায় দুপুর হলো বাতাসের গানে ।

মাটির জঠরে প্রাণ-ফসিলের ঘনায় নিগূঢ় কান্না,
আবছা ঘাসের সবুজ-তৃষ্ণা ঠোঁটে ঠোঁটে কাত্‌রায়
অভিসারী ধ্বস্‌ নেমেছে হৃদয়ে ছিটিয়ে জোনাক-পান্না
আহা, এ হৃদয় চেনানো যাবে না বাচনিক কোন সংজ্ঞায় ।
উত্তল ঠোঁটের কার্নিশে তবু হাসির পদধ্বনি
শায়ক-বিদ্ধ শাবকের মত ভীরু-দিগন্ত-ভোরে
পলাতক হলো, চরণচিহ্নে লাল রেখে গেল ; জানি,
নেপথ্যে তুমি তোমারই স্বপ্ন অলাতচক্রে ঘোরে !

তাই কি আমার মন-মোহনায় মুক্ত-পাথার ঢেউ
কাল-রাত্রির বক্ষে তুলেছে ফস্‌ফরাসের ফণা,
তাই কি আমার প্রশ্ন-কুটিল-পিরামিডে আর কেউ
ম্যমীর মতই দাঁড়িয়ে ছিল না স্তম্ভিত আলোচনা ?

নৃত্য রঙ্গশালা

রক্তে লাগে পূর্ণিমার দোল,
শালের আড়াল থেকে কানে আসে মৃদঙ্গ-মাদল।
কাঁকর ক্রান্তির রাঙা ঢেউ তোলা পথ
উটের সারির মত তালগাছ : বলিষ্ঠ শপথ।
শাল মহুয়ায় ছোঁয়া সাঁওতাল পরগণাময়
হরধনুকের যেন ছিলে-খোলা উদ্দাম সময়
দক্ষিণ পবন-নৃত্যে ধাওয়া ;
মহুয়া মাতাল মন দুরন্ত নাচের নেশা পাওয়া।

ছিপিখোলা সোডার বোতলে
প্রাণের উচ্ছল মদ উপছায়, ফেনা-ফণা তোলে।
ফাল্গুনের অসহ্য উচ্ছ্বাসে
ফুল ফোটে। ছোটে সেই গন্ধলিপি আকুল আকাশে ;
আকাশের নীচে,
নিবিড় নির্ঝর নৃত্য আতির্যক সূর্যের কিরীচে !
জীবনের স্বচ্ছতর কাচে
স্বাস্থ্যের সুরায় সিক্ত যাহাদের দেহলীলা নাচে
তারা মৌমাছি,
আমাদেরো চেয়ে তারা মাটির অনেক কাছাকাছি !
তাই বুঝি মুক্তির মাদলে
বিশ্বের রহস্যময় নৃত্যায়ন মৃত্তিকার কোলে ॥

একরাত শান্তিনিকেতন

স্খলিত খোঁপার মত সুগন্ধ রাত্রিটা ভেঙে পড়ে
ভুবন ডাঙার মাঠে : কার যেন ঘুমে ভেজা নাম
তারার আলোয় পথে স্বগত স্বপ্নের মত ঝরে ;

জোনাকির নৃত্যারতি শেষ হয় : ঝিঁঝিঁর প্রণাম।

সাহিত্য মেলার শেষে বাস ফেরে শ্রীনিকেতনের
ধূলিরুক্ষ পথ ধরে। রাত্রির পাথর বুকে চেপে
অদূরে খোয়াই চুপ। নেশা-ধরা চাঁদ আকাশের
তটলগ্ন। একগাড়ি কথামগ্ন মুখে যায় ছেপে
জ্যোৎস্নার শিশির যেন ক্ষণ-শাশ্বতীর রূপকথা,
ক্লান্ত কবরীর গন্ধ···শ্রান্তচোখ, বাতায়নে লতা।

জানালায় মাথা রেখে তন্ময় আছি গাড়ির এ-কোণে
অতিথি আত্মার মত। চশমায় চাঁদের টিপছাপ ;
মত্ত হাওয়া। কব্জি ঘড়ি সময় ছিটায়···রাত বোনে
ক্লান্ত ক্যামেরার ফিতে, মুখে মেলা কথার কলাপ।

স্তম্ভিত শালবন আরণ্য জ্যোৎস্নায় স্নান করে।
বাউল পায়ের শব্দ মুছে যায় : গানেরও মসৃণ
রেখানদী। বাড়ে রাত। ঘনঘাস তন্দ্রার কবরে
ডুব দেয়। সময়ের শ্মশান স্তব্ধতা। এই ঋণ।

তরঙ্গী

ছোট্ট শরীরে ছায়া মাখি এসো আমরা আজ,
বাঁকা রোদ এসে নিবিড় ঘুমের শিয়র ছোঁয়
ছায়া-হেলা-ছাদে ভুলে যেও আজ সকল কাজ
ত্যাখো না, দিনের পাপড়ি গুলো যে মাটিতে শোয়।

সূর্যাস্তের ফ্রেমে-বাঁধা এই দিগন্ত
মনের দেয়ালে স্মৃতির ফিতের টাঙানো থাক,
অলকানন্দা, আঁখির আলোক নিভন্ত
তাই হৃদয়ের শেষ রোদটুকু হৃদয় পাক।

যে-পরিবেশের মধ্যে ব'সে আছি তার তো কোথাও
সবুজতা মোটে নেই। মহারুদ্র মধ্যাহ্নের স্তবে
আমার এক-গা ঘাম নিবেদন ক'রে দিই। হাতে
পাখার অশান্ত পরিক্রমা চলে, তারি ফাঁকে ফাঁকে
তোমার চিঠির মিল ক'ষে যাই। একটু তফাতে
ঘুঁটের বস্তার সঙ্গে ভাঙাচোরা আসবাব থাকে।
একফালি রোদ নামে সুতো-কাটা-ঘুড়ির মতন
এ-বাড়ির ও-বাড়ির ছাদ প্রাচীরের বাধা ডিঙিয়ে উঠানে
জানালার কানে কানে হাওয়া নেই। জীবনের ধন
কিছুই যাবে না ফেলা—এমনিই কবি ব'লেছেন।
টেবিলে বিধ্বস্ত বই অসঙ্গত ভাবে আছে প'ড়ে
অঙ্কের ১-এর মত একা ঘরে আমি ব'সে আছি,
সূর্য সরে। ধীরে ধীরে দিনের বয়েস বাড়ে, পড়ে
মুখের উপর এসে দরজার ফাঁক দিয়ে রোদ্দুরের মাছি।
বৈকাল-সম্ভবা হ'ল দ্বিপ্রহর শরীরী গরমে,
মন্-চাকে জীবনের ফোঁটা ফোঁটা মধু-এসে জমে।

২

এ মন-মৃগ-মদে	তা হ'লে দ্বিধা কেন ?
পেয়ালা সাকী-সখি,	আকাশে তুলে ধরো
হৃদয় থরোথরো	আকাশে তুলে ধরো,
তুমি তো মেঘ-মেয়ে,	তোমার দ্বিধা কেন।
তাহ'লে মুছে দাও	কাজরী-কল্পনা
জীবন জ্যামিতির	সজল জল্পনা॥

যে-বিকেল আজ আসচে তোমার আমার স্বচ্ছ
অনেক আলোর পাপড়িকে ছুঁয়ে মনোমূর্ছার বৃন্তে,
সেই বিকেলের বিস্তি খেলেছি সূর্যের ছাদে। সরছো
চিল্কা-চোখের জলছবি হ'য়ে হৃদয়ের ঘাট চিনতে!
তবু একদিন বিকেল-বয়সে এই অবেলার স্বপ্ন
উচ্চৈঃশ্রবা উতরোল হবে, হৃদয়ের নাবিবন্ধে

লাজুক-লুব্ধ হাতের মতই সময়ের ছায়াদীর্ঘ
চেতনা নামবে স্মৃতি-ফিসফাস এ-মউচাকের গন্ধে।

জানি এ-বয়েস বালি-বালি ঠোঁট আকাশ-মদের পাত্রে
রাখার স্পর্ধা রসনায় রাখে : অকারণে হয় রিক্ত
দুর্বাসনার দৃপ্তমুঠিতে ছড়ায় কুড়ায় রাত্রে
যৌবন তার প্রগল্‌ভতার শ্রাবণ-জীবন সিক্ত।
তাই আজ চাই দ্রাক্ষা-দিনের শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গেয়ে যেতে মন উচ্চারণেই ভরাবো
তনু-তৃষ্ণার দ্রাবিঢ়-ওষ্ঠ : জীবন পাত্র পলকে
উপুড় উজাড় করে যাব ধু ধু রৈতিকতাকে সরাবো।
বন্ধনহীন গ্রন্থি পরায়ে আশাবরী বাঁধি এসো না
কাব্য-মদির কথাগুলো শুনে আপাতত আজ হেসো না॥

ছিন্নস্মৃতি

কত যে দুপুর চিলের ছাদের কার্ণিশে পাক খায়
পড়ন্ত রোদ দ্বন্দ্ব-মুখর চড়ুই পাখির ঠোঁটে
আগামী দিনের দ্বিপ্রাহরিক ফরমাশ রেখে যায়
নির্জনতার ঘ্রাণ এইখানে নিরুপায়ে মাথা কোটে।
কত সকালের পাপড়িগুলো যে ঝরেছে টবের গায়
ডানা-দুমড়ানো কত যে নিমেষ এখনো জটলা করে
অলস-অন্ধ কবুতরীসুর আজো পথ হাতড়ায়
দু-এক পশলা মিষ্টি চোখের এখনো বৃষ্টি ঝরে।

এমনি দুপুরে সেই একদিন উধাও হয়েছে মন
হারান-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপনেও শেষে
ফিরে পাই নাই, ফিরিয়ে দেয়নি কেউ!
বিদগ্ধ মন চিলের ছাদের ছায়া-রোদ্দুরে মেশে!

তাই রোদ্দুর যতবারই তুমি ঝলকাও এই চোখে—

যতবার কেন দিনপঞ্জীতে বাতাসের হঙ্কাও
পাঠাও এখানে। আমি শুধু খুঁজি নয়নের নির্মোক
গুঁড়ালো কোথায়। তুমি বৃথা—বৃথা দ্বিপ্রহরেই ধাও!

ঋতুদগ্ধা

তীক্ষ্ণ-আহত দু-চোখে বন্য-ছায়া দোলে, রাত
সময়ের সাত-সমুদ্র আর তের-নদী পারে
হঠাৎ যখন চেঁচিয়ে উঠেই বাড়ায় দুহাত
কি দেবে তখন, হে জীবন, মন, অজ্ঞাতসারে
চ্যুত অধরের বিলাপ বিধুর অর্ধরাতে
হৃদয় যখন অবচেতনায় দু'হাত পাতে?

এ-অমনস্ক বৈকালবতী সময়ের শাড়ি
শুকোয় এখানে, লুকোয় যেখানে মুখচোরা মন
একলা-ছায়াকে, তা হলে তো তাকে হৃদয়ের ঝারি
তুলে দিতে হয়, ঢেলে দিতে হয় রাঙা-যৌবন!
দুপুরের চোরা ছায়া এসে যদি শূন্যহাতে
একটু অলক গন্ধই মাখে পূর্ণতা-তে!
শিলাবতী-দিন, চৈতীরাতের ঘুমের খোঁপায়
কম্প্র-কাজল রেখা টানে যদি অনুকম্পায়,
ওড়ে যদি মন সুরের সুতোয় ঊর্ধ্ব আকাশে,
ঘোরে যদি মন কস্তুরা মরীচিকার আভাসে
তাহলে তখন তাৎক্ষণিকের সম্ভাষণেই
দু-চোখ ফুরিয়ে, হৃদয় পুড়িয়ে মনে হবে নেই?
এক-গা ঘুমের জ্যোৎস্নায় ভেজা মেঘকন্যার
তারা-টুকে-রাখা শিউলী-বুকের ব্যথা ধব্ ধব্
শ্বেতা-সন্ধ্যায় তাহ'লে তখন তুমি হ'য়ো তার,
নত নির্জন রাতগুলো দিও, স্বতঃ সম্ভব
হৃদ্য-হাতের এ-পরিবেশন
উন্মন-মন তাহ'লে তখন ॥

আধুলি

বারোটি বছর আগের স্পর্শ তুমি এনে দিলে
পলাতক সেই কৈশোরটুকু হাতের তালুতে
এই তো পেলুম। মনে প'ড়ে গেল আকাশে তখন
বারুদের মেঘ। হাওড়াই হবে কলকাতা নয়:
উপেন মিত্র লেনে থাকতাম।
বিমানগ্রস্ত আকাশ তখন। শিয়রে শিয়রে
সাইরেন বাজে। কলকাতা ফাঁকা: হাওড়াও প্রায়!
ওরা উঠে গেল পাশের বাড়ির। বোমাতঙ্কেই
ছাদের আলসে নেড়া হয়ে গেল। বিধবা রেলিঙে
ছোট শাড়িটার আঁচল ওড়ে না, কিশোরীর মুখ
চিরজীবনের মত মুছে গেল। বিকেল শুকালো
দিন ঝরে গেল। শুক্লারাতের আশ্লেষে ব্যথা—
বুকের গুহায় ফিনিক ফুটছে!
তারপরে এক ঝড় বয়ে গেল। দুঃসহ ঝড়: মেঘেমেঘে'ঠাসা
মরা দিগন্ত। বুকে হেঁটে হেঁটে পার হয়ে চলা
কত সংগ্রাম। কত ছবি গেল বিবর্ণ হয়ে। কত প্রাণ গত!

রঙছুট মনে আর ধরলো না সেই সকালের
জাফরাণী রঙ,
আজকে বরং
ফতুর মনের প্রচ্ছদপটে শুধু কালো দাগ
নানা হাতে ফেরা। সাগ্রহে দেখি
মরা কান্নার ডালে ডালে ফুল!
আজ সকালেই সুরমা যখন নিঃশেষে দিল
আঁচল খসিয়ে মাসকাবারের মুমূর্ষু পুঁজি
আটানি একটা। অচল এটা কি?
হাতের তালুতে চোখ মেলে দেখি: চল্লিশ সাল!

চম্‌কে গেলাম। হয়ত এটাই সেঁজুতির দেওয়া
হারানো অতীত? হতেও তো পারে!
উপেন মিত্র লেন থেকে শেষে নিমতলা লেনে
সেঁজুতি তোমার হাতের স্পর্শ পৌঁছালো এসে,
তুলে রাখলাম। কি হলো?—শুধোয়।
সুরমাকে বলি: বাজার হবে না।

জলতরঙ্গ

বুড়োনো সকাল ফুরোনো-দুপুর ভাঁজ করে রেখে
এসো না আমরা বেরিয়েই পড়ি দূরে কোথাও,
তির্যক এই রোদ্দুর-রেণু চোখে মুখে মেখে
চলেই চলো না, মন হয়ে যাক উড়ে উধাও।
নিমতল্লার ঘিঞ্জি গলির পিঞ্জর ছিঁড়ে
কব্জি ঘড়িতে ঠিকে-দেওয়া-চোখ উড়ে ফুড়ে যাক
বৃত্ত-ব্যাধির ঘানি জীবনের সহবাস ছিঁড়ে
ইডেনউদ্যান, হাইকোর্ট ফোর্ট পিছনেই থাক।

দেখছো? এখানে বন্দর বুঝি, গন্ধ-নোঙর
দেশ-বিদেশের জলতরঙ্গ বাজে শোনো নাই?
বাহুতে বাহুতে, ভোর-ভোর চোখ···তনুর ঘোর,
হাওয়া উৎরাই: জলতরঙ্গে কথা দিয়ে যাই।
বসবে এখানে? হাওয়াদের হাতে মুঠোমুঠো চুল,
গাঙ্‌পার-রোদ: আরো তরঙ্গে তুড়ি দিয়ে যায়
আকাশ-গঙ্গা, ঘন হয়ে বসো, হাওড়ার পুল
এখানে কোথায় সবুজ রেখার আঁকা-বাঁকায়?
বুড়োনো সকাল ফুরোনো দুপুর ফ্ল্যাটফাইলেই
চাপা দিয়ে, এসো মুখোমুখি বসো,
তিথিডোরে বাঁধো সাঁঝের লগ্ন, যদি বা পেলেই
জীবনে এমন রোজ তো আসে না, মুখোমুখি বসো।

করকমলেষু

পাইনের এই পাতা-থত্থর সন্ধ্যা-বেলায়
চৈত্র-মদির গন্ধ-উদাস হাওয়ার হরিণ
অসমতালিক প্রান্তর পার হ'যে চলে যায় ,
দেবদারু-ছাওযা গোধূলি-বিধুর আজকের দিন ।

ডায়েরির পাতা এইখানে এসে থামল যখন
দেখি তুমি নেই, গত-চৈত্রের চঞ্চলতায় :
একটি উষ্ণ-নি:শ্বাস রেখে চলে গেছ, মন,
উতলারণ্যে হাওয়ায হাওয়ায় খু'জেছি তোমায় ।

তুমি চলে গেছ জীবনের জলঘটে ছল ছল
কান্না গড়িয়ে, তন্বী-ছায়ার রজনী-গন্ধ
ঘনঘাসে রেখে, এ-অপরাহ্নে স্বপ্ন বিফল
শঙ্খরাগের ব্যথায় নিবিড গভীর দ্বন্দ্ব ।
সম্বিৎ ফিরে দেখি চৈত্রের চকমকি-রাত
নেমেছে কখন । চোখের পাতায ঘুমের শিশির
চুনীপান্নার কান্নার মত শূন্য দু-হাত :
রাত্রিরই মত নির্জনতার বন্যশিবির ।

আমৃত্যু

এক বিরহ আমার বুকে তোমায় ভালোবেসে :
রক্তস্বরা কৃষ্ণচূড়া আকাশ হোক ;
আরেক গানে বি'ধলো বুক হঠাৎ কে সে
কৃষ্ণসার হরিণ যার স্তব্ধশোক ।
দিনের কোন দর্পণে-ই যৌবনের দর্প নেই
তোমায় ভালোবাসায় আছে যন্ত্রণা,

স্তব্ধ তুমি তীক্ষ্ননীল তবুও তনু অর্পণেই
বসন্তেরই চৈত্র-নেশা মন্ত্রণা।
তবুও আমার রাত্রি রাখি তোমার নামে প্রত্যহ :
রক্তস্বরা কৃষ্ণচূড়া দুপুর হোক।
শিউলিঝরা শিশির-সুখ বৃষ্টি হোক প্রত্যুষে :
ভালবাসার ঘুমে আমার মৃত্যু হোক॥

গলি

হিংস্র অন্ধকারের জঠরে
পাক খায় অতটুকু গলি : সেই গলির কোটরে
বন্দী এক পাখিব জীবন!
ছোট পাখি। ডানা নাড়ে কোনমতে বাঁচার মতোন।

আকাশে অনেক তারা! ঝিকিমিকি জোনাকি প্রহর!
এখানেও ছোট ঘর। আর সেই পাখিটার কেঁপে-যাওয়া স্বর।
অনেক আলোক বর্ষ ঘুরে
সময় উড়িয়ে যায় হিমঝুরি হাওয়া ফুরফুরে!
এ-আকাশ উড়ে যায় সূর্য ছুঁয়ে আরেক সূর্যতে ;
ভাডাটে খাঁচার কোণ হতে :
পাখির চিকন ডাক নাম হতে নামে উড়ে যায়।

গর্ভিনী গলিটা ঘামে হিমেহিমে শীতের সন্ধ্যায়
গুমোট গোঙানিটুকু ঝাপটায় ডানা
অবিকল ছোট এই পাখির মতোন রাতকানা!
আমি সেই পাখি,
বধির আস্বাদে বাঁধি একটি নিবিড় নীড় মনে মনে নাকি!

তোমার রাত্রিকে

সমুদ্রের ভাঙাতট, নীলপটে ফেনার পেন্সিল
মুহুর্মুহু মুছে যায় ;   শব্দ ছোঁড়ে বাতাসের ঢিল
একভিড় নারকেল গাছের পাতায়, খিলিমেঘ
রোদে ছাপা।   অকস্মাৎ মনে পড়ে পদ্মার আবেগ
ক্ষুধিত আছাড় খাওয়া : পাড় ভাঙা, দূরে ডাঙাচর
এখানেও পাক খায় একা একা বালুর প্রহর
মাথার উপর দিয়ে একঢেউ কলস্রোত পাখি
উড়ে গেল, অন্ধকারে জড়োসড়ো কাঁধে তুলে রাখি
নিরুত্তর বোবা হাত, আজ এর কোন ভাষা নেই
নায়ক-নায়িকা নই মোরা কেউ এই মুহূর্তেই।
আজকে আমার মুখে তোমার ঈষৎ গন্ধ চুল
সর্বনাশ জাগালো না পরস্পর এমন নির্ভুল
গাণিতিক শিষ্টতায় বসে আছি সন্দিগ্ধ আঁধারে
যেন দুই গুহাচিত্র মুখোমুখি মৌন হাহাকারে।

আকাশ অঢেল।
পিছনে পাহাড় আর ডান দিকে সেলুলার জেল।
তুমি পড়ো একমনে সামুদ্রিক রাত্রির আকাশ,
সমুদ্রে ছড়ায় দীর্ঘশ্বাস।
হলুদ চাঁদের বাঁকা ভুরু আর মৃগশিরা স্বাতী
তোমার নির্জনে এরা সাথী।

সকলি গরল ভেল।
ভূগোলের ভূমিকম্পে সোনার দেশের মাটি গেল।
মনে পড়ে গেল :
ধানের তুপুর নেই, দীঘিবউ আলপনা মুছে
চলে গেছে, সংকীর্তন শীতের রাতের গেছে ঘুচে,

ঢেঁকির মন্থরা চুপ, গ্রামে গ্রামে যাত্রার জৌলুষ
একবাক্যে দাঁড়ি পেল ; ছায়াবট রয়েছে বেহুঁশ
নীরব সাক্ষীর মত, পড়ে না মাদুর দাবাছক
ফাঁকাম্বর দুপুর-বৈঠক ।
সে-বাউল মাটি আজো আমার প্রাণের দরজায়
বিবর্ণ ব্যথার তারে কান্নাঝরা গান ঢেলে যায় ।
তাই তো তোমাকে আর তোমার কান্নাকে মনে পড়ে
(সে যাক, এবার তুমি অন্ধকারে ফিরে চলো ঘরে) ।

জলের খনির নিচে অসূর্যম্পশ্যা যেন ঝিনুকের মুখ,
সমস্ত শরীরে লাগে ছায়াকর রাত্রির চুমুক
যে-মুহূর্তে সেই মুহূর্তেই
মনে হয় তুমি আর তোমার নিজের কাছে নেই ।
কালের তেপান্তর পার হ'য়ে এইখানে আসো,
বৃষ্টির এ-রাত যদি তুমি কি রাত্রিকে ভয়বাসো ?

ভোগবতী

পাণ্ডুর জ্যোৎস্নার খিল দরজায় কান্নাক্লান্ত হাতে
তুলে দিয়ে, দেয়ালের রঙছুট ছবিটার নিচে
শিথিল প্রণাম সেরে বিছানায় শূন্য শেষ রাতে
যে মেয়েটি শুতে গেল, সমাজ সংসার তার মিছে ।
রাত্রিশুল্ক শরীরের বিজ্ঞাপন শেষ করে মেয়ে ;
প্রসাধন ধুয়ে যায়, বর্ণরাগ, ওষ্ঠের রঙিমা
মৃতহাসি, মদিরাক্ষী, কান্নার শিশিরে নেয়ে-নেয়ে
স্নিগ্ধ হলো অবশেষে উগ্র রেখাচিত্রের তনিমা ।

রাত্রির ভগ্নাংশগুলো এইভাবে তার জমা হয়
ভাঙা বোতলের পাশে, বাসি ফুলে, মথিত শয্যায়
প্রকাণ্ড আর্শির নিচে, আপনাতে একান্ত নির্ভয় :

তবলার হরবোলে, চোরা ঘুঙুরের তীক্ষ্ণতায়
অনাহত ; হরিণীর মত তার অকপট হৃদয়ের ঘুম
শরীর নিঝুম, আর জীবনের চতুরঙ্গ কোণ
ছায়াচারী, সকলের 'পরে নামে ঘুমের কুমকুম

ঘুমের গভীর ভাঁজে তার শরীরের রেখাগুলো
যেন কি আরকরসে রাখা থাকে, সহস্র বছর
আগেকার অনায়াস অবিকৃত, সময়ের ধুলো
যে-মর্মর নারী-মুখে জমেনি, রাত্রির বালিঝড
হয়ে গেছে যার মুখায়তে, ঠিক তার মত
এ রজনীগন্ধা-নারী শুয়ে আছে—শরীরের ছায়া
জ্যোৎস্নার মত তার শয্যায় ছড়িয়ে অবিক্ষত,
সে আজ নিজের, তাই ঘুমের এই দেহাতীত মায়া ॥

জলসিঁড়ি

ঘুম ভেঙে চোখ রগড়ে তাকাও ভিজে ছবি-ভোর
মেঘলা মলিন জানালার কাচে বৃষ্টি বাউল
আলতো আওয়াজে ছড়া কেটে যায়। পটের উপর
জলতুলি আঁকা নগ্ন করুণ প্রেয়সী-পুতুল।

জল-শাড়ি-পরা এমন সুরেলা সকাল বেলায়
কাকে একাঘরে ভালোবাসি, মন ?
মুখোমুখি কার সাথে মাতি বলো বিন্তি খেলায়
নানা হৃদয়ের তাসে উন্মন ?
(কাকে ফাঁকাঘরে ভালোবাসি, মন ?)

ট্রামছাড়া-ভোর হকার-সকাল আয়নায় কাঁদে
বাইরে এখন বর্ষা-বিশাল বৃষ্টি-রেখা
হ্রস্বদীর্ঘ চিন্তায় নীল। গাঢ় আহ্লাদে

গত রাত্রির এলো-খোঁপা-মেঘ ঢেলে দেয় ঘুম।
চোরা লণ্ঠন চোখে দিয়ে ট্রাম ছোটে ঠনঠন
সিক্ত সকালে। আবার মেঘের ছাতা-মুড়ি ছাত,
ঘড়ির কাঁটায় ছাই-রঙা-মুখ শহর কখন
হাঁটা শুরু করে, ধর্মতলায় বাড়ায় দু-হাত।

পুনর্বাসিতাকে

সমুদ্র সুযোগ দিল মৃগ-মৃত্তিকার দেশ ছেড়ে ;
খড়্গ ভোর নেমে এসে নিকষাসুরের টুঁটি ছেঁড়ে।
ডাঙা পেয়ে গেলে,
সমস্ত পিছনে ফেলে ফের তুমি জৈব মধু ঢেলে
বাঁধো বাসা (একটুকু আশা)
রাত্রি নেই : দিগন্ত ফরসা !

পিছনে, পিছনে থাক শরীরের অবক্ষয় গ্লানি
অসম্মান, অপমৃত্যু, জীবনের পবিত্রতা হানি,
থাক্ কোলাহল (ঘোলাজল),
পাঁক থেকে এইবার তোল ঊর্ধ্বে পদ্মের ফসল !
এখনি তুল না হাই (তুমি তাই !)
চড়াই ভেঙেছো যদি ভাঙা-পায়ে এবার উৎরাই !
পেয়েছো যে-দুটো খড় কুটো,
না, না, ওঠো বোজাও চালের ভীরু ফুটো।
দিব্যি গেলে গিয়েছে গণিত :
মধুমাস আসবেই, এখন না হ'ক ডালে শীত ॥

এই ধুলো, এই ফের সোনা !

শীত।
নিজেকেই পীড়াপীড়ি করে শুনি রবীন্দ্রসঙ্গীত,

দুঃখের নির্জনে ব'সে : এ-অমৃত উত্তরাধিকার
এখনো আমার।
তাই আমি যত ভাবি শেষ হলো পুরানো অধ্যায়,
কী আশ্চর্য ! এ-জীবনে তখনো পুনশ্চ থেকে যায়।
ডিগ্রির উদ্ধত রেফ কাঁধে
বড় বড় নামগুলো সাইন বোর্ডেই বাসা বাঁধে,
তার চেয়ে বেশী কিছু নয় ;
অতঃপর একদিন তাদের ধ্বনিত মৃত্যু হয়।
তাই ধনমান ছেড়ে মেনে নাও অমোঘ এ-শ্লোক,
কিছুই হলো না যদি এ-জীবনে কিছুই না-হোক।
কলেজ ষ্ট্রীটের সন্ধ্যা যদি না কাটালে বই খুঁজে
দুরাশ্চর্য তপস্যায় দ্রুত চোখ : বুকে ঘাড় গুঁজে,
মলিন মলাটে আর ছেঁড়াখোঁড়া পুরানো পাতায়
যদি না জীবন দেখা যায়,
তবে সেকি দেখা যাবে খুশীজ্বলা কাচের ঝিনুকে
দুঃখকে পুষেছ যদি বুকে ?

গলিশিরা বেয়ে ধ্রুপদ ধমনী রাজধানীর
আনে ভয়-ছায়া আনে রক্তের তীক্ষ্ণ ভিড়।
তবু বৃষ্টির তানপুরায়
মেঘমল্লার প্রাণ পুরায়
অনেক শাড়ির বর্ণ লিপিতে অনেক গান
বেগনি, হলুদ, ধানী, ধূপছায়া, কি জাফরান।
কলকাতার অ্যালবামে যে-ঈপ্সিত তেল-রঙে আঁকা
ছবির মিছিল আছে—এতো পেয়ে তবু যদি ফাঁকা
তোমার হৃদয় থাকে, তবে তুমি স্বর্ণ রেখায়
শুধুই বিষণ্ণ বালি পাবে, শান্তিনিকেতনও হায়
তোমাকে দেবে না কোন অপার্থিব ছায়া। তোল মন
স্পর্দ্ধার চূড়ায়। ভাবো। বলো, তাই আমার যৌবন
ধন্য হলো এতদিন পরে,
মিশ্র যোগ-বিয়োগের ছায়াতলচারী এ-শহরে।

ঘুরেফিরে সেই একা, যতো হাসো যত গান গাও
কেউ নেই চেয়ে দেখো, যখনই সম্বিৎ ফিরে পাও।
মাঘের রাত্রির মত একাফাঁকা এ-উপসংহার
এই তো একান্ত শেষে অনিবার্য সম্পদ তোমার।
চিকন পাতার চিক বিঁধে দিক রেশমিয়া রোদ
প্রসন্ন ঝিলের জলে অপরাহ্নে বাজাক সরোদ
হাওয়া;
তবু জেনো, একদিন থেমে যাবে এই গান গাওয়া।
সুতরাং কিছুই ভেবো না,
দুঃখের হাসির দিন টানা পোড়েনের তাঁতে বোনা।
(এই ধুলো, এই ফের সোনা!)

এক মহাশূন্য-স্বর জীবনের ধুয়ো ধ'রে আছে
দূরে কাছে জীবনের অন্যতম মানে করো পাছে।
রোদের ক্ষুধায় ক্ষ'য়ে আসে রোজ আমাদের ছায়া,
এও মায়া!

পূর্বরঙ্গ-মঞ্চে আজ ধন্য তুমি নেপথ্য নায়ক,
আর বুকে বেঁধে না শায়ক।
কান্নার কোরকে থাক জীবনের যে আবৃত্তি-লেখা
খুঁজো না, খুঁজো না, মন, যৌবনেরে ক্লান্তির এলাকা
পার ক'রে দাও,
শর্বরীর শব্দশ্চল এ-শহর বুকে তুলে নাও!

চিত্রলেখা

দুপুরের নিবিবিলি টবে
এ-প্রাণের পাপড়িরা কবে
রৌদ্রের রোদন লেগে আলগোছে পড়েছিল ঝরে
মাটির ওপরে।

হৃদয়ের চীনেমাটি পেয়ালার গায়
ছু'টি স্বাদু ঠোঁটের ডগায়
লেগেছিল যে-উত্তাপ কদাচিৎ পড়ন্ত বিকেলে :
মানচিত্র মেলে ।

শ্রাবণের জলঝড় শীতে
মনের শার্সিতে
বৃষ্টির আঙ্গুলে ভুলে মাঝরাত্রে পড়েছিল টোকা
সেদিন খামোকা ।

আজ ফের ধুপ-দগ্ধ দিনে
বাসা চিনে
সদরে দাঁড়ায় যদি কোন এক প্রাচীন হৃদয়,
কথা কয় ।
তাহলে ? তাহলে !...
মনের নরম মোম গ'লে
নারীর নির্জন নামে হেথাহোথা ছড়া কেটে যায়
মনের পাতায় ।

মৃত্যুর পর

নেই সে পাতা কুড়োনি রোদে হাওয়ার করতালি ।
নেই সে আলোছায়ার চাবি যতই কেন হৃদয় ভাবি
উড়েছে সেই শালিখ ভোর সময় গাঢ়-বালি ।
পদ্মকলি সকাল গেছে কবরমুখো সন্ধ্যা
গিয়েছে শালপাতার দিন ফাল্গুন রোদ, ঘাসের চিন্,
পুড়েছে চোখ উড়েছে চুল, ধোঁয়ায় তনু লীন—
হয়েছে আজ, তোমার ছায়া ছিঁড়েছে রোদে, বন্ধ্যা ।

এখন রাত উদাস হাত নড়ে না ভীরুপাতা,
ব্যাকুল বোবা গাছের ডালে পাখির সাড়াশব্দ
দারুণ তিনপহর রাতে এখন নিস্তব্ধ ;
কুয়াশা-পুরু লেপের নিচে ঘুময়া কলকাতা।
এবার যদি আমার এই শীতের সমাধিতে
জড়াও ঘাস, ছড়াও পাতা, মাখাও কচিরোদ
নিঝুম ঘুম শিশিরে ধোও আমায় মুছে দিতে
আমার এই জানালা করো বাতাসে অবরোধ।

মরেছে নদী এমন রাতে মজেছে ধানশীষ,
হরিণকাঁদা হিমের রাতে আকাশ চাঁদে দগ্ধ ;
তখন তুমি এসেছ ইশ্‌: তুয়ার তলে নির্নিমিষ
জ্বালায়ে ধরে নয়নদীপ বসন অনুলব্ধ ॥

বকুল-জ্যোৎস্না

তারা শুধু ফিরবে না, শিলাবতী পৃথিবীর রাত
সময়ের শব-ছায়া বুকে বয়, জোনাকির পাখা
শোনা যায় জ্যোৎস্নায় পুড়ে গেছে, মুখচোরা হাত
অঘ্রাণের অন্ধকারে ঘেমে ঘেমে ফিরে গেছে ফাঁকা।
কিছু সে পায়নি জানি, কিছু তার জমেনি সঞ্চয়
জীবনে বলার মত, রাত্রি জাগা বৃথা গেছে তার
এ রকমই মনে হয়, তবু সে নিজেকে করে ক্ষয়
বসন্তে শরতে হিমে ভরা-বাদরের রাতে আর।

তারা শুধু ফিরবে না : বর্ণ-বৃন্তে ঘিরেছিল যারা,
গন্ধসুরা ওষ্ঠে তুলে ধরেছিল যারা কোন রাতে,
স্বাদিত সে-সন্ধ্যারাগ আজ নেই, হ'ল শ্রান্ত-ধারা
শ্রাবণের মেঘ, জানি কেউ হাত রাখবে না হাতে।
সে-ফাল্গুনী মুছে গেছে, মাঘ-ম্লান কুয়াশার রাতে
তবু বুকে গান, কবি, বেঁধে নাকি বকুল-জ্যোৎস্নাতে ?

বিপ্রলব্ধা

শরীরের কান্না পেলো তার ছোট ঘরের কোণায়,
রঙ্চটা আসবাবে সময়ের পদধূলি গুণে
মনে হ'লো ফাঁকি সব, ছিল যারা এখন কোথায় ?
বৃষ্টি-গর্ভ ভোর রাতে ভগ্নস্বর অন্ধকার শুনে
বারেবারে কান্না পেলো, বারেবারে মনে হ'ল তার
সব ফাঁকা। কেউ নেই, ছায়া একা নির্জনতার।

হু'চোখ ভেজিয়ে শেষ-ঘুমের ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে
সকলেই উঠে যাবে, কড়া নাড়ে রাত্রির আকাশ
তারার চিৎকারে, তাই চন্দ্রমল্লিকার রাত্রি চেয়ে
শরীরের কান্না পায়, ধোঁয়া এসে হৃদয়ের তাস
করতলে চাপা দেয় : একদা-ঘুমের জিজ্ঞাসায়
বারে বারে এ-জীবন মরাজলে নাম লিখে যায়।

যতটুকু গন্ধ থাকে ছায়াচুলে দ্বিপ্রহরের
আর অশরীরী ফাঁক থাকে দিন-রাত্রির আঙুলে
ততটুকু ক্লান্তি যদি অমনস্ক এই হৃদয়ের
কানে কানে প্রশ্নকরি, তবে কেন রাত জাগো, ভুলে ?

হুটি আঙুলের মাঝে যতটুকু সময়ের ফাঁক,
ভরে না, এ-জীবনের নাম ধরে যত দাও ডাক॥

কাকতালীয়

সে তো বলেছিল, আসবোই আমি, আসবোই, তা সে
যত দেরী হোক : ঝরে যাক মন, সময়, শিশির ;
পৃথিবীর দিনরাত্রির জপমালা জুড়ে স্থির

একটি খবর ব্যাপ্ত : এখানে আসবোই। ঘাসে
কেঁপে-কেঁপে বুক রাত্রি নামুক, জোনাকী তারারা
আলো-চিৎকারে ফেটে নিভে যাক, দুপুর-দু'চোখে
রাত্রির জল নীরব রেখায় লিখে যাক সারা
ব্যথার নামতা। নাগকন্যারা নতবুকে টোকে
স্বপনগন্ধা শতবার্ষিকী সন্ধ্যা, ধূসর
ওষ্ঠতটেও বন্যার হাঁক : আমি আসবোই
যত দেরী আর যত রাত হোক। সেই চেনা স্বর
গানের কলির নদীর মতই আজো বুকে বই!
স্নায়ুর নদীতে ঝংকার ওঠে কই সে এলো না?
কালো রাত্রির কাপড় বোনাও ঝিঁঝিঁদের শেষ
ক্লেশ-মন্থর এ-উদ্‌যাপনা নিরর্থ-লোনা;
এলো না তবে সে? আসবে না সেকি? কানে বাজে রেশ
জ্যোৎস্নার জলে মাঘের শিশিরে প্রশ্ন ছড়ায়
নানা বর্ণের ছড়াকাটা মেঘ বলে, কতকাল
এ-মন এমন উন্মন র'বে, চৈত্র-চড়ায়
পাতা-ঝরনার বিপ্রলব্ধা দিন গতকাল।
আমিও মনকে প্রশ্ন করেছি, কথা দিল যদি,
কেন, তবে কেন এলো না ফিরে সে? শূন্যে শুধাও
হায়, মন, তুমি নিজে কি জান না, কেন নামে যতি
ঝিনুকের ঘুম-মুঠি খুলে কেন স্বপ্ন উধাও!
বারে বারে আমি বাইরে তাকিয়ে দু-চোখ ফুরিয়ে
ঘরে ফিরে গেছি; অবাক, অবাক, এ কাকতালীয়
বকুল-বিকাল শিউলি-সকাল দিনতলে গিয়ে
গন্ধ রটায়; ছায়াপট ছোঁয় শ্রান্ত তুলি ও।
আচম্‌কা কোন কোকিলের ডাকে হায়রে, তাহলে
হৃদয়ের ছায়া-খিলান ছুঁয়েই একটি ঝলক
সরে গেছো আরো গভীরে আমার, ব্যথার বাদলে
তুমি এসেছিলে, তুমি বুঝি তবে হাওয়ার পলক॥

তারা নেই

এই সব দ্রুতপদ পথের বিনুনি ভেঙে আমি
সারারাত ঘুরে ঘুরে দূরে কাছে অসংখ্য সর্পিল
স্নায়ুর ঝংকার-শ্লথ অলিগলি হেঁটে হেঁটে শুধু
আমার পিছনে এক বকুল-ব্যাকুল দীর্ঘশ্বাস
অনুভব ক'রে গেছি, ছদ্মবেশ উন্মোচন কামী
অন্ধমীড়ে ভেঙে-পড়া শরীরের শিথিল আক্ষেপ
চোখ-ঠাসা ঘুম নিয়ে গ্যাসের পাণ্ডুর আলেয়ায়
সারাবাত কাঁদে মন, কাঁদে রাত, ক্লান্তির করাতে
রক্তাক্ত প্রহর সব কৃষ্ণচূড়া হয়ে ফুটপাথে
ঝরে পড়ে রাতে ॥

দক্ষিণের বারান্দায় আসমানী শাড়ির আঁচল
আর নেই, মেয়েটার চুল গেছে কবে সময়ের
অন্ধকারে মিশে, আজ বাড়ির নম্বরে নেই প্রাণ
সময়ের সিঁড়ি বেয়ে ভাড়াটের দল নেমে গেছে
বিলুপ্তির গূঢ়-গর্ভে। দ্বিপ্রহরে আজো ডাকে কাক
হয়ত বা ঠিক সেই নিমের ডালের 'পরে। রোদ
আশ্বিনে এখনো বুঝি গান হয়, ট্রামের লাইন
দাম্পতিক অবসাদে থেমে থাকে রাত্রির তলায়।
উত্তর চিৎপুরে এসে ঘুমছুট ত্রস্ত মাতালের
ক্লান্ত অসমাপিকা ; দেয়ালে দেয়ালে
তান্ত্রিক যুবকের ইস্তাহার আঁটা হাত বুঝি
ক্লান্ত নয়, জানালায় আজো কোন কবি
কলমে গড়ায় কথা, ঘুম-কন্যা স্বপ্ন ছাখে রোজ!
(সব আছে, ঠিক আছে, তারা নেই। তারা শুধু নেই ॥)

দৃষ্টিবধূ

নক্ষত্রের নকশারাত আকাশী শাড়ির পাড় বোনে
জানালায় ডানা নাড়ে গন্ধস্বরা বাতাসের পাখি
ছায়া-দেবদারু, কোন কৃষ্ণসার হরিণীর মনে
ধেনো রোদে নেশাতুর অপার আশ্বিন বাঁধে রাখী !
খুশীমত্ত সূচীপত্রে দিন-রাত্রি আনন্দ মুখর
আমি আজ অপর্যাপ্ত, চালচিত্র সম্পূর্ণ আমার
তবু মনে মহুয়ার কান্না জমে, শব্দভেদীশর
কৃষ্ণচূড়া দুপুরের মর্মে বেঁধে ; অন্ধমীড়ে তার
থরথর মৃত্যু যায়, বিপ্রলব্ধা শিল্পীর আঙুল
সুরের স্বর্ণ কলি বৃথা খোঁজে। আমার বধির
নারী-ছায়া হাতড়ায় অতীত অরণ্য-সিঁথী : ভুল !
উষ্ণ অন্ধকারে গলে ছায়ার পুতুল পৃথিবীর ॥

সময়ের শঙ্খচিল এখনো তো ঘড়ি পড়ে যায় ;
বিদগ্ধ দাঘির জলে রৌদ্ররুগ্ন সুপারী ছায়ার
সারি সারি সরু ডুব, আমার মনের আয়নায়
ধূসর মুখের উঁকি, (ডায়েরির এ-পত্রবাহার !)
(বাস্তবে) চিরকুট সন্ধ্যা কুটিকুটি ঘরের কোণায়,
ইতস্ততঃ পুজোসংখ্যা খাটের নরমে পড়ে থাকে,
এই ঝাপসা মুহূর্তেই তাকে মনে পড়ে, কবিতায়
শরীরিত করেছিল আমাকে যে মনে পড়ে তাকে।
ঠোঁটের পৈঠেয় এসে পিছল হাসির ডুব-ঢেউ
কিংবা কোন ক্লান্ত-ফণা কান্নার আছাড় লেগে ভাঙা
কাচের প্রহরগুলি কোনদিন ফিরবে না, কেউ
বিগত ব্যাসার্ধ ছুঁতে পারবো না ; নিরাশ্চর্য রাঙা
গোধুলি-পলাশ আজ, থাক তবে অম্ল-অভিমান
শতকণ্ঠি কৈশোরের : জলরঙ্গ যৌবনের গান !

হে তন্বী, (নিজেকে বলি) বক্ষে তব শ্লথ কবরীর
জ্যোৎস্নাপক্ষ, নেমে আসে রাত্রির দেয়াল বেয়ে বেয়ে
সময়ের বসুধারা। ত্রাণ করো রাত্রির শরীর
ঊর্ধ্ববাহু অন্ধকারে, ঘুমের প্রার্থনা দিক ছেয়ে

লতা ধান! স্তব্ধ হও, বন্ধ করো অলসাঙ্ক গোনা,
(এ-দুঃসহ নির্জনতা সুভ্র-শরে বিঁধোনা, বিঁধোনা!)

কাচের ছবি

১

কাক কাঁদে,
রাত্রির গভীর অবসাদে।
জ্যোৎস্নায় পিছল
কার্তিকের ডালে ডালে শিশিরের জল!

২

স্তব করে ঘাস
কায় মনোবাক্যে এক দূরের আকাশ;
হাওয়া
গোপন লজ্জায় মিশে যাওয়া।

৩

চুলে রোদ,
ছায়া পরে আশ্বিনের আশ্চর্য গরদ।
রেলিঙে কনুই,
তোমার সতর্ক শাড়ি, কোথায় বেপথু চোখ থুই।

৪

দু ঠোঁটে সময় গোনে ঘড়ি
দুপুরের বণিক প্রহরী।
পাহাড়ী ফাইল,

ফাঁকে ফাঁকে মনে পড়ে টবে গাছ : ছোট ঘরে খিল।

৫

বই খোলা : এলোমেলো পাতা,

জানালা। মাদুর পাতা

ফুরফুরে ঘুম।

চুলের শিউলি-গন্ধ লজ্জারেখা শরীর নিঝুম।

৬

দুপুরের ছুঁচে

সময়ের সুতো ছাড়ো হাল্কা আমেজে, চোখ মুছে—

আবার উনুন ;

জীবনের স্বাদুতাপ : গৃহীসুখ : একান্নের নুন।

৭

ভাড়া বাড়ি। বাঁকাচোরা গলি,

ময়লা ছায়াকে নিয়ে প্রতিদিন সসঙ্কোচে চলি।

তবুও মনের এক সাথী

সারা রাতি।

৮

ভীরু হাসি সরু রেখা টানা

অধরের ডানা।

দুরু বুক : উরু-উরু ভুরু

কখনো এখানে শেষ, কখনো এখান থেকে শুরু।

৯

সারা দিন পরে ফের নিজের টেবিল

ঘের টোপে ঢাকা ফিকে নীল।

নিঝ্‌ঝুম

শীতের দুপুর রাতে লেপটানা ঘুম।

১০

গলির বাঁকের মুখে নিম,

হিমশিম্‌

ছায়া ঝরা, পাতা ঝরা দিন

দূরে কে বাজায় ভায়োলিন।

১১

কত না অদৃশ্য-মধু ভুল
বই খুলে দেখা যায় অকস্মাৎ দীর্ঘ গন্ধ চুল।
দুচোখ অচল হয়, একা মন উদাস অবাক
বুকে বেঁধে চিলটার ডাক।

১২

কাঁদে মন, কাঁদে তার মন
সকালের বিকালের চিঠি পড়ে এখন যখন,
কবে রেলগাড়ি ?
কাঁচা ঘুম, সাঁকোঘর ভাঁজ করে রেখে দেব পাড়ি ?

কোন কলেজের মেয়েকে

কাঁঠালী ছায়ায় পায়ে পায়ে টানা পথ
এখনো দুপুর-তৃষ্ণা মেটায় নাকি ?
দেওদার ডালে ঝোলে কি রৌদ্র শ্লথ
মনে মনে আজো উৎসুক হয়ে থাকি।

আজো দুপুরের ঘণ্টা যখন শুনি
মনে প'ড়ে যায় কৃষ্ণচূড়ার তলে
প্রহরে প্রহরে শুনেছি পদধ্বনি
ঘুরে ঘুরে গেছ কতবার কত ছলে।

কি ব্যথা তোমার যদি জানতেম, শোনো
জানালার ধারে ক্লাসে ব'সে চঞ্চলা,
শীতের অলস সকালে কি গান বোনো
কত কথা ছিল জানো তা হয়নি বলা।

ঘড়ির ডায়ালে চেনা ছায়া আজো পড়ে
ঘড়ির কাঁটায় কপোতের কাঁপে স্বর
কার্নিশে এসে শেষ রোদ যবে ঝরে
মনে মোর জাগে সেদিনের মর্মর ।

মানি নাই প্রেম, জানি নাই ভালবাসা
ব্যস্ত ছিলাম অনেক অনেক কাজে
এখন গোপন যন্ত্রণা পাতে বাসা
হৃদয়ে করুণ একটিই সুর বাজে ।

রাত্রি তোমার আমার জন্য নয়
পার তো দীর্ঘ দগ্ধ দুপুর দিও,
আমার দু চোখে তোমার বন্য ভয়
বাতায়নে অবগুণ্ঠন টেনে নিও ।

কাব্য এখন সযত্নে থাকে তোলা
রাত্রে লেখনি এখন নিষিদ্ধই
সব শেষে দেখি হয়নি তোমাকে ভোলা,
সময়ের জ্বরে এই মন বিদ্ধই ॥

কালান্তর

ফিরে আসবে বলেছিলে, হে আমার অনাদি কালের
ভ্রমর কৌটোয় ভরা রূপকথা, রুক্ষ কাঁটাজমি,
পথের পাতার জল স্বপ্ন বিহঙ্গম বিহঙ্গমী,
উঁচু নীচু ছাদ রাস্তা গ্যাসপোষ্ট, ব্যর্থ বিকালের
হরতন চিড়িতন, ফিরে আসবে বলেছিলে তাই
মোছেনি জলের দাগ, দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ পাই।
সমস্তই ধ্রুবপদ, যাওয়া আসা গান্ধার রীতিতে,

ঘরে নাই এলে সখি, অনাগত বধূর মতন
কপালে সিঁদুর এঁকে, ভালবাসা জানে ব্যথা দিতে।
গেরুবাজ আকাশের মেঘে জ্বলবে শেষ বিস্মরণ
জন্ম জন্মান্তর ঘুরে যদি তুমি ফিরে আসো দ্বারে,
হয়ত তখন আমি রূপকথার অর্বাচীন নট
কবেকার সুতানুটী ডোবে কান্ত-বিরহ-কান্তারে,
কলকাতাকে মনে হয় ভুলে যাওয়া শতাব্দীর পট।

প্রেমের কবিতা

রোদ্দুর যে-কথা বলে কানে কানে, ছায়া তাকি জানে!
কে মানস-সুরধনী পারে, আর কে এই শহরে
নিষ্ঠুর গন্ধের মত চালু আছে দশটায় পাঁচটায়,
চলেছে কর্মের স্রোত হয়ত বা মর্মের উজানে,
মৃত্যুর করুণ ছবি মাকড়সার জালে এসে পড়ে,
রোববারের বুকে কেউ বিলম্বিত লয়ে গান গায়।

কিছু বুঝি, কিছু তার বুঝি না বা, জনপদবধূ
নাটকের অন্তরঙ্গে জন্মজন্মান্তর মালা গাঁথে
কেন, কার হাতে বাজে পৌত্তলিক কালের ডমরু

কেন সে দাঁড়ায় এসে ঘোর ঘনঘটা ধারাপাতে ?
কি সুখ বেদনা পেয়ে, ব্যথা দিয়ে কি যে,
না ঘুমিয়ে সারারাত, আশ্চর্য চোখের জলে ভিজে !

দিন আর রাত্রি যেন পরস্পর নায়ক নায়িকা
বুকে শূন্য ফুলদানী, চোখে অর্ধনারীশ্বর ছায়া ॥

কালিঘাটের পট

বাণিজ্যে ডুবেছে নৌকো ; মাথা নিচু অন্ধকার ঘরে
সমর্থ বধুর বুকে পিদিমের আলো এসে পড়ে,
অশ্লীল খেউড়ে ভাসে চতুর্দিক, ঘরের পিছনে
নোংরা পাঁক, কচুবন, বুনো মশা, প্রথম যৌবনে
ঝুঁকে পড়লে ছায়া পড়ে কুয়োতলায় : বুকচাপা জল,
মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা, লম্পট কলকাতা কাছে এলে
বিষণ্ণ ছবিতে ভরে বলিরেখা, বিবর্ণ পীতল
দেখবে, আঁচলে কাঁচ, অসাবধানী সোনা গেছে ফেলে।

পটের ঠাকুর মুছে নট-নটী, পদ্মের পাতায়
ঘরোয়া চোখের জল, খুলে দেখি দরজার খিল
ব্যঙ্গের পঞ্চম শর, দুঃসাহসী নগর-নকশায়
বিচিত্র সংলাপে বাঁধা দাঁড়ে টিয়ে, খাঁচায় কোকিল,
বাণিজ্যে ডুবেছে নৌকো ! কেঁদে হেসে কিংবা ভালোবেসে,
বস্তুত সবাই মূর্খ তমস্বিনী বেদনায় এসে ॥

তাসের কান্না

চারখানা সাদা তাস একটি ভয়ের গল্প নিয়ে
রোজ রাতে খেলা করে, যখন সবুজ আলোটাও
নিভে যায়, ছাপা সুখ-দুঃখ নিয়ে বইয়ের কপাট

বন্ধ হয়, অন্ধকারে, তখন একটি মেয়ে তার
খোলা বুকে হাত রেখে সোনালী সাপের কথা ভাবে।

মৃগয়ার মত তার মনে মনে সারারাত কার
অশান্ত পায়ের ধ্বনি নগ্ন বেদনায় খেলা করে,
আকাশে জ্বলন্ত চাঁদ লাল অঙ্গারের মত স্থূল,
প্যাঁচা ডেকে যায় দূরে সীমাহীন রোমাঞ্চিত স্বরে।
বিছানাটা দিশেহারা লবণসমুদ্র চারপাশে।
এই সমুদ্রের কূলে অমনস্ক আঠার চৈত্রের
একটি পিপাসা ছিল, দ্বীপের মতন এই ঘরে,
অরণ্যের সম্মোহন, তবু তার বেলা চলে গেল,
চারখানা সাদা তাসে জীবনের অনেক সঙ্কেত
চোরা আলো ফেলে গেল, বাইরে আঠারো অন্ধকার।
শুভ্র বুকে রাঙা নখ আপন আত্মার ছবি দেখে
চমকে গেছে, মনে মনে সরীসৃপ আত্মলুণ্ঠনের
রমণীয় ব্যাকুলতা, কান্নার করুণ নদী লীন
তার ভীরু কটির প্রান্তরে। দুঃখ কী যেন না পেয়ে।
সোনালী সাপের কথা তাই ভাবে একা একা শুয়ে।

রূপে নয়

না, তবে মৃত্যুও নয়, মৃত্যুরো যে রূপ আছে জানি।
কাঁদে জল, কাঁদে মাটি, আমার বুকের রাজধানী
আশ্চর্য রূপের কিংবদন্তী শুনে, যা আমার নয়
কিছুই পারি না দিতে কাছে দূরে ছড়ানো সংসারে,
অথচ আসবে তুমি তাই এই ঘরের প্রণয়
আমাকে জাগিয়ে রাখে, স্বপ্ন আসে ক্লান্তির আকারে।

করুণা করো না আর অরূপাকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে
হে অর্জুন, ধন্য তুমি, আমি শুধু ভিক্ষু অনঙ্গের

পুষ্পিত আশ্বাসে, মন দেখেছে আকাশ গেছে ছেয়ে
আষাঢ়ের গজকান্তি মেঘে মেঘে : দুঃখ বিহঙ্গের।
রাত্রি আসে নিম্ননাভিঃ শ্রোণীভারাদলসগমনা,
এখন জীবন মানে অন্ধকার 'না' ছাড়া কিছু না।

আমার কিছুই নেই কাছে দূরে কোথাও এখন,
বেদনাও রূপবান, সে কার ভালোবাসার ধন।
যত কেন ভান করো, আমি জানি কেউ ভুলবো না
হয়ত পটের ছবি তন্বীশ্যামাশিখরিদশনা॥

খাজুরাহো

'এই নাকি খাজুরাহো', বিস্ময়ে ডুবন্ত দুই চোখ
মেয়েটি তাকালো তার ডাইনে বাঁয়ে, 'অপরূপ রূপ
এই রুক্ষ পাথরের বুকে, আমি বিশ্বাস করি না,
নিষ্করুণ কারুকার্যে অমরাবতীর কোন শ্লোক
লেখা আছে বোঝাও আমাকে, কোন্ গান
কোন্ নদী অহল্যার মত আজ এখানে নিশ্চুপ?'

ছেলেটি ফেরালো দূরমগ্ন দুই চোখ ধীরে ধীরে,
নীল পাহাড়ের চূড়া ছায়ার আশ্চর্য করতলে
চিন্তামগ্ন ললাটের মত সেই অপরাহ্ণ বেলা;
কামরাঙা রৌদ্র এসে অন্তরঙ্গ পৃথিবী ছুঁয়েছে :
মেয়েটির চুল চোখ চিবুকের রেখা চিত্রময়।

মৃদু হেসে ছেলেটি বললো, 'ছাখো, ছাখো,
স্বপ্নভারাতুর এই ছবির অ্যালবামে কত মুখ।
কত মৃত্যুঞ্জয়ী মুদ্রা ফুটে আছে নৃত্য লোভাতুর।
চারদিকে পাথর নয়, যৌবনের যন্ত্রণার নদী
তরঙ্গ বিহ্বল আজ, তুমি এক অনন্যা মানবী
নিজেকে প্রযুক্ত করে ছাখো সব দেখার মাঝখানে।'

'এই যৌগপদ্যে আমি এখন তোমাকে প্রিয়সখা
একান্ত চিত্রাত্ম করে দেখতে পেয়েছি অনুভবে,
যখন অমৃতকুম্ভে যন্ত্রণার নদী এসে মেশে,
তখনই প্রতিটি দিন-রাত্রি হয় রসোত্তীর্ণ ছবি,
শিল্পী মুক্তি পায় তার আগে নয়'—মেয়েটি জানালো।

ওষ্ঠের অন্বয়ে জন্ম-মৃত্যু, বুকে প্রস্তরের দাহ,
মানব-মানবী হল শিলীভূত দীপ্ত খাজুরাহো ॥

পূর্বগামিনী

দুষ্মন্ত আকাশ দিল নীল অঙ্গুরির মত দিন।

কে চায় এখন ঘরে ফিরে যেতে, প্রিয়ংবদা, বলো,
ঘরে যার গান গাবো, যাকে ভেবে ছবি হয়ে যাই
অন্যমনে, বুকে বেঁধে সূক্ষ্মতম একটি আলপিন
ফুলের গন্ধের ; চোখে রাত্রির শিশির ছলো ছলো
করে, তাকে যদি এইখানে পেয়ে যাই !

যার কথা মনে মনে মৃগয়ার বেদনার মত
আমাকে তাড়িয়ে ফেরে, দুপুরের জলের আয়নায়
কাঁদে এই পূর্ণকুম্ভ দিনের হৃদয় অবিরত
যার স্বপ্নে, তাকে ঘরে খুঁজে পাওয়া দায় !

ছায়া পূর্বগামিনী যে, যুবতীর মন থেকে কবে
সে অমূল্য অভিজ্ঞান খোয়া গেছে : দূরের আকাশ।
আর সেই থেকে তার কান্না শুরু, ঘরে ফিরে এসে মনে হবে
গতকল্যকে যদি ফিরে পাই, তবে অভিলাষ—
সমুদ্রের মত বুক, মুখ অরণ্যের ফুলদানী,
তার চোখে চোখ রেখে, জীবনকে অন্য অর্থে জানি।

স্বৈরিণী

প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে পতঙ্গের অন্ধ ভালোবাসা।

ছবি হলো শ্রীরাধিকা, ছবি হলো তমালের ডাল,
অতীতের পটে আঁকা যমুনার ঝাপসা কালো জলে
বুকের কলস তার ভেসে গেল, ওই কীর্তিনাশা
বাঁশি শুনে ; যদি পথ দিয়ে যায় রাজার দুলাল
পুতুলের ঘর ফেলে তুমি কেন দয়িতার ছলে
ছুটে আসো, কোন মন্ত্রে হে নিদয়া তোমার ও তূণে
আরো বাণ থাকে, আরো ; এই অন্তহীন রহস্যের
জবাব মেলেনি, শুধু বৃন্তহীন ব্যথার প্রসূনে
একটিই রূপকথা জলে উঠে নিভে যায় ফের।

ঘরকে বাহির করে প্রিয়তমা কি যে লাভ হয়
আমার অজ্ঞাত সে তো, কে যে কার কানে কথা কয়।

এবং তারপর

জন্ম-মৃত্যু নয়, শেষ কথা বুঝি চুপ করে থাকা।

এবং তারপর আর কিছু নেই চিত্রার্পিত ফাঁকা
কখনো আকাশ হয়, কখনো বা পৌত্তলিক মন,
একটি গল্পের শেষে আর একটি গল্পের বরণ,
জীবনের এই রীতি এক মহাশূন্য পটভূমি
তোমাকে আমাকে করে তোলে সেই প্রিয়তম তুমি।

দু'হু কোরে দু'হু কাঁদি, অতলান্ত বিচ্ছেদের জ্বালা
একজন ছিঁড়ে ফেলে, আর একজন গাঁথে মালা।

একজন অন্ধকারে, অন্যজন আলোতে বসেছে
দুজনেরি রয়ে গেল দুজনের কাছে বহু ঋণ ;
মৃত্যু বারবার এই জীবনের মুখ চেয়ে বাঁচে
দিনের হৃদয়ে রাত্রি রাত্রির হৃদয়ে কাঁদে দিন।

ভগ্নাংশ

গোলদীঘি ভরে জ্বলছে বাঁকা চাঁদের একশো ঢেউ ছবি।

টিমটিমে আলোয় ধুঁকছে ফাঁকা গলি,
ইউনিভার্সিটি অন্ধকার।
সমস্ত দোকান বন্ধ, বই ছড়ানো ফুটপাথে এখন
ছেঁড়া কাগজের টুকরো দমকা বাতাসে ভেসে ফেরে।

শ্বাপদের নখ বাজছে, রেঁায়া ওঠা ডিগডিগে কুকুর,
কানা ভিখিরীটা শুয়ে, চাপা-কলে অস্পষ্ট উথলানি।
জল, হোক ঘোলা জল তবু বুক ভাসছে : অ্যাসফল্টে-গ্রানিটে
স্নেহ ঝরছে ফোঁটা-ফোঁটা, আলগা টিপকল থেকে
বারোটা রাত্তিরে
ট্রাম নেই, বাস নেই, কলকাতার দেয়ালে দেয়ালে
কাঁচা পোস্টারের বুকে জেগে আছে নটনটীর মুখ।

মুক্ত চতুর্দোলা চড়ে বধূ এলো এমন সময়।

পরনে ঢাকাই শাড়ি, খাব্‌লা খাব্‌লা সিঁদুর কপালে,
মেঘবরণ কেশ ঝুলছে, পা দুখানা আলতায় টুকটুকে ;
বাসর ঘরের থেকে যেন এইমাত্র বাইরে এলো,
ঠোঁটে ম্লান জ্যোৎস্না-হাসি, বাসকসজ্জায় একা বধূ :
স্বামী চলছে খালি পায়ে, সামনে পথ ঝাপসা হয়ে গেছে,
বুকের মধ্যে কি যে হচ্ছে—চোরা ঢেউ, মূর্ছিত শ্রীরাধা।

বরযাত্রী চলে গেল, খোলা চতুর্দোলা চড়ে বউ।

গোলদীঘির মাথা খেয়ে ধীরে ধীরে নেমে গেল চাঁদ,
একটি তামার পয়সা ছিটকে এলো দূরের ফুটপাথে
কাঁচের চুড়ির মত শব্দ করে, খৈ উড়লো দক্ষিণ বাতাসে
ঘুরে ঘুরে, হরিধ্বনি মুছে গেল, ঘুমন্ত কলকাতা
অন্ধ ভিখিরীটা শুধু চমকে উঠে দু'হাত বাড়ালো॥

গানেগানে

সেও শুনেছিল বাঁশি অবিকল চিত্রিত হরিণ
অরণ্যের পাণ্ডুপটে, প্রসিদ্ধ প্রথম ভুল তার
সংসার করেনি ক্ষমা, তাই সেই কলঙ্কের ঋণ
যৌবন সয়েচে নতশিরে দীপ্ত তন্বী বেদনার
বিনিময়ে ; নগনদী যেন বাজে গেরুয়া মাদলে :
ঘরোয়া ছড়ায়, ব্রতে কালের বটের ছায়া দোলে।

শিয়রে ডালিম গাছ, কঞ্চনমালার জানালায়
কতকাল কেটে গেছে কিংবদন্তী অন্ধকারে ঢাকা,
বেদনামন্থর মেঘ, ক্ষেতে মাঠে দূরের নালায়
বর্ষার অথৈ মন ধরা দিল, সময়ের চাকা
দিনের রাতের তাঁতে কলঙ্কিনীর ভীরু মনে
রৌদ্র জ্যোৎস্না দুটি ডালে একটি আশ্চর্য ছবি বোনে

অবশেষে প্রাণ দিল কাঁটাডালে প্রবাদের পাখি।

চিরকাল একা আমি, প্রথম প্রেমের দাহ নিয়ে
ফিরে যাই, মনে মনে মৃত্যুর নিপুণ শিল্প ছুঁই।
সেও শুনেছিল বাঁশি সারারাত বইয়ের পাতায়

বিশাল গাঙের জলে অন্ধকার নৌকোর গলুই
ভেসে ওঠে : ডুবো গল্প এই পূর্ববঙ্গ গীতিকায়।

ঝরাপাতার গান

আকাশে চৈত্রের চোখ, জানালায় মাধবীলতার
স্নেহ, আর ঘড়ি-কণ্ঠ অদূর গীর্জার মৃত ধ্বনি,
ভাঙা-কবরের গান, মাঝে মাঝে এলোচুল-হাওয়া
ফুলদানী ছুঁয়ে যায়, ঘনপাতা বইয়ে ভিতর
দুচোখ ডুবিয়ে তুমি সামুদ্রিক ঝিনুকের মত
রামধনুকের ঘুমে অচেতন।

মৃদু রাত বাড়ে…

পাশের বাড়িতে গান গ্রামোফোন, কাচের হাসির
ধারালো এক-আধ টুকরো বেঁধে কি মনের কোনখানে,
কিংবা কোন পত্র-লেখা দুপুরের দুরন্ত স্মৃতির
রঙ্‌ধরা সুখ ? কোন নিষিদ্ধ কান্নার কলি ঠোঁটে
রাত্রির রেলিঙে শ্রান্ত বুক রাখো, নীচে রসা রোড
মানুষের ধূর্তছায়া ধূসর ক্লান্তির আলেয়ায়
মিলে যায় রাত্রির মতন।

তোমার বইয়ের রাত শেষ, শোধ। তোমার সকাল
প্রমত্ত পলাশ নয়, ঘড়ির কাঁটায় বিঁধে আছে,
তোমার নির্জন শাড়ি ছিঁড়ে গেছে জীবিকা-থাবায়।
তোমাকে দেখেছি আমি জীবনেব ভিড়ে ডুবে যেতে,
আত্মার নিস্তব্ধ হাসি নিয়ে ম্লান মোমের মতন
তোমাকে দেখেছি আমি জীবনের ক্লান্তি ফিরে পেতে।

একটি মেয়ের অ্যালবাম

কাঁটা গোলাপের মত রোদ জ্বলে কাঁচের শার্সিতে
কেউ না কিছু না, হাওয়া, বাইরে স্মৃতিভারাতুর হাওয়া

ঘরে শুধু নির্জনতা ; তীক্ষ্ণতান চিলের চিৎকার
বুকে বিঁধলে ফিরে দেখি তুমি বসে কাগজ পড়ছো ।—
এই আমার রবিবার, খুশিজলা ঝিনুকের বুকে
নিটোল মুক্তোর মত ; আর এই দুপুরের পাখির বাসার মত ঘর
এ যেন গল্পের বই, কাঁদে আর আমাকে কাঁদায় ।
সুখে আছি, সুখে আছি, সখা আপন মনে ।
কিংবদন্তী-পটে আঁকা গোপন ছবির মত একা,
দেরাজে গুমরায় চিঠি আজ কার স্মৃতির ব্যথায় ।
আমি আছি আর তুমি আছ, এই আশ্চর্য সংবাদে
দিন আর রাত্রি যেন পদ্মপত্রে বিচলিত নীর ।

শোনো, যা যা জানি আজ বলবো তোমাকে, তুমি স্বামী ।
আমার প্রথম কান্না, প্রথম কান্নার উপকূল
তুমি, তাই তোমাকে লুকিয়ে কিছু কাজ নেই, শোনো—
পথ দিয়ে গেল কাল শোভাযাত্রা, পোড়ামাটির বৌ
হঠাৎ শাঁখের শব্দে, হুলুরবে চমকে দিয়ে পাড়া,
কতগুলো কচিমুখ, ছোট্ট বেণী, ফ্রকপরা ছায়া
পুতুলের স্বপ্ন নিয়ে ছুটে গেল ; পিছন ফিরলাম ।—

পুতুল খেলেছি, রাত্রে আচম্‌কা তারার দিকে চেয়ে
চমকে গিয়ে কতবার ফেরাতে পারিনি চোখ, জানি
জীবনে এমন কিছু সব মেয়েই পেয়ে যায় কখনো কখনো
চোখ ফেরানো অসম্ভব মনে হয় যার দিক থেকে ।

আমার প্রত্যহ দেখা সেই একটি মানুষের ছবি
রাত জেগে পড়া করে লণ্ঠনের স্তিমিত আলোয়—
দেয়ালে এঁকেছি তার ব্যঙ্গচিত্র কাঠকয়লা দিয়ে ;
মস্ত মাথা, চীনে গোঁফ, নাতিস্পষ্ট চশমার লক্ষণ
ধাঁড়ালো নাকের পাশে, আনাদর সমাদৃত মুখ—
মিষ্টি হাতে ঠাট্টাগুলো রেখায় রেখায় ভরে দিয়ে

দেয়ালে এঁকেছি তার ব্যঙ্গচিত্র কাঠকয়লা দিয়ে
কাউকে বলিনি নাম, কাউকে না, সে আমার গোপন কথা যে।

গোপন কথার এক দুঃখ আছে যদি সে গোপনই থেকে যায়,
আমারো তাই হলো, 'কত কথা তারে ছিল বলিতে'।
তারপর বিয়ে হলো, তোমাকে চিনলাম।
কাউকে বলিনি তবু, নামে নামে হয়েছে অমিল।
কাঠকয়লায় আঁকা ব্যঙ্গচিত্র বাপের বাড়ির
দুপুরের গোপন দোয়ালে একা পড়ে রইল, এলো না এখানে।
এমনি করে দিনে দিনে ব্যঙ্গটুকু সত্যি হলো, আর
ব্যঙ্গকেই জানলাম জীবনের সিদ্ধরস বলে।

এখন রোদ্দুর যেন কোন্ দূর মন্দিরের চাবি।

ছাদে উঠলেই গগন ঠাকুর, আলো চমকানো চতুর মেঘ
ছবি বানায়, ক্ষিপ্র করুণ অপাপবিদ্ধ ছবি
আমার এই চিত্রার্পিত মুগ্ধ দুটি চোখে
শিউরে ওঠে দূরের আকাশ, গলির মোড।

কোথায হারিযে গেল সেই স্বপ্নবাসবদত্তার অনুভব।
কলসের মুখ থেকে আবার বুকেই ফিরে এলো
সেই শব্দভেদী ব্যথা, জল ভরতে গিয়ে একি হলো
টুকরো টুকরো ছবি হয়ে ভরে গেল কলকাতার নদী
শব্দস্পর্শগন্ধময অন্ধকারে, আলোর নিবিড অন্ধকারে
খরস্রোতা রেখাগুলি লখিন্দর চিনতে পারো কি?

তুমি এখন আমার বুকে শবের মত ভারি।
কাঁটা গোলাপের মত রোদ জ্বলে কাঁচের শার্সিতে।
কেউ না কিছু না, হাওয়া, বাইরে স্মৃতিভারাতুর হাওয়া
ঘরে শুধু নির্জনতা, আমার কাহিনী শেষ হলো,
এইবার শাস্তি দাও, শুধু কোনো দিন জানবে না,
আমার প্রথম কান্না প্রেম হলো, দাগে দাগে ভরলো দেয়াল।

সাতটি তারার তিমিরে

"একদিন এমন সময়
আবার আসিয়ো তুমি,—আসিবার ইচ্ছা যদি হয়।"—

আসেনি সে। ভাবলাম, এই যে প্রতীক্ষা করে থাকা
বিপ্রলব্ধ বেদনায়, অলি-গলি গল্পের শহর—
অশ্রুলভ্য ছবিঘর, মৃত্যুর মতন এরা ফাঁকা
মৃত্যুর মতন এরা ম্লানকান্তি, কান্নার প্রহর।

দোর ঠেলে দমকা হাওয়া, আসেনি সে, শহরের মন
কেউ ভেবে চমকালো, কেউ না, কিছু না, তবু যদি
আসতো সে, তারি জন্যে এই ঝরা পাতার শ্রাবণ
বেদনায় দেউলে হয়, ল্যান্সডাউন রোড হয় নদী।

মাঝরাতে মোম জ্বেলে জাগা-পায়ে যে মানুষ পায়চারি করে
তার ছবি,
যার চোখে সারারাত্রি শিশিরের জল জমে মাঠের কান্নায়
তার ছবি,
পৃথিবীর অতি তুচ্ছ সামগ্রীতে লোভ যার গোপন বিস্ময়
তার ছবি···
আজ বুঝি এত ছবি শেষ হলো, হাজার বছর ধরে কেউ
রাত্রির পৃথিবী দিয়ে হাঁটবে না, লবণাক্ত ঢেউ
আর কারো রক্তের সমুদ্রে জাগবে না,
আর কেউ জেগে-জেগে দূর-অধ্যায়ী গান করবে না।
আমার তো জানা নেই, কালের ভ্রূকুটি ভঙ্গ করে
আর কোনো দুঃসাহসী আছে কিনা দুই চক্ষু ভরে
প্রাকৃতিক স্পর্ধা যার অফুরন্ত, অন্ধকার জলের মতন
স্নিগ্ধ যার মন।

যে পারে হেলায়
নেমে এসে যোগ দিতে আদিগন্ত মৃত্যুর খেলায়।

আসেনি সে। ভাবলাম পাতার মর্মরধ্বনি শুনে,
সে আসে না তবু কাঁপে ল্যান্সডাউন রোডের আকাশ,
সবুজ গেলাস ধরে ঘাস,
পৃথিবীরা ঘরে ফেরে, নীল খেত ভরে থাকে তারার আগুনে।

নাটকীয়

যবনিকা উঠলে দেখা গেল
ওরা তিনজন তিনদিকে,
আলো এসে পড়লে দেখা গেল
ওদের মুখের রঙ ফিকে।

ঘুরন্ত সিঁড়ির মত ঘর
ত্রিভুবন এর মধ্যে ধরা
সামনে বাঁকা পথের শহর
বুকে বাজছে তবলালহরা।

সাজঘর অনেক পিছনে,
দর্পণের চোখে চোখ রেখে
ক্রেপে চলছে কাঁচি, মনে মনে
চোরা তুলি চলছে এঁকে বেঁকে।

কিন্তু এটা রঙ্গমঞ্চ বটে,
এখানে চলে না কোন ফাঁকি।
যা যা রটে তার কিছু ঘটে
ঘটুক না, বন্ধ করো আঁখি।

নটনটী। ব্যঙ্গ করে বলি,

কিন্তু জানি জীবনে গোপন
পটুয়া আঁকছে কথাকলি—
তোমাদেরই গল্প অনুক্ষণ।

এ আমারই ঘরের কাহিনী,
চিত্রকল্প রূপকল্পে বাঁধা
আলো পড়লে ছায়া পডলে চিনি
আসলে কোথাও নেই ধাঁধা।

যবনিকা উঠলে দেখা গেল
তিনজন তিনদিকে তোমরা
চমকে ওঠা আলোয় দেখা গেল,
বুকে কাঁদে ব্যথাঃ ভোমরা॥

পথ গেছে বেঁকে

যে আছে নিকটে তার নিঃশ্বাসেও সমুদ্রের স্বাদ।

তবে কোন প্রতিশ্রুতি দূর লগ্নে তারা হয়ে জ্বলে
কাঁদে হাওয়া ঘুরে ঘুরে, কাঁদে দুঃখ জাগানিয়া হাওয়া
পায়ের নূপুরে অন্য নায়িকার ঈর্ষার সংবাদ ;
যার সঙ্গে কথা ছিল, জানি কোন দিনান্তের ছলে
গানের ধুয়োর মত তারই কাছে ফিরে ফিরে যাওয়া।

প্রতিটি প্রহর যেন সীমাহীন তমালের ডাল
অঙ্গবদ্ধ অঙ্গীকারে, কেউ এসে ফিরে গেছে দ্বারে ;
স্মর-গরলের বাঁশি জন্মমৃত্যু নিরবধি কাল,
পথ গেছে বেঁকে তার চিবুকের নম্র অন্ধকারে।
স্তব্ধ চোখে চেয়ে থাকা, রূপকের মত ছায়াময়
কদম্ব কাননে যদি বৃষ্টি নামে, কি হয়! কি হয়!

কঠিন কপাট খুলে কেউ যাবো, কেউবা যাবো না,
দেহে-মনে ঘরে-বাইরে কোন পূর্বজন্মের বাসনা।

পারাপার

ওপারেতে কালো রঙ বৃষ্টি পড়ে গুণবতী ভাই।

কেটে গেছে সারাবেলা প্রতীক্ষার শূন্যবালুচরে,
কেউ তো আসেনি রূপকথিকার কুমারের মত
দীপ্ত তলোয়ার হাতে, যতবার চমকে তাকাই
দেখি কেউ নয় শুধু হাওয়া ঝাউবনে শব্দ করে,
ভরা কলসের একই কান্না বাজে বুকেও সতত।

অনেক সয়েছি দুঃখ মালা হাতে, আর না এবার
আমি আর কারো জন্যে অপেক্ষায় কাটাবো না দিন।
ঘরে ফিরে যাবো তুচ্ছ করে এই স্বপ্ন পারাবার
ঈশ্বর আমার মনে এইবার বিস্মরণ দিন।
বেলা গেল, বেলা গেল, অবেলায় গান গেয়ে, আর
বিহ্বল সীতার মত ভালোবেসে সোনার হরিণ।

এপারেতে একা ঘরে কানে আসে দূরের সানাই,
ওপারেতে কালো রঙ বৃষ্টি পড়ে গুণবতী ভাই।

শেষ দৃশ্য

চারপাশে সাদা পর্দা, ওষুধের গন্ধ, জানালায়
আকাশের চমকানো নীল, একা বালিশের পিঠে,
আলগোছে ঠেস দিয়ে ঈষৎ বসার ভঙ্গিমায়
শুয়েছিল, দূরে এক ভুমড়ানো পাহাড়ের ভিটে

ছোট্ট ছেলের আঁকা ছবিটির মত, সেই দিকে
অতিক্লান্ত চোখ দুটি তুলে ধরা ; কাছে গিয়ে বলি :
'ভালবেসেছিল কেউ একটিই ফুলের কলিকে,
সে গল্প বোধ হয় জান ?' বাইরে সন্ধ্যার রাঙা হোলি।
য়ুক্যালিপটাসের ছায়া দীর্ঘ হল দেওয়ালের গায়,
চমকে তাকাল মুখে, মোমরঙ হাত দুটি ধরে
বললাম, 'মনে রেখো আজো ছুঁতে পারি নি তোমায়।'
ঘড়িটা চঢ্‌-ই-স্বরে শব্দ তোলে। অসুখের ঘোরে
কি যেন বলতে গিয়ে চারপাশে সাদা পর্দা দেখে
ভয় পেয়ে থেমে গেল গোপন কথাটি উহ্য রেখে।

একটি জলের ধারা অতর্কিতে তার কালো মুখে
আমার ব্যথার কাব্য লিখে গেল রুপালি চাবুকে !

শেষ দান

মৃত্যুকে শরীর দিই, জীবনের হাতে দিই মন,
কাউকেই শুধু হাতে যায় না ফেরানো অনুক্ষণ
তাই কান্না পৃথিবীতে, তাই যন্ত্রণার জুঁই ফোটে
শ্রাবণের অন্ধকারে, রাত্রির কামনাকীর্ণ ঠোঁটে
আমাদের বিষণ্ণতা, আকাশে ঝড়ের স্বরলিপি।
মৃত্যুকে শরীর দিই শেষ রাতে আকাঙ্ক্ষা যখন
শীতের নদীর মত, জীবনকে সন্ধ্যালগ্নে মন
সমর্পণ করি এই সময়ের অনন্ত শয্যায়,
যখন দুরান্ত হাতে অন্ধকার বাসর সজ্জায়
মত্ত থাকি নির্ভীক শরীরে,
একটি আদিম ঘুম নেমে আসে দুই চক্ষু ঘিরে।

তারপর তুমি আসো আচম্বিত শিশির সকালে
আমার প্রাণের রাঙা যন্ত্রণা তোমার দুটি গালে

লজ্জার সিঁদুর হয়, মৃত্যু নয় জীবনও তো নয়,
ছাড়িয়ে সবার দাবী তোমার আকাঙ্ক্ষা বড় হয়।

তোমাকে কি দেবো আমি, সংসারের প্রচণ্ড তামাসা।
মনে পড়ে প্রেম আছে, ফুরায়নি ভীরু ভালোবাসা!

সাধারণ মেয়ে

কঙ্কণে বাঁধেনি হাত, আসেনি সে চতুর্দোলা চড়ে
গ্রামের বধু সে নয় তবু প্রিয়নাম বুকে করে
এসেছে ঘরের মধ্যে ; কলতলায় পা ফেলে পা ফেলে
সুতো-রেখা-জলে ধুয়ে নগ্নবুক, চমকে হেসে ফেলে
তাড়িছে দুপুরের মুখপোড়া নির্লজ্জ কাকের
অতর্কিত ডাক। আজ সহসা কি করে পেল টের
গল্প স্তোকবাক্যেভরা ঘুরপথ, সত্যি কথা শুধু
এইঘর আলো করবে এঘরের একমাত্র বধু।

স্টোভে নীলবর্ণ শিখা, ডালহৌসি থেকে ফেরে ট্রাম
বিকেল পাঁচটার, উনি আসবেন, তার একটু আগে
কখানা পরোটা করে রাখা, শুনে নিজের ডাকনাম
হাসিভরা ঠোঁটে তার স্বামার আশ্চর্য ছোঁয়া লাগে।
একতলার এঁদো ঘর, একশো-ষাট টাকার কেরানী
সুন্দর মানিয়ে গেছে, লাভ নেই অন্য স্মৃতি ধরে ;
সোনার চরণ-চক্র পায়ে তার ছিল না তা জানি
পরেনি মোতির মালা, আসেনি সে চতুর্দোলা চড়ে।

স্যানিটোরিয়ামের চিঠি

আপনার কথাই ঠিক, নার্স মালতীকে কেন্দ্র করে
অদৃশ্য গল্পের বৃত্ত ঘিরে আছে পল্লবের মত।

পনের নম্বর বেড খালি হল। আটমাস পরে আজ রাতে
বিছানা সরানো হলো, চ্যাপ্টা, বেঁটে ওষুধের শিশি
মেজার গ্লাসের পাশে সারি সারি সাজানো, শিয়রে
রিপোর্ট টেবল্‌খানা, এখনো রয়েছে, কাল ভোরে
সমস্ত অদৃশ্য হবে, সাদা একটি চাদর বিছিয়ে
মৃত্যুকে আবার ঢেকে দেওয়া হবে, নতুন মানুষ
বাসা বাঁধবে, সুকুমার মিত্র মুছে যাবে
শ্লেটের লেখার মত, মালতী তাকেও সেবা দেবে
ঘড়ির কাঁটার তুল্য ক্লান্তিহীন দুটি বাহু দিয়ে,
যন্ত্রণার অন্য নাম মালতী, কপালে হাত রেখে
চোখে রেখে স্নিগ্ধ চোখ, বেঁচে উঠবার আশা দেবে,
পনের বছর ধরে যেমন দিয়েছে প্রতিদিন
কোথাও হবে না ত্রুটি : রুদ্রাক্ষের মত ঘুরে যাবে
আলো ভরা দিন আর অন্ধকার ভরা রাত,
দেয়ালের ছায়াচিত্র, অন্তহীন ওষুধের ঘ্রাণ
বিন্দু বিন্দু ভালোবাসা : সুকুমার মিত্র একা নয়।

মালতী দত্তর এই দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের
জীবনে এসেছে গেছে রুগ্ন ভীরু অনেক পুরুষ,
অনেক অক্ষম ইচ্ছা, সুকুমার মিত্র একা নয়,
অনেক অনেক মুখ তার নিস্তরঙ্গ ম্লান বুকে
ছোট ছোট ঢেউ তুলে আবার মিলিয়ে গেছে দূরে
কেউবা ঠিকানা রেখে গেছে : ভুলে যাওয়া প্রতিশ্রুতি,
কেউ ফিরে গিয়ে তাকে লিখেছে একটি দুটি চিঠি,
তারপরে অবিস্মরণীয়া এই নার্সকে ভুলতে বড় জোর
দুটি মাস লেগেছে কি লাগেনি, মালতী ভালো জানে,
কার বা অসুখ নেই, এ সংসারে সবাই অসুখী!

কয়েকটি দিনের স্মৃতি তবু মনে পড়ে বারবার,
কিছুতে যায় না ভোলা, স্মৃতিভারাক্রান্ত মালতীর

একি হল ! এই তার অবেলার বিগত যৌবনে
মুমূর্ষু পুরুষ এসে রেখে গেল কোন অভিজ্ঞান,
কোন মৌন ভালোবাসা মাঝরাতে বৃষ্টির মতন,
আজ চোখ বুজে তাই সেদিনের চলচ্চিত্র দেখে।

আমিও নেপথ্য থেকে ছড়ানো মৃত্যুর মাঝখানে
জীবনের চলচ্চিত্র দেখেছি এখানে কতবার,
সুকুমার কেউ নয়, আমারি আত্মজ অনুভব
পনের নম্বর বেডে শুয়ে আছে অন্য চেহারায়।
সন্ধ্যামণি মালতীকে নিরুপম ঐশ্বর্যের মত
শিয়রে দেখছি তার, কনে দেখা আলোর আভায়,
অমনি হয়েছে মনে, সীমাহীন মৃত্যুর ধ্রুপদে
চমকে উঠলো জীবনের মীড় এক মুহূর্ত অন্তত
সুকুমার বেঁচে গেল, রঙ লাগলো পাণ্ডুর কপোলে।
জীর্ণ ঝাউগাছ যেন দিনান্তে নদীর কালো জলে
বিদগ্ধ বুকের ছায়া রেখে তার জুড়ালো অন্তর।

কোনো ভোরবেলা চোখ মেলে দেখি ভৈঁরো-কালাংড়ার
অর্ধনারীশ্বর ছবি কোন শুভ্র প্রতিশ্রুতি নিয়ে
মুখোমুখি চেয়ে আছে, গান্ধার রীতিতে আঁকা যেন
দূর শতাব্দীর কোন পট, সুখ দুঃখ মুছে গেছে।
প্রহরে প্রহরে ঘুরে এসেছে বিচিত্ররঙা ছবি
নির্বাপিত প্রায় দীপশিখা আর ভোরের আলোক
নায়ক নায়িকা যেন, এক সঙ্গে বাঁচতে চেয়েছিল।
দিনের দেয়াল থেকে চুনবালি খসে পড়ে ! হাওয়া
তাদের যুগল পদ্যে হা-হা করে হেসে চলে যায়,
ধূর্ত ধীবরের মত নিয়তির মাকড়সা জাল
তাদের ভাগ্যকে বাঁধে, ব্যর্থ করে স্বপ্নফলশ্রুতি।

সুকুমার মারা গেল। তখনো অপরাজেয় হাসি

উদ্ধত ঠোঁটের কোণে, মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন নেই।
কপালে পড়েনি কোন রেখা, শুধু বন্ধ দুই চোখ
ছুঁয়েছে মৃত্যুর ছায়া, নইলে তাকে দেখে মনে হতো
কপট নিদ্রায় চুপ করে শুয়ে আছে, মালতীর
গল্প শুনে মনে মনে কি যেন ভাবছে তারপর,
দিন গেল রাত্রি এলো, জীবনের আশ্চর্য রূপকে
আপনার রূপ দেখে বোবা হয়ে গেল সে মালতী :
পনের নম্বর বেড খালি হল, এতদিন পরে আজ রাতে।

কালপুরুষের স্তব্ধ মূর্তি জ্বলে রাত্রির ললাটে
সোনার হরিণ চাঁদ কোন ঘন বনের আড়ালে
ডুবে গেছে, সময়ের ক্লান্তিহীন অন্ধ মৃগয়ায়
কে কখন শরবিদ্ধ হবে এই ভয়ে রাত্রি কাটে।
খামের চিঠির মত স্যানিটোরিয়ামের কেবিনে
সারি সারি বেডগুলি প্রিয়নাম বুকে ধরে আছে :
কেউ কাল ছুটি পাবে, কারো ছুটি কখনো হবে না।
শুধু নেয়ারের খাট শূন্য লৌহ বাসরের মত
অবজ্ঞায় ফেলে যাবে বাসা ভাঙা দূরের মানুষ
প্রয়োজন চরিতার্থ হলে আর একটি হৃদয়
লোহার খাটের চেয়ে তারো বুঝি বেশি মূল্য নয়,
জীবনের করতলে মাথা রেখে স্থবির বিন্দুতে
থেমে থাকবে চিরদিন সবার চোখের অন্তরালে,
অন্তহীন ঝড়ে জলে পাখির বাসার মত একা।

চিত্রলেখা

কোথায় তুমি পৌরাণিক ছড়ায় আঁকা মেয়ে ?
যমুনাবতী, সরস্বতী কিংবা সতী কঙ্কাবতী
রোদের বাঁকা কলস কাঁখে চলেছ গান গেয়ে ?

নটেগাছের কড়ে আঙুল ছায়াটি দোলে জলে
কালের চর তেপান্তর ব্যঙ্গ করে বানায় ঘর
আবার সেই বালু-শহর ভাঙে সে শিশু ছলে।

লঙ্কাগাছে রবিবারটি রাঙা টুক টুক করে
এখন শুধু ক্রুদ্ধ দিন আকাশে তোলে বাঁকা সঙিন
বৃষ্টি পড়ে মনে-মনের ধূসর ছায়া ঘরে।

কোথায় তুমি গিয়েছ চলে লজ্জাবতী বধূ
বকুলতলা অন্ধকার অচিনকালের পালকিটার
বন্ধদ্বারে দিগন্তের হৃদয করে ধু ধু॥

ডাকঘর

বইটা হঠাৎ খুলে বন্ধ করে দিল ভয়ে ভয়ে।

বিকেলের কাঁচঘরে চুপি চুপি উঁকি দিল চাঁদ
হয়ত আবার মেঘ জমবে নিষ্ঠুর অভিনয়ে :
নিচু হয়ে নেমে এলো রঙ্-করা আকাশের ছাদ
রম্যব্যথাতুর তার আঁকাবাঁকা বালুর হৃদয়ে,
আর কিছু জানতে সে চায় না, চায় না অন্ধকার।

সেই নখদর্পণেও অন্ধকার-লেপা কার মুখ

যখন তৃষিত হাতে ঘরের গহন বন্ধ দ্বার
খুঁজেছিল বইটার গভীর পাতার ফাঁকে ফাঁকে,
রঙ্গনটী নদীটায় মত জলমগ্ন দস্যুসুখ
সমস্ত সত্তায় তার ঢেউ দিল, তীক্ষ্ণ আলোছায়া-পর্দার
বিচিত্র লেখায় : পাখি মুক্তি দেবে বুকের খাঁচাকে।

ডাক টিকিটের মত একখণ্ড অন্ধকার আঁটা
তার মুখে, শেষ হলো রুগ্ন ঘরের কাঁদাকাটা।

অন্ধকার

আমার ভালো লাগা   আকাশে আলো লাগা
আমার চেয়ে দেখা অন্ধকার।
আমার মনে মনে   বেদনা গান বোনে
হৃদয়ে চেয়ে দেখি বন্ধদ্বার।

এখনো কালো জলে   রোদের রেখা জ্বলে
বাতাসে কথা বলে অরণ্য।
হয়ত কোনখানে   করুণ গানে গানে
মরমে ছায়া মাগে শরণ্য।

ফুরালো রবিবার   ফুরলো সবি আর
খাঁচায় ফিরে চলা দুঃখ ছাড়া।
শহরতলী একি   দুচোখে আঁকা দেখি
দুয়ারে কড়া ধরে লাগায় নাড়া।

খেলো না খোলে দ্বার   বীণার ভীরু তার
অবশ হলো কার আঙুল ছুঁয়ে।
বুঝি না দূরে এসে   কাকে যে ভালোবেসে
প্রদীপ নেভে ঘরে একটি ফুঁয়ে॥

সহজিয়া

সমস্তটাই আমার শরীর এই যে কাঁপে থিরথিরিয়ে জল,
এই যে কাঁপে চোখের পাতা, লুব্ধ ঠোঁটে ছায়া,
বুকের কাছে টাল খাওয়া রোদ্দুরে

শঙ্খিনী মন ফণার নিচে ঘুমোয়,
সমস্তটাই আমার শরীর, আমার।

কাচের মধ্যে কতক্ষণ বা বাঁচে আমার শরীর
এ যে প্রথম কদম ফুলের মত
আয়না ভরে ফুটে উঠলো, অস্ফুট আঘ্রাণে।
অগ্নিপাটের শাড়ি রইল পড়ে আমার
হল না সই
নিজের চোখে চোখ রেখে চুল বাঁধা।
বেলা গেল এমনি করে বয়ে।
ঝাপ্সা শব্দে জল পড়ে কলঘরে।

আমার বুকে কখন দিল ঢেউ জানি না, চোখ পড়েছে আজ
থমকে গেছে সমস্ত যৌবন
নগ্নবাহু বাউল জঙঘায়
নানা রেখায় পড়েছে আজ বেলাশেষের রোদ,
কাচের মধ্যে কতক্ষণ বা বাঁচে আমার শরীর
আমি এখন ইস্কাপনের বিবি ॥

অন্যমনে

পড়েছে অস্ফুট ছায়া মুখে চোখে পিছল বুকের
ঘাটে ঘাটে, যৌবনের বেলা যাচ্ছে কাজলা দীঘির
জল কাঁপছে থিরথিরিয়ে, জলে ঢেউ দিও না, দিও না,
দোলন চাঁপার মত একটি সুখের
ছায়াকে ভেঙো না তুমি এই পাতাঝুরির শিশির
ঝরিয়ে কি লাভ বলো, বুকে জ্বলে যন্ত্রণার সোনা।

কলস ভাসিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরবে, প্রদীপ নিভিয়ে,
কোনখানে মন নেই ওর ;
পা বেধে গিয়েছে বুঝি চৌকাঠেই, সপ্তপর্ণ ছায়া

ভরেছে নিল'জ্জ বুক ভুলে থাকবে বল না কী নিয়ে ?
যদি ছিন্ন হয় ওর ইন্দ্রধনুচ্ছটার প্রহর,
কলস ভেসেছে যাক, ঘর থেকে বাইরের মায়া
বড় হলে অনেক বিপদ :
পড়েছে অস্ফুট ছায়া, মনে করায়ো না তুমি পুরনো শপথ।

রবীন্দ্রনাথ

যে কেউ যেখানে আছি, দৃশ্যে দৃশ্যান্তের নিরালায়
সমুদ্র রয়েছে সামনে, যে যখন ক্লান্ত হাতে একা
বাতায়ন খুলে বসি, দূরে অন্তহীন নীলিমায়
যৌবনের মেঘমালা সঙ্গীতের মত যায় দেখা,
রৌদ্রে মগ্ন ছায়া কাঁপে উদাসী হাওয়ায় যুথীবনে
যে কেউ যেখানে আছি, তোমাকে রেখেছি মনে মনে।

হয়ত রোদন ভরা বসন্তেও তোমারই সঙ্গীত
আমাদের স্বপ্নে বাজে, হয়ত মৃত্যুর অভিসারে
শান্তির পারাবার স্থিতধী এখন বারে বারে,
যে কেউ যেখানে আছি দৃশ্যে দৃশ্যান্তের নিরালায়
সমুদ্র রয়েছে সামনে, তুমি আছো, সমস্ত সম্বিৎ
নক্ষত্রের মত জ্বলে দূরে অন্তহীন নীলিমায়॥

ইউনিভার্সিটি ১৯৫৯

প্রতিমা কোথায় ! শুধু মাটি কিংবা রঙ্ অন্ধকারে,
পুরনো বইয়ের চালচিত্রে আছে সাজানো গৌরব,
বন্ধুত্বে কিছুই নেই, স্মৃতি শুধু দুর্বলতা, আর
ঘুরন্ত শূন্যের মত সিঁড়ি, গল্প বলে ক্লান্তি নেই :
রেলোয়ে ক্রিপারে ঘেরা লন, পাম, মিউজিয়াম, সব
এখন বুকের মধ্যে ঝাপসা, ছায়া কবোষ্ণ কফিতে।

এখন বৃষ্টিতে শুধু বুদ্ধ আর মধুকর ডিঙা
নিঃসঙ্গ কালের দুটি প্রতীকের মত, আর তুমি
বিশ্বাস হবে না শুনে, বহুকাল বৃষ্টি ভুলে গেছ।
গাল্পিক বিকেল, আড্ডা হাত ধরে হাঁটা সব স্মৃতি—
মানে দুর্বলতা, থাক, দরজা খোলা চুপি চুপি এসো
একথা বলবো না আর, চিঠির কাগজে শব্দ হয়
পুরোনো দিনের, কিছু নেই, শুধু মাটি কিংবা রঙ্
দেয়ালে নিজের ছায়া, কিন্তু ওই মিথ্যুক আকাশে ?

ভীরু

ছায়াভীরু সিঁড়িটার স্তব্ধবুকে পা ফেলে পা ফেলে
কোথায় পালাবে তুমি অন্ধকারে, বুকের ইজেলে
লুকিয়ে পুরোনো ছবি, বেদনার পরমায়ু, সুর ?
কালের পুতুল তুমি, পায়ে বাঁধা মৃত্যুর নূপুর।

ভালোবাসা দুঃখময়, তোমার ভেজানো দরজা ঠেলে
কেউ আসবে না, বোকা, কেউ কি নিজের কাজ ফেলে
খেয়ালের কথা রাখে ? শুধু তোর পথে কাঁদে ধূলি,
ঘাসের চপ্পলে লাগে বিকেলের রোদ্দুরের তুলি !

ওপারেতে বৃষ্টি এলো, ঝাপসা গাছপালা, উপন্যাসে
দূরের অধ্যায় খোলা, এ-পারেতে কে-আসে কে-আসে
প্রতীক্ষার স্তব্ধছায়া। তোমার আশ্চর্য তাসঘরে
ব্যথার ভোমরা এলো কি গুনগুনিয়ে, ভয় করে !

আমি তো অসংখ্যবার ভীরু, তাই তুমি তাকে বোলো
কেউ এলো, কেউ গেলো, চোখের জলের শব্দ হলো ॥

প্রেম

কি আর দিয়েছে প্রেম, নীলাঞ্জন অগ্নিশিখা ছাড়া!

পথে ও পথের প্রান্তে একই কথা, ঘরে কিংবা ঘরের বাহিরে,
জনপদে কি অরণ্যে, আলো অন্ধকারের ভিতর,
অঙ্গারের অঙ্গীকারে কবে বা জ্বলেছে স্বচ্ছ হীরে
বেদনা কি সোনা হয়? মিথ্যে হল খ্যাপার প্রহর।
শোক দুঃখ কি দারিদ্র্য কেউ আমাকে করেনি সম্রাট
পৃথিবী নির্মম বড়, বাণিজ্য চলেছে সবখানে;
মগজে ঢুকেছে চিন্তা, মনে হচ্ছে জলজমা মাঠ
কেঁপেছে পায়ের শব্দে সন্ধ্যে বেলা, অন্ধ উপাখ্যানে।

কেউ চলে যাচ্ছে কেউ তাই শুনছে: বুকজুড়ে জলজমা মাঠ,
ধূপ পুড়ছে অন্ধকারে, সাথী নেই, একটি সুতোয়
পাক খায় রাত্রি দিন, চেনামুখ কুঞ্চিত ললাট,
গোপন কথাটি রয় গোপনেই, 'তিলে তিলে নূতন হোয়'
এই কথা শুনে শুনে জন্ম জন্মান্তর কেটে গেল,
কি আর দিয়েছে প্রেম নীলাঞ্জন অগ্নিশিখা ছাড়া?

আত্মবিলাপ

দেয়ালে ঠেস দিয়ে ধুঁকছে কামদক্ষ উলঙ্গ নগর।

নিক্ষিপ্ত উল্লাসে জ্বলছে কলহান্তরিতা নিধুবন
আঁকাবাঁকা জল চতুর্দিকে সেই বেতস কুঞ্জের,
কায়মনোবাক্যে ভাবছি কলকাতার মহিলামহল,
চায়ের দোকানে আমরা ক্ষিপ্রকান্তি অযোনি-সম্ভূত।
ধাতব চিৎকার, মৃত্যু, কুটিল করুণা চতুর্দিকে

খেলা করে (একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু)
বাইরে বেলা পড়ে এলো জলসই, স্বপ্নের জটায়ু—
কি জানি কোথায় আছো সাতসমুদ্র কিংবা তের নদী।

সব অন্ধকার জুড়ে রিপুভয়, হে লুণ্ঠিতা, স্খলিতা নায়িকা,
তোমাকে না চিনি যদি, যদি চপলতা ঘটে আজ,
তুমি কি নেবে না চিনে হে রাত্রি, হে মেঘবর্ণ কেশ,
প্রলয়পয়োধি জলে দেহ দশাদকে ভেসে যায়
তবু আমি মনে মনে একনিষ্ঠ স্বকাল পুরুষ,
কৃত্রিম যৌবন জুড়ে ব্যভিচার, রিপুভয় সমস্ত উৎসবে।

পোড়ামাটির মুখ

ভগ্নাংশ জমেছে হাতে, কামাখ্যাত প্রিয় গল্প হতে
ঊর্ণনাভ নেমে আসে আত্মবিস্মৃতির সূত্রধর,
কারুকাযে ভরে দিন, আলো অন্ধকারের জগতে
একই মৃত্যু-ফাঁদ পাতা, একই কারুকার্যে ভরা ঘর।
নটে গাছ ছায়া ফেলে, প্রকীর্ণ গল্পের ভীরু ছায়া
বুকের গহন শূন্যে, জলসাঘর দর্পণের মত
কেউ চলে গেছে কারো জলমগ্ন চোখে রেখে মায়া,
স্মৃতি ঝাপ্‌সা খেয়াঘাট, বেদনা জড়ানো ওতপ্রোত।

কাচের আলমারি জুড়ে সুখী মুখ পেতেছে সংসার
জলজ বকের মত ; ভাঙা মন্দিরের টেরাকোটা
বাইরে আগুনে পোড়ে, মনে দুলছে কোমল গান্ধার,
এমনি করে ধন্য হয় টবের মাটিতে ফুল ফোটা।

আলো জেলে চমকে উঠি, কেউ নেই, তবু কেউ আছে :
বিবর্ণ নায়ক আজ ছায়ানট, অথচ কি কাছে !
পোড়ামাটি চেয়ে আছে, বৃষ্টির নশ্বর চিহ্ন গালে,
থির বিজুরীর রেখা, পথতরু লুণ্ঠিত দেয়ালে।

দ্বিচারিণী

নিশ্চুপ নৈহাটি দুলছে মনে মনে, তার নখদর্পনে এখন
ধরাতলে রূপসী যে সকলের চেয়ে তার মুখ,
প্রৌঢ়পারাবতী সুখে সুখী প্রিয়সখী গলে গেছে ;
মাধবী এখন যেন সুগভীর জলের ইঁদারা
একটি নিশ্চল বৃন্তে দেহে বৈরি ছিল যে যৌবন
সমাহিত, এই কথা পৃথিবীর সকলে জানুক।

রূপবতী তাকে ঘিরে সামনে কালো যমুনার জল।
বেতারে দুপুর চলছে মৃদু চালে, বিলাসী রোদ্দুরে
জ্বলছে শবাধারতুল্য শহরতলিটা। কেউ নেই,
পিছনে আসচে না কেউ, মুছে গেছে তিনটি যুবক
একে একে, তিনশূন্য এক হয়ে গেছে।
এখন পরমহংস সুখী দিন চোখের জলের
দাগ মুছে ফেলে এসে কূলে উঠলো, কাম্য অন্ধকারে
অসুস্থ যুবক ডুবলো জীবনকে সমুদ্রফেন
জেনে জেনে।
স্মৃতি তবু দ্বিচারিণী কখনো কখনো ॥

সাপুড়ের বাঁশি

আমার নিঃশ্বাস জ্বলছে সব রন্ধ্রে, পল্লবিনী লতা।
আলো আর ছায়া বাজছে সুরে সুরে আমার বাঁশিতে,
নিভৃত রজনী অন্ধ, কুটিরে কুটিরে বন্ধ দ্বার,
যেখানেই থাক তুমি নিরুপমা, এই চপলতা
বর্ষায় শরতে হিমে বসন্তে কি শীতে
তোমাকে ঘিরবে, এই বাঁশি জানে সে উপসংহার।

করতলে দ্বিপ্রহর, জতুগৃহ জুড়ে ধূপছায়া
প্রেমের প্রহর ভরে বিরহের সপ্তস্বরা বাঁশি,
আর কত দূরে যাবে হে সুন্দরী, সব পথ স্মৃতি দিয়ে ছাওয়া
সমস্ত আড়াল জুড়ে আমি আছি, হয়ত উদাসী
হাওয়া দেখে ভেবেছিলে প্রগল্‌ভ পবন, প্রিয়তমা।

আমার নিঃশ্বাস সব রন্ধ্রে, আমি কখনো অপ্রেম প্রেম ক্ষমা॥

হাসপাতালে শেষ রাত্রি

কালো কালিন্দীর মত ঝাপ্‌সা ওই পথটুকু দেখি,
বাইরে শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি, শুধু জল আর জল,
ট্রাম বাস ছুটছে তবু অবয়বহীন অন্ধকারে
রজনী শাঙন-ঘন হল আজ অন্তরে বাহিরে।
ছোট্ট চিঠি হাতে নিয়ে বসে আছি, লণ্ঠনের আলো
স্মৃতির হৃদয় জুড়ে জ্বলছে, হাসপাতালে এখন
সমস্ত অসুস্থ মুখে ছায়াচ্ছন্ন স্থবিরতা।
ফাটা বেদানার আভা টেবিলে জ্বলছে রক্তমুখী,
বহুরূপী শিশি, গ্লাস, কমলা কি আঙুর,
আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে মৃত্যু, আঙিনার মাঝে
অভিসারী বন্ধু ভেজে, ছোট্ট চিঠি : অদ্য শেষ রজনী আমার।

প্রীতিভাজনেষু, তুমি কাল আসবে, কাল, জেনেছি তা!

কাটা সৈনিকের ভূমিকা

এবং কোথাও আজ শান্তি নেই, ঘাড় নিচু করে
মেঝেয় পিঁপড়ের পথচর্যা দেখে, পঙ্গু রবিবারে
চায়ের বিলাসে, গল্পে। মেঘের মুখশ্রী রোদে পোড়ে
শরতের নীলাকাশে বিহ্বল দুপুরে বারে বারে

বর্ণচোরা জানালায় চেয়ে চেয়ে মনে হবে ফের
শান্তি নেই, শিশিরের জলও শান্তিহীন অতীতের।

হঠাৎ চিঠির মত চড়ুই আসুক দরজা দিয়ে
রুটির টুকরোর লোভে, অন্যমনে গাদা বন্দুকের
মত অতিকায় পাইপের খোলে আঙুল ডুবিয়ে
যতই বিদেশী মশলা ঠাসো, মন অন্য কথা বলে :
গোখরোর ফণার মত আরাকান, পাহাড়ী খুরের
মতন ধারালো পথে ব্রহ্মদেশ, মৃত্যু কেঁপে গেছে
বুলেটে বিষাক্ত গ্যাসে, আকাশের বন্দরে বন্দরে
বোমারু ভ্রমর গান গেয়ে কার কথা যে বলেছে
তুমি জানো। স্বেদ রোমাঞ্চিত সেই পূর্বরাগ জ্বলে
এখনো বুকের রক্তে ; আক্ষেপানুরাগের প্রহরে।
ফুরোবে ছুটির বেলা, বেতারের বিদগ্ধ ভাষণে
আবার নামবে রাত্রি, ব্যালকনিতে ডেক-চেয়ারের
টবে শুয়ে তুমি যেন প্রান্তরের মৌন শিশুবট
স্মৃতির অসংখ্য পত্রপুটে ঢাকা ; কি অনুশাসনে
তমস্বিনী ঘুম আসে তুমি জানো, জীবন কপট
কালির হ্রদের মত, চারপাশে অন্ধকার ঘের।

দরজায় দাঁড়াবে এসে ব্যঙ্গভরে প্রদীপ নিভিয়ে
তোমার গণিকা মৃত্যু মুখে সেই একই হাসি নিয়ে॥

মদনভস্মের পর

একটু আগে আমি তোমারি হাত
এসেছি ছুঁয়ে নদী পাগলপারা
পিপাসা এর নাম পিপাসা যদি
মৃতের মত কেন বৃষ্টিধারা !

তবে কি চোখ গেল পাখির ডাক
রোদন ভরা সেই বসন্তের,
শ্রবণে পশেনিক, নয়নে না
তোমারি হাত ছুঁয়ে ভ্রান্তি সার !

কিছুই নেই প্রিয়, অন্ধকার
বুকে যে ছায়া লেখে বকুল গাছে
ছড়িয়ে যেতে যেতে বিশ্বময়
কে যেন মনে হল রয়েছে কাছে।

একটু আগে ছুঁয়ে তোমারি হাত
ছড়িয়ে গেছি আমি বিশ্বময়
জড়ায়ে আছে বাধা প্রথম শ্লোকে
অন্ধকারে কেউ নিঃস্ব নয়।

পাপপুণ্য

মনে হল সব ছবি, শুধু পটে লেখা সব ছবি,
সমস্ত রেখার খেলা দেহমন, সমস্ত যৌবন
ঠুংরির মত জ্বলছে একটি মাত্র রেখার কম্পনে,
দূরে যেতে মন চায় না, কাছে এলে ভয়ে কাঁপে মন ;
যমুনার কালো রঙ চিত্রচূড় তুলির ডগায় ঃ
মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা, বেলা গেলে, মেঘ করে এলে
কথা কাঁপে কথা, ঘাটশিলা বাজে জলের কীর্তনে।

নিভেছে বামীর গল্প যৌবনের প্রথম সন্ধিতে,
ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরলো, অন্ধকারে নিভে গেল দিন,
গলিত চিন্তায় ঝরে দ্রব-অরণ্যের পত্রাবলী
ভীষণ বুকের মধ্যে, চিলেকোঠা ছাদের সিঁড়িতে
বাঁকা হয়ে আলো পড়বে আরো কতকাল পরে, ছবি

মনে হয় সব ছবি, শুধু পটে লেখা সব ছবি।

দণ্ডকারণ্যের ছায়া দুই চোখে প্রহরে প্রহরে,
দশ দিক অন্ধকার, ছটি ঋতু তাও অন্ধকার,
সুদূরে বিলীন বাল্যবন্ধু-সখা, বর্বর বন্ধনে
অবিন্যস্ত সমুদ্রের মুখবন্ধ প্রতিটি রেখায়,
অদ্য শেষ রজনীতে চিলেকোঠা ছাদের সিঁড়িতে
কেউ কাঁদছে, অন্যদিকে পিঁড়িতে আলপনা, মনে মনে
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে, কাঁকড়াবিছে সমস্ত শরীরে!

বিমলবাবুর আত্মচিন্তা

অচ্ছোদ সরসী নীরে আকাশ ডুবলো প্রাণভয়ে।

চুপ করে বসে ভাবছি তারা কোন পথে চলে গেল,
জোড়াবাগানের বস্তি, বেনেটোলা নাথের বাগানে
রক্তাল্পতায় ভুগতো যে সব মেয়েরা, অন্তরঙ্গ অন্ধকারে
যে সব শ্বাপদচক্ষু পুরুষ দেখেছি একদিন,
আরো নানা পাড়া ঘুরে অসচ্ছল চায়ের দোকানে
যৌবনের অনুচর অশ্লীল আলেখ্য বুকে করে
সিদ্ধার্থের স্বপ্ন নিয়ে বসে আছে, টালাপার্কে পাইকপাড়ায়।
নিচু ঘর ছোট জানলা আত্মভুক হিংসার আগুনে
সে সব জাজ্বল্যমান সন্ধ্যা রাত্রি নিশাচর তাস—
এ উপন্যাসের খসড়া অসমাপ্ত—তারা কোন দিকে চলে গেল।

সমস্ত প্রতীক ছুঁয়ে ক্রমে নামি গভীর প্রত্যয়ে।

সঙ্গম বিরহ কিংবা ইত্যাকার ব্যাধির ভিতর
বিরহকে বেছে নিতে গিয়ে দেখি আসল রহস্য কোনখানে,
কোথায় ঢুকেছে কীট লক্ষ বছরের এই পুরনো পুঁথির
গোপন পাতার মধ্যে, সব লেখা শেষ হয়ে গেলে—
হীনযান মহাযান, অবিশ্রান্ত দেহব্যবসায়—

পদচিহ্ন দেখি আর ভয়ে কাঁপি সে এসেছে অরণ্যে কখন ;
নিষাদ চরিত্র কিছু বিচিত্র যেহেতু আপাততঃ
অচ্ছোদ সরসী নীরে আকাশ ডুবেছে অবশেষে
সে নিষাদ, সে অরণ্য—আমি কোনখানে গিয়ে বাঁচি।

সীমান্তের চিঠি

সামনে ডানা ঝাপ্‌টায় আঁধার।
কয়লার গুঁড়োর মত কালো রাত ঝরে ঝরে পড়ে
মৃত্যুর মতন শান্ত এই পূর্ব সীমান্ত এখন।

ট্রেঞ্চের মাটির গর্তে নৈশ ইঁদুরের মত একা
চোখ দুটো সামনে রেখে বসে আছি, বসে আছি।
ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে, মনে হচ্ছে রক্তের স্রোতের মধ্যে বুঝি
মৃত্যুকীট ঢুকেছে সহসা।
ঠাণ্ডা মেশিনগানে হাত রেখে
প্রেতাত্মার মত ভাবি উজ্জ্বল আলোর কলকাতা,
কতদূরে জনাকীর্ণ রাজপথে আশ্বিন এসেছে।
চাঁপা ফুল ফুটেছে রোদ্দুরে,
ঝল্‌মলে কলেজ স্ট্রীট রঙের মিছিলে
ভেসে গেছে।

এখন কুমারটুলি রূপদক্ষ পটুয়ারমত,
তুলির ডগায় ফুটছে দেবোপম চালচিত্র আর
আশ্চর্য মায়ের মুখ ; তীক্ষ্ণ নীলাকাশে
যেন শুভ্র মেঘ নয় নিঃশব্দে ঢাকের গুরুগুরু।
দর্পণে হয়ত দুলছে প্রসাধনরত একটি মুখ,
নিয়ন আলোয় ভাসবে ক্ষণপরে
হয়ত কোথাও।
তোমাকে এভাবে ভাবতে কষ্ট হয়

কিন্তু বলো এ ছাড়া কি করি।

নীল যবনিকা কম্পমান।
একটি দাঁড়ির সামনে আমি আজ এসে থেমে গেছি,
মাটির গর্তের মধ্যে স্তব্ধ প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায়
প্রহর কাটছে একে একে।
মৃত্যু ওত পেতে আছে সামনে কোনখানে কে তা জানে
ইস্পাতের বজ্র হাতে নিয়ে বসে আছি
তবু ভবিষ্যৎ অন্ধকার।
এক মুহূর্ত পরে কি যে হবে,
কেউ তা জানে না।
মুহূর্তের স্বপ্নভঙ্গ যদি নাই হয়, আপাতত
তোমাকে বিষণ্নভাবে ভাবি,
আশ্বিনের কলকাতা তোমার বিস্তৃত পটভূমি

মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে

আমিই লম্পট, আমি নটবর গল্প লিখি নারীর হৃদয়ে।
যেমন চোখের নিচে জল জ্যোৎস্না অবয়বহীন অন্ধকার
একাকার হয়ে থাকে, বৃষ্টির বিবর্ণ শব্দে বৃশ্চিকের জ্বালা
প্রথম পুরুষ আমি তেমনি আছি, দূরে ভীত খণ্ডিতা নায়িকা ;
হে নিষাদ, আর কেন, প্রেমিকের ছদ্মবেশ কেন ?
অনিষ্ট চেতনা ফিরছে উল্টোপাল্টা ক্ষুরের মতন,
চিবুকে গলার কাছে ক্ষিপ্রনাচে বোধের ফেনার নিচে নিচে,
স্ফটিক জলের জন্যে কেন ডুবেবে গৃহস্থ আঁধারে !
কুট্টনীর ছায়াবহ স্বপ্ন-স্বরূপিনী নিশিথিনী
এসেছে বাহির হয়ে চিরকাল যে ছিল অন্তরে।

তিনদিকে ত্রিকাল জ্বলছে যেন ভ্রান্ত চৌমাথার আলো।
দুরারোগ্য স্মৃতি ছুঁয়ে অগণিত রমণীর শব,
সবাই এখন নগ্ন, মৃত, সুখী, নির্লজ্জ, নীরব ;

ঈশ্বর মুঠোর মধ্যে ধরা আছে আত্মার বিকার
দেবালয় অন্য দিকে প্রবাহিত দুঃখের ওপারে।

আমিই যৌবনে জ্বলছি বাইরে জল পড়ে পাতা নড়ে।

পূর্বপুরুষ

আমার চোখের পাতা পদ্মপাতা, কয়ফোঁটা জল নিয়ে খেলা
সারা বেলা সারা রাত ধরে শুধু জলরেখা কাঁপছে হৃদয়ে
একটু উঁচুতে পদ্ম, সরোবরে যাচ্ছে যাবে বেলা
আমার চোখের পাতা কখনো ভেজে না, ভয়ে ভয়ে
এখন তোমাকে ভাবছি, গ্রন্থকীট হে বীরপুরুষ,
কোন্ দুঃখ বুকে নিয়ে ঘুরছো আজ, এখন কি নিঃসঙ্গ একাকা?

সবাই এসেছে এই উৎসবে, আলোয়, আড়ম্বরে
একমাত্র তুমি ছাড়া, উজ্জ্বল নকল ঝাড়বাতি
নক্ষত্র বৃষ্টির মত, চোখ ঝলসে জ্বলছে ঘরে ঘরে
সানাই ধরেছে শূন্যতান যেন বিসর্জনের আরতি
প্রদীপের শিখা পুড়ছে বুকজুড়ে আসন্ন বধুর।
আসবে না জানতাম তবু প্রত্যাশায় প্রত্যাশায়
সমস্ত বিকেল ধরে ক্ষয় হচ্ছি, সাজসজ্জা, প্রসাধন, সখী
আমার ডাইনে বাঁয়ে, সামনে পিছনে, বহুদূর
স্বপ্ন, সেই স্বপ্নের অতিথি একা আজ কোন্ দুঃখ নিয়ে ঘোরে।

আমার চোখের পাতা পদ্মপাতা কয়ফোঁটা জল নিয়ে খেলা।

বহুকাল থেকে

এখনো স্কটিশ চার্চে অশ্রুত ঘণ্টার ধ্বনি বাজে,
অবিস্মরণীয় পথ নাটকের শেষ দৃশ্যে যেন,

বন্ধুরা সবাই দূরে, প্রতিষ্ঠিত, গৃহগতপ্রাণ,
সোনার পিঞ্জরে স্মৃতি দিবসের মৃতদেহ-পাখি
মৃত্যুর অপর পারে বেঁচে আছে আজও।
কলকাতা হয়ত সুখী যদিও সেসব দিন নেই
যদিও আমরা নেই, আমাদের প্রেত
উদাসী হাওয়ার মত পথ হাঁটে রাতে।

আমরা এখন যেন পৌঁছে গেছি আর এক শহরে।
অন্য নামে বেঁচে আছি ম্লান যন্ত্রণায়
চেহারা গিয়েছে গলে জ্বলমান মোমের মতন,
একটি শিখায় পুড়ছে প্রণয় বিরহ।

ছোট ঘর। চারপাশ অন্ধকারে নিবিড়। নীরব।
অনেক মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে রাত্রি হল।
বাইরে চোরা গলি। দূরে প্রচ্ছন্ন শ্লেষের মত দিন
মিলিয়ে গিয়েছে একদিন।
মৃত্যুর কি মানে ভাবছি বহুকাল থেকে। আজও ভাবি।
এই যে সম্পর্কগুলো চারপাশে ধুলো ওড়ায় তারা
কোনদিন কি আমার হাত ধরে নিয়ে যাবে
অপরাহ্ণ-নদীর ওপারে?

রাত্রি হল। বাইরে পৃথিবী যেন কুঞ্চিত ললাট,
নিসর্গ ফ্রেমের ছবি, মনস্তত্ত্ব অনতিদুর্গম
দেওয়ালে অথর্ব লুব্ধ মানুষের ছায়া।

বানিয়ে বানিয়ে দিন চলে যাচ্ছে
গুনগুনিয়ে ভ্রমরের মত।

কিছুই জটিল নয় মাঝে মাঝে ভাবি,
তবুও মৃত্যুর মানে নিয়তই রহস্যের

পরপারে থাকে। রাত্রি হলে—

মগ্ন চৈতন্যের পারে দেখা দেয় চতুর্থীর চাঁদ,

অন্য দিকে বুকের গহ্বরে

জ্বলছে ভীরু মানুষের মুখ আর মনস্তত্ত্ব

আপাতত মৃত্যুরই মতন।

নর্তকী

তিন পা পিছনে এক পা সামনে রেখে
চটুল চরণে যৌবন সমাগত
প্রেয়সীর মত দ্রুততালে এঁকে বেঁকে
কটাক্ষে রাখি দশদিক সংহত।

অচিন-মহল জেগেছিল তখনো বা
বাতায়ন চিক ঝিলিমিলি সবখানে
সংগৎ-ময ছড়িয়েছি দেহ শোভা
পরাভূত দিন কথা কয় কানে কানে।

কি সুখে আমাকে কাঁদিয়েছ বার বার
উথাল পাথাল হাওয়া এসে বুকে লাগে
ওই বেণুবন আলুথালু সংসার
গোপন-চারিণী হৃদয়ে এখন জাগে।

সামনে পিছনে পা ফেলেছি আমি যেই
মুরজ মুরলী মরে গেছে মাথা খুঁড়ে
দ্বিতীয় প্রহরে কেউ আর জেগে নেই
ঘুঙুর বাজছে আঁধারের বুক জুড়ে।

রবীন্দ্রনাথের ছবি

"আধেক ছায়ায় আধেক ঘুমে ঘুলিয়ে আছে হাওয়া,
দিনের রাতের সীমানাটা পেঁচোয়-দানোয় পাওয়া।

ভাগ্য লিখন ঝাপসা কালির নয় সে পরিষ্কার
সুখ দুঃখের ভাঙা বেড়ায় সমান যে দুইধার।"

এই যে দারুণ বন : দারুময় বন কার অদৃশ্য কুঠারে
শৃঙ্গার চিহ্নিত প্রতিরাতে, এই মৃত্যু এই শব
যমুনা নঈকূলে কার বাঁশি বাজে অতর্কিত ঠারে
কিংবা মন-মাঝে কিংবা নিশ্ছিদ্র নীরব
নিদ্রার অতল স্তরে, নয় শুধু ছবি এই অরণ্যে রোদন,
হয়ত বিগতভাষ্য নির্ঝরের ক্লান্ত দুঃস্বপন।

হয়ত ভূগোল-গোলা-গল্পে যার শুরু তার শেষ
ভঙ্গুর বর্ণিকা ভঙ্গে দীপ্ত চক্ষু নটির নূপুরে,
মৃত্তিকার ত্বকে ত্বকে হয়ত প্রচ্ছন্নতম শ্লেষ
শোণিত-শাসিত হয়ে বাজে আজ বন্য অশ্বক্ষুরে।
যা ছিল অক্ষরবৃত্তে উন্মীলিত সুচারু গোলাপ
তার অধদেশে জ্বলছে ঋজুরেখ কণ্টকের জ্বালা।
উদ্ভিন্ন পৌরুষ ভুগছে অন্ধকারে যক্ষ-মনস্তাপ,
অলৌকিক পটে খেলছে বিসর্পিল রৌদ্রের নিরালা।

অতিপ্রান্ত জুড়ে শুধু রেখা, তীক্ষ্ণ আত্মঘাতী রেখা।

হাওয়া বদল

পুরনো স্বাক্ষর দেখলে বুকের ভিতর চমকে ওঠে
ছেঁড়া কাগজের টুকরো, ক্ষয়ে আসা মানুষের মুখ,
ক্লান্তি, ঘরবাড়ি, স্বপ্ন, ভালোবাসা, নিসর্গ অসুখ,
জানলা জুড়ে ছাপা পর্দা, তেলচিত্র, সাজানো পুতুল
ভাঙা বোতলের কাচ মনে হয় নিষিদ্ধ পাঁচিলে
যখন হঠাৎ চলতে সুন্দরীর প্রোফাইল দেখি
ফিরে যাচ্ছে অন্য মনে, বঙ্কিম গ্রীবায় উষ্ণ ছাঁদ ,
অচেনা গলির মোড়ে পৌঁছে বাল্যকাল মনে পড়ে
গল্পের বইয়ের মত চিলেকোঠা, ফেরারী আকাশ,
আয়নায় দাঁড়ালে দেখি পেন্সিলে আঁচড়ানো ভাঙা গাল
নির্মম নেপথ্যে ফাঁদা গ্রীনরুমের মেক-আপের মত,
খবরের কাগজের পুরনো হেডলাইন জ্বলে চোখে
নিদ্রিত স্টেশন যেন, অপ্রতিভ ঘণ্টি হয়ে গেলে
সব থেমে থাকা বুঝি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে যায়,
গোপন বুকের উল্কি আঁচলের নীচে টিপছাপ
চতুর্দিকে হাওয়া বদল, ধুলোধোঁয়ায় বৃদ্ধ ক্যালেণ্ডার ॥

ডাকবাংলোয়

সমস্ত জীবন যেন লণ্ঠন জ্বালিয়ে এই ডাকবাংলোয় বসে থাকা
টিলার ওপরে রাত্রি মোরগের মত রক্তজবা,
কিছু দূরে চ্ছল চ্ছল নদীর ধমনী, বাজে
অদৃশ্য ট্রেনের হুইস্‌ল্‌ ।
সাঁওতাল যুবতী তার ঘরে ফিরে গেছে একা
আদিম শরীরে,
আচ্ছন্ন বৃষ্টিতে ঝরছে সারা পথ সেগুনের ফুল,
দুঃখ সুখ প্রেম স্মৃতি সব একাকার হয়ে গেল ।

ঘরের দেওয়ালগুলো অনুতাপে ঘন হয়ে আসে,
ছায়াগুলো ভেঙ্গে গিয়ে আবার নিজের জায়গায়
দাঁড়ায় নিঃশব্দ ভূমিকায়।
লণ্ঠনের আলো শুধু নিরন্তর জিজ্ঞাসায় জ্বলে
আদিম শরীর, বৃষ্টি, সেগুনের ফুল, স্মৃতি, জুয়া,
অব্যক্ত নদীর জল, ধমনীর রক্ত আর
ট্রেনের হুইস্‌ল্।

বাহিরে অজ্ঞাত রাত্রি পাশ ফেরে ভোরের আলোয়॥

ফেরী

পুরনো স্কটিশ চার্চ, ডাকবাংলা, পল্লবিত অর্কিড রোদ্দুর,
নাগরদোলায় ঝুলছে অন্ধনারী, প্রাক্তন বেদনা
ভূতুড়ে সময় খেলে গঙ্গাজলে, উল্টোপাল্টা জলস্রোত, ছুঁয়ে
দরজার নম্বরে, নামে, ডাকনামে, অবিস্মরণীয় কবিতার
আত্মহত্যাকারী সব বিচিত্র লাইনে ; বেলা যায়।
চকমকি কলকাতা বুকে তাপ দিয়েছে বহুকাল থেকে
নিমতলা লেনের বাড়ি, বাগবাজার, উনিশ বছর
প্রথম চিঠির মত কৈশোরের ডাকবাক্স ভরা
দিনগুলি রাতগুলি চলে গেছে চকখড়ি মুছে রেখে।

সমস্ত খোয়াই স্মৃতি, স্টোন চিপস্, ক্যাকটাস শহর
সমস্ত গল্পের গিল্টি, মারাত্মক ভালোবাসাগুলি
আমার সর্বস্ব কেড়ে নিল।
হল না প্রতিমা গড়া, প্রত্যক্ষ পুতুল, কোন কিছু,
নক্ষত্রের দিকে চেয়ে নিঃসঙ্গতা চিনেছি এখন
দুরারোগ্য সাহিত্যকে বুকে নিয়ে উত্তাল তিরিশে
জল পড়ে পাতা নড়ে অন্ধকারে, বিশল্যকরণী অন্ধকারে
মর্গ থেকে ফিরে এল নষ্টচাঁদ যৌবন কুড়িয়ে।

২

মানসীর গান শুনি না কতদিন, রেডিয়ো খুলি না
হাতের ছড়ানো তাস, ক্যারমের ঘুঁটি, সহোদরা
বোনগুলি, পটে লেখা, দিল্লিবাংলা জুড়ে নানাখানে ;
ভিলাই রাউলকেলা দুর্গাপুরে উন্মাদ বন্ধুরা
মাঝে মাঝে ডাক পাঠায়,
চমকে উঠি, পোস্টেজ জলছবি ।
কলকাতার পান্থশালা পড়ে থাকল, রাত দশটার বাসে চড়ে
হুইলের স্রোতোমুখে ফিরে যাই,
আবার আবার ফিরে যাই ,
কিছুই থাকে না প্রিয়, প্রিয়তম, নিশ্বাসের মত ।
বাসের জানলায় বসে মুখ রেখেছি অন্ধকরতলে,
হাওড়ার ব্রিজ থেকে হাওয়া আসছে উথালপাথাল,
ডালহৌসি শুয়ে আছে জি পি ও-র বিনিদ্র ঘড়িতে,
হঠাৎ ডাকনাম শুনে চমকে জেগে উঠি
হাওড়ার স্নুনীল হাজরা ঈশ্বরী পাটনী চেয়ে আছে ।

ফিরতে পারে না কেউ অনাসক্ত বেদনায় মুখ ঢেকে রেখে, জানলাম ॥

কলকাতার স্মৃতি

হয়ত কলকাতা আছে কলকাতাতেই, তবু মন
প্রবোধ মানে না আজ, মীনে করা আশ্বিনের নীলে
আকাশ স্তম্ভিত মনে হয়, দূরে হাওড়ার ব্রীজ
ঝাপ্‌সা পেন্সিলে আঁকা কার অতিকায় কররেখা ;
আকুল গঙ্গায় ভাসে ঘাটেঘাটে উন্মত্ত জোয়ারে
লক্ষ ডিঙি নৌকো আর দূরে কাছে বিচিত্র স্টীমার ।

তবু মনে হয় যেন ক্রমশই সরে যেতে যেতে
আশ্বিনের কলকাতা, কফিখানা, পুরনো বন্ধুর ডাকনাম,
দুই ফুটপাথ জুড়ে গাঢ় রোদ্দুরের অঁকিবুঁকি

স্মৃতির মতন ঠাণ্ডা মীনাক্ষির মত অপলক
যেন স্তব্ধ বন্ধ ঘরে সিনেমার রঙীন স্লাইড
অথবা বুকের মধ্যে ফাটা রেকর্ডের গান শোনা
কলকাতা রয়েছে যেন অটোগ্রাফে, পুরনো স্বাক্ষরে ॥

মফস্বল

পোড়ো মন্দিরের চূড়া, লুটে নেওয়া সিন্দুকের মত
ধসা পাঁচিলের ফাঁকে লুপ্তবংশ বাস্তুভিটে, বাড়ি,
আতুল পুকুরে ভাসে জংলীমুখ, দিবসে শৃগাল,
সুগভীর বঙ্গদেশ দিনেরাতে এমন নির্জন
গণ্ডূষ জলের মত স্থির স্বচ্ছ করতলগত।

লতাগুল্মে ভরে গেছে জন্মমৃত্যু পেঁচার চিৎকার···
হাতের তাঁতের বোনা গল্প যেন রাতের চামচিকে
সাঁঝের পিদিমে তার ছায়া ফেলে চমকে দিয়ে যায়,
নিদ্রায় নিহত নরনারী কণ্ঠলগ্ন শুয়ে থাকে ॥

রেখাচিত্র

রেখাচিত্রগুলি চূর্ণ হয়ে আছে মুঠোর ভেতর
দুর্বোধ্য সংকেতগুলো, কিছু জীর্ণ কাটাকুটি খেলা
জাহাজের বাঁশি শাঁখ তুলসীতলা সাঁঝের পিদিম
পোড়ো ভিটেয় ফণিমনসা রূপকথার কণ্টকমূরতি,
জন্মমৃত্যু নিরুদ্দেশ আজন্মের জমাখরচ সব
পরস্পরের দিকে চলছে যেন হিজিবিজি পায়ে,
দুরন্ত দলিল এই উল্টোপাল্টা চক্ররেখাগুলি
নিস্তব্ধ কাহিনী হয়ে জমে আছে হাতের আড়ালে ;
একি শিল্পক্রীড়া, একি সর্বস্ব বাজিতে ধরা
বিশুদ্ধ তামাসা ?

স্মৃতি

ছবি আঁকতে জানা থাকলে ভাল হত কিচ্ছু হারাতো না,
যে সব স্টেশন গুমটি, দূর জানালা ডাকঘরের মত,
চোখের সামনে দিয়ে ভেসে গেছে, হলুদ দুপুর—
জংশনের হিজিবিজি, শান্টিংয়ের অদৃশ্য আওয়াজ
মফস্বল চিলেকোঠা, বুকখোলা আচমকা পুকুর,
দুরন্ত পেন্সিল-স্কেচে ধরা পড়ত এরিয়ালের কাক
আকাশ উপুড় করা ঘনবর্ষা, ম্যাজিক লণ্ঠন,
ঊনবিংশ শতাব্দীর স্মৃতিচিহ্ন পালকির বধূটি
চলচ্চিত্র হয়ে উঠত নোট খাতার গোপন পাতায়।

লেখার অভ্যেস থাকলে এসব ছবির টিপছাপ
কালিতে ফুটিয়ে রাখা চলত ঠিক শিলমোহর করে
প্রতিটি পৃথক দিন প্রতিটি পৃথক বেদনার,
গল্পের খামের মত, ধরে রাখতো রহস্য সকল,
স্মৃতির ভিতরে কারা আছে, কারা এসেছিল, গেছে।
চশমার কাচের মধ্যে বিশাল দিগন্ত গলে যায়
দূরের দরজায় কার শেষবারের মত টোকা পড়ে
ট্র্যাফিক সিগ্‌ন্যাল তার রঙ বদলায় ডাইনে বাঁয়ে
এক ফোঁটা জল পারে ঝাপ্‌সা করে দিতে সব পথ॥

বুকের ভেতরে

ভয়ঙ্কর আয়নাখানা বুকের ভিতরে শুধু
লুফে নিচ্ছে চলচ্ছবিগুলি,
এমনি করে গড়ে ওঠে ঘর-বাড়ি, ঘিঞ্জি সহবাস
গল্পের অলীক গুল্ম শূন্যে তার ছড়ায় শিকড়
ছায়া-রোদ্দুরের জুয়া খেলে যায় ক্ষিপ্রতম ফাঁস
যুগলবন্দীর মত বেজে ওঠে বিষণ্ণতা, বেজে ওঠে নারী,

গভীর মাঠের গর্তে জ্যোৎস্না, জল, স্মৃতিকথা নিরন্তর
আটকে থাকে যেন।
রক্তের অর্কিড তার অবিশ্বাস্য শিকড়ে শিকড়ে
ছায়াছবি ধরে রাখে নির্গমনের সব পথ বন্ধ করে।
কেবলই সুড়ঙ্গ, সিঁড়ি, শুঁড়িপথ, ছুটে আসছে
কাচঘরে, চাবিবন্ধ বুকের ভেতরে ॥

খেলা ভাঙার খেলা

সমস্ত খেলার সিংহাসন বেলা বারোটার আগে
বন্ধ রেস্তোরাঁর মধ্যে উল্টেরাখা চেয়ারের মত
প্রেম ভালবাসা এমনি অল্প শূন্যে ঠ্যাং তুলে আছে ;
হাস্যকর দিনগুলো দাঁড়ানো শবের পাশে
চিৎ হয়ে পড়ে থাকা লাস,
এখনও হৃদয় খুঁজে পায়নি ছুরির তীক্ষ্ণ ফলা
বুকের ভিতর কোনো ঋতু নেই, সব রঙ রক্তহীন আজ
যুবকের সঙ্গে কোনো যুবতীর দেখা হয় না
এমন কাহিনীহীন দিন,
একসঙ্গে সবাই একা, দ্রুত বদলে গেল দিনকাল
দৃশ্যপট জুয়া স্বপ্নগুলি
জলছবির মত মিথ্যে চোখের জল দিয়ে আটকানো।

কফির পেয়ালা, ছাই, মরাকাঠি, সমস্ত খেলার
সিংহাসন, নরনারী, ঠিক বেলা বারটার আগে ॥

বাংলা ছন্দ

যেন একই নারীর সঙ্গে লিপ্ত আছি দিনরজনী
যেন একই গল্পে গাঁথা, ধর্মতলায়
ট্রামের ঘূর্ণী বাসের মোচড় জাহাজঘাটের

বাঁশির শব্দে এখনও হয বুকের মধ্যে জোয়ারভাটা
কিছুই যেন খোয়া যাযনি ভিড়ের মধ্যে
যা ছিল সব তেমনি আছে শহর এবং শহরতলি
দিনের দৌড রাতের দৌড লোকাল ট্রেনের।
ফটোফ্রেমের মধ্যে ধরা রূপসীমুখ,
জন্মজন্ম একই আছে জনমানুষ, মিছিলফিছিল
সদরমফস্বল ডুবেছে, হঠাৎ বর্ষা ঋতুর বন্ধে
পরিবহন আটক, স্কুলের ফাটক বন্ধ, অফিস কামাই
সাবেক কালের বাংলা ছন্দে জীবন যাপন
বোমার শব্দ গুলির আওয়াজ সোডার বোতল ॥

বিদায়

এরকমই রীতি আজ বিদায় দেবার নিরুচ্ছ্বাস হেঁটে এসে।
উল্টো নারীপুরুষের ভিড, ট্যাক্সি, বিপজ্জনক মালগাড়ি
বুক ছুঁযে চলে যাওয়া রিকশার ধারালো শিঙ্, দড়ির আগুন
স্লিপারে ছেটানো কাদা, মারাত্মক খোসা, টুকরো কথা
সামান্য কয়েকগজ এমনি করে পাশে হেঁটে এসে
বিদায় দেবার রীতি আজ এখন, বাসস্টপে শেডের তলায়
কয়েক মিনিট শুধু গা বাঁচানো, রৌদ্র থেকে
কালো অন্ধকার বৃষ্টি থেকে,
কয়েক মুহূর্ত শুধু ধরে রাখা চির বিচ্ছেদের রমণীকে
অত্যন্ত নিকটবর্তী ভালবাসায়, অস্পষ্ট ছোঁয়ায়,
প্রাপ্তবয়স্কের জন্য উর্ধ্বশ্বাস শিল্প ব্যভিচারে
স্মৃতি আর ঘ্রাণ শুধু পড়ে থাকে ব্যবহৃত দলিত রুমালে।

শুধুই বাঁকের দিকে, পথের দিগন্তে চেয়ে থাকা
এক টুকরো কালো মেঘ ছুটে আসবে নিয়তির মত,
হবে না রুমাল নাড়া, নিঃসঙ্গ রাত্রির যোগ্য সম্ভাষণ, ম্লান
হাসিমুখে ডিজেলের ধোঁয়া গিলবো

চেয়ে দেখবো বাসের জানলায়.
তোমার চিবুকে আলো, কটিভঙ্গ জুড়ে অন্ধকার।
এরকমই রীতি আজ বিদায় দেবার।   সামান্য কয়েকগজ হেঁটে
ফিরে আসতে কেউ হাতে আচমকা হ্যাণ্ডবিল গুঁজে দেবে॥

চলমান

অতি দ্রুত ট্রাফিকের মত সব ঘড়ি চলছে নিজস্ব নিয়মে
নষ্ট নটে গাছে ফের কচিপাতা, গল্প শেষ হলে ফের শুরু,
ফাঁসির দড়িতে সেই ফস্কা গেরো, সব দুর্ঘটনা, মন্বন্তর
বুক লক্ষ্য করে ছোঁড়া নির্ভুল বুলেট, মহামারী
ধ্বংস, ধস্, বিস্ফোরণ, সব অসম্ভব বেঁচে থাকা,
অরাজক অন্ধকার মুছে দিতে পারে না জীবন
প্রত্যহের ঘড়ি তার কাঁটায় কাঁটায় কথা রাখে,
মানুষ আবার তার প্রিয়গল্পে ফিরে আসে রোজ
অচুম্বিত ডবলহাফ ঠাণ্ডা হয়, না-কাটা নখের মত ছাই
কেবলই বিবর্ণ আর বড় হয় আঙুলে আঙুলে, তর্ক জমে
মিয়োনো পাঁপড ফেরে হাতে হাতে দীন দৈনিকের
পাতাগুলো, স্বল্প পুঁজি চায়ের দোকানে
দৃশ্যমান চতুর্দিক এমনি করে ঝুলে থাকে ফ্রিজের ছবির মত স্থির
কেবলই মানুষ চলে মানুষের পিছু পিছু, তার অন্তহীন হেঁটে চলা॥

কলকাতার কাছে

সন্ধ্যার আকাশখানা জ্বলছিল বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে।
অফিস ছুটির পর কোমল নিখাদে নরনারী
চতুর চৌরঙ্গী জুড়ে, আঙ্গাঙ্গি দাঁড়িয়ে আলোছায়া,
অসংখ্য বর্ণের শব্দ গুঁড়ো হয়ে গুঞ্জনের মত
ছড়িয়ে গিয়েছে যেন ঝিঁঝি ধরা জোনাকির আলো,
ম্যাজিক লণ্ঠন ট্র্যাম ছুটে যাচ্ছে সুবিশাল মাঠের ভিতরে ;

শেষ চুম্বনের মত জ্বলে উঠলো ট্র্যাফিক সিগন্যাল
যোগ বিয়োগ গুণ ভাগে থমকে ছিঁড়ে ছিটকে গেল সব
দ্রুতগামী যন্ত্রযান, অবিচ্ছিন্ন মানুষের স্রোত।

সুন্দরি, তোমার কাছে ফিরে এলাম শেষ রাতে আবার।
এখনো বুকের মধ্যে বেজে যাচ্ছে সন্ধ্যার বিদায়
এখনো স্মৃতির মধ্যে ভালোবাসা, বৃষ্টি, বৃষ্টি, চুম্বন চুম্বন
এখনো স্বপ্নের মধ্যে মালাবদল নিঃশব্দ কথায়।
এই একটু আগে যেন ছুঁয়ে গেছি অতিপরিচিত করতল
এই একটু আগে তুমি মুখ ফস্কে বলেছ, বিদায়।
যেন গ্রামাফোনে তার প্রতিধ্বনি দূরে চৌমাথায়।
অন্ধ ভিখারীর মত, সর্বঅঙ্গে আলিঙ্গন জ্বলে॥

উত্তর

উত্তর পেয়েছি আজ, অন্ধকারে তাই একা দাঁড়িয়ে রয়েছি,
পৃথিবী এখন বড়ো ক্ষুদ্র নিঃশেষিত মনে হয়;
মানুষের শবযাত্রা চতুর্দিকে
নিঃশব্দ রঙীন শেষ তাস
যাকে ভালোবাসা ভেবে বাঁ-হাতে রেখেছি সঙ্গোপনে
এতদিন পরে তাকে ফেলে যেতে হবে, নীচে
লোকচক্ষু হুমড়ি খেয়ে আছে।
নারী তৃপ্তিহীন জাগে পুরাতন আকাঙ্ক্ষার কাছে
দুরারোগ্য, মূর্খ আত্মঘাতী তার মনের অসুখ
স্বপ্নহীন অনিদ্রায় দ্রুত ঘোরে
সব প্রতিশ্রুতি ফেলে যায়
সব স্মৃতি, সব গল্প, সমস্ত কাহিনী, নির্জনতা
ক্লান্ত লাগে, পৃথিবীতে শেষ বার বড়ো ক্লান্ত লাগে।
হয়ত কালিন্দী কালো, রাত্রি কালো, যমুনার জল
কালো সবচেয়ে কালো কে যেন আমার পাশে
চোখের জলের মত ছিল,

যন্ত্রণার পরিভাষা গুটিকত অন্ধতম অন্ধকার রেখা
অভ্যস্ত শরীরে ঘোরে সারারাত্রি জন্মমৃত্যু নামে।
কতবার রোমাঞ্চিত, কতবার স্তম্ভিত হয়েছি, কতবার
হাতের মুঠোর মধ্যে শূন্যতার রেখাচিত্র দেখে
ভাগ্যরেখা, আয়ুরেখা, আরো কত অর্থহীন রেখা।
দিনের খাঁচায় রয়না নানা রঙের বিচিত্র দিনগুলি,
আকাশের রাশিচক্রে গুঞ্জরিত ভ্রমরের পাখা
লেগে থাকে। প্রেম কাকে বলে আজ কেউ তা জানে না,
ঈশ্বর ঠিকানাহীন, নিঃসঙ্গতা ঈশ্বরের মত
বুকের গভীরে যেন মাঝে মাঝে অনুভব করি।

২

বহতা পৃথিবী তবু অন্তহীন নরনারী নিয়ে
আলোকিত অন্ধকারে প্রবাহিত হবে, হয়ত বা
ভাঙে না গল্পের ঘর চিলেকোঠা, সমস্ত রমণী,
সমস্ত বিশ্বাস, কিছু নষ্ট নয়
পদ্মপাতার চঞ্চল স্মৃতি না।
উত্তর পেয়েছি আজ। অন্ধকারে একা তাই দাঁড়িয়ে রয়েছি॥

নেশার মধ্যে

অদূরে বেজেছে ঘণ্টা অথবা ঘুঙুর মধ্যরাতে।
ঘেয়ো কুকুরের মত লগবগে কোমর রুগ্ন গলি
চৌমাথায় মুখ বাড়ায়, ছুটে আসে ট্রাফিক সিগন্যাল,
হাওয়া টানে ঊর্ধ্বশ্বাস ছাদগুলি, ম্যানহোলের নীচে
ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাস
টের পাই
উল্টোপাল্টা মনুষ্যচরিত,
আযোনি বিস্তৃত নারী, বিছানায়
ধূর্ত মুলিয়ার বরাভয় ;
প্রাগৈতিহাসিক বৃক্ষছায়া দোলে গির্জায় মন্দিরে।

পকেটে মুঠোর মধ্যে বোতলের চাবি ধরে আছি
গনগনে চাটুর মত লাল চাঁদ ঝুলে আছে আশ্চর্য পেরেকে ॥

ডাক্তারের স্বগতোক্তি

কিছুই হল না জানা মানুষের এত মৃত্যু কেন,
অন্তহীন অসুখের, অবাস্থিয়োর যন্ত্রণার মানে
কিছুই হল না জানা, ইচ্ছা কেন রক্তের ভিতরে
শ্বেত কণিকার মত ঢুকে আছে
দুরারোগ্য মানুষের মন।

প্রেম আজো পড়ে আছে মাইক্রোসকোপের তলায়
ঈশ্বর প্ল্যানচেট-সাক্ষী, অলৌকিক কল্পনার ছবি।
পোস্টমর্টেমের মধ্যে মূর্খযন্ত্র তাক্ষ্ম যায় আসে
টেস্ট টিউবের প্রান্তে, ঘনতম অন্যরসায়নে
মানুষের রহস্যের বিন্দুতম উত্তর যে নেই
সে কথা এখন জানা হল : মর্গে মানব শরীর
রাত্রিদিন শুয়ে থাকবে মৃত স্বপ্ন আরকে ভেজানো
স্নায়ুশিরা মাংসপেশী কোল্ড স্টোরেজের শস্য হবে।

রক্তাল্পতায় ভুগছে ব্লাডব্যাঙ্ক
চতুর্দিকে মৃত্যুর ট্র্যাফিক
সব হাসপাতাল এই কাছে দূরে, বুকের ভিতরে—
অপারেশন থিয়েটার অটাপ্সি রুমের বিষণ্ণতা
চোখের লেন্সের মধ্যে, যত আছে দৃশ্যের অ্যালবাম ॥

ডুবতে ডুবতে

বিচিত্র ছাইদান জুড়ে ধূপে পোড়ে, কাঁচপোকা দেওয়ালে,
অন্ধের মতন খুঁজি অবয়ব, চোখের পাতায়
পুঁথির ভাষার মত

কিছু আলো, কিছু ঝাপসা জল,
আমি ডুবে আছি তবু কারো করতলে কারো বুকে।
রজনী শাঙন-ঘন মনে মনে ভাবি,
জানলার ওপারে শুধু অঘ্রানের রাতকানা চাঁদ,
অদৃশ্য গাছের শব্দ ব্যঙ্গ করে
চোখ খুলতে ভয় করে ভীষণ।

জনস্রোতে ডুবে আছি মুখ তুলতে ভয় করে ভীষণ,
কার সঙ্গে দেখা হবে, কার সঙ্গে চোখাচোখি হবে,
আজীবন যার কথা ভাবি, লিখি, ভুলে যেতে চাই
যে-দেহ লুণ্ঠনে পুণ্য, বিপরীত কৌশলে হৃদয় ?
অন্ধকার সহবাসে আত্মহত্যা শিল্প হয়ে ওঠে।
মুখের মিছিল দেখি চতুর্দিকে
অর্থবহ বিচিত্র রেখায়
ডাইনে বাঁয়ে বাঁকা গলি, রৌদ্রজোৎস্নাহীন তমস্বিনী
নখে তীক্ষ্ণ রঙ মেখে সুন্দরী কলকাতা চেয়ে আছে
কিছু দূরে, কালস্রোতে রাজনীতি ভাসে॥

বয়স

গঙ্গায় জোয়ার এলে চাপা কলে অস্পষ্ট গোঙানি
পূর্ণিমার জ্যোৎস্না করে মাঝরাতে ফুটপাথ পিছল
এখন বাতের ব্যথা, শ্লেষ্মা, বায়ু, সহজেই পিত্তহানি ;
এখন বৃষ্টিতে কই ভেজা যায় না, এ শরীরে শিশির অচল।
দেহ আর বশে নেই জোরে হাসতে গেলে বুকে লাগে
চমকানো দাঁতের গোড়া, নিত্য মাথা খাচ্ছে পাকা চুল
কাছের মানুষ ঝাপসা স্মৃতি মাঝে মাঝে করছে ভুল
কেবলই বাজিতে হারছি ভারি করছি খোয়াই পাল্লাকে
নিসর্গ, নারীর রূপ গোলমাল ঘটায় হজমে ;
প্রেমের আষাঢ়ে গল্পে সন্ধ্যেবেলা তবু বেশ জমে।

যে কোনো অঁাধারে গর্ত, পা মচকাবে একটু অসাবধানে
নষ্ট মেয়েমানুষের মত মৃত্যু অশ্লীল দাঁড়িয়ে বিড়ি টানে ॥

প্রাপ্ত বয়স্কের জন্য

প্রাপ্ত বয়স্কের জন্য কিছু নেই, সব দৃশ্য উত্তেজনাহীন
মুখ আঁটা পুস্তিকা, ছবি, সেলুলয়েডের জড়াজড়ি
কোথাও বিস্ময় নেই, বিস্ফোরকের গন্ধ নেই, বেলা গেলে
সব যেন শিশুখাদ্য চৌরাস্তার সিনেমা-হোর্ডিং,
বুকে বন্দুকের নল ঠেকালেও হৃৎপিণ্ড উদাসীন থাকে
কেমন নাটকহীন দিনরাত্রি চিনিহীন চায়ের মতন
কিছু টেরিলিন টেংরি বব্‌ড চুল ঘোলাটে জ্যোৎস্নায়
ঘোরে ফেরে
জানালার নিচে ফাটে বাচ্চা বোমা নিষ্প্রাণ খিস্তির মত কাঁচা,
বোতলের চাবি দিয়ে কোনো নষ্ট তালাই খোলে না
খবর-কাগজ কেটে বিশুদ্ধ মুখোশ তৈরি করে জননেতা।

বস্ত্র হরণের পর সব নারী গুটিকত সন্ধি ও সমাস
ফস্কা গেরো খুলে গেলে যেমন বেকুব গল্প হাসে,
কিছু উত্তেজনা চাই, মহাশয, মূল্যবান বুকের অসুখে ॥

অসময়

এ যেন নিষিদ্ধ দেশে নিষিদ্ধ সময়ে ঘরে ফেরা,
সমস্ত মুখস্থ রাস্তা ভুল হচ্ছে, চিরচেনা গলি
হাতের টিপছাপে ভরা ঘরের আসবাবপত্র সব
কয়েক মুহূর্ত আগে কেউ এসে নীলামে কিনেছে
ঘরোয়া অভ্যেসগুলি এখন হোঁচট খাচ্ছে শুধু
যেন প্রিয়তমা স্ত্রীও অন্য পুরুষের গলা ধরে
নিশ্চিন্ত নিদ্রায় মগ্ন, তুমি প্রেত, তুমি অনাহূত হে, এসেছ

সমস্ত উদ্ভট দৃশ্যে, সব অসম্ভবে তৈরি থাকো
বুকের মাঝখানে রেখে বন্দুকের বিস্ফোরক নল।

এ যেন নিষিদ্ধ দেশে নিষিদ্ধ সময়ে ঘরে ফেরা ;
বিনিদ্র অক্ষরে ভরা আজন্ম সাধের পাণ্ডুলিপি
পকেটে লুকিয়ে ফিরছ সঙ্গোপনে জাল নোটের মত
অপরাহ্ণের নদী রক্তের ভিতরে, নিষ্প্রদীপ বাসস্টপ,
অন্য তরুণের হাতে এখন সমস্ত কলকাতা,
পৃথিবীর আদিতম পাপ আর অন্তিম প্রণয় ॥

রূপকথা

নির্জন অরণ্যে বুঝি স্খলিত পাতার শব্দ হলো।

অদ্ভুত আঁধার আহা নড়ে চড়ে বসলো চালতা গাছে
বহুদিন পরে যেন লক্ষ্মী প্যাঁচা গেরস্থ বাড়িতে,
গাছগাছালির চালচিত্রে ঢাকা পুকুর কিনারে
নতুন সুগন্ধি খড়ে ছাওয়া হৃষ্টপুষ্ট চারচালা।

ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে রাখা লণ্ঠন মাথার কাছে রেখে
বিচিত্র কাঁথার নাচে সর্বাঙ্গে ঘুমায় চাষীবৌ
কোথায় বাইরে দূরে মানুষের শয্যার বাহিরে
আদুল শীতের রাত ঘন হচ্ছে, নষ্ট, খাওয়া চাঁদ
গলায় দড়ি দিয়ে যেন কুয়োতলায় ঝুলে আছে ঘড়া।

স্বপ্নের ভিতর বুনোমুরগী, নদী পিছল তরল
যুবতী নিকটে আসে অন্ধকার নির্ভুল নিয়মে,
মাতাল ধানের গন্ধ চাষার শরীরে ফলে আছে।

সমস্ত অরণ্যভূমে স্খলিত পাতার শব্দ হয় ॥

ভালোবাসা

তুমি কি জান না আমি তোমার প্রেমিক এই ভয়ঙ্কর অপরাহ্ণ বেলা,
ধারালো কাচের মত ভাঙা টুকরো কলকাতা মাড়িয়ে
তোমার কাছেই শুধু ছুটে আসছি শেষ রৌদ্রে করুণ বেহালা,
তুমি কি জান না আমি পাণিপ্রার্থী শুধু এই বিকেল বেলায়
সব প্রতিবন্ধ ভেঙে প্রতিদ্বন্দ্বী ত্রিভুবন দু'হাতে সরিয়ে
এক যুগ-জন্ম পরে যাবজ্জীবন থেকে ক্ষুদ্রতম অপরাহ্ণ শুধু
তোমাকে জানার জন্যে বাকি আছে, বুকে ঝলসে
ওঠে ভালোবাসা
বাস স্টপে দাঁড়িয়ে বন্ধ ঘড়ি মেলাতেই ভয় করে।

নিষিদ্ধ আয়নায় আজ প্রসাধনে মেতেছিলে জানি,
নীরব চিৎকার তাই ফুটে আছে বঙ্কনীর নীচে, চোখে জল
কাঁপে কাজলের ছায়া বাঁশির ঠারের মত নাকে
স্বগত শীৎকার, শুধু কয়দণ্ড পাশাপাশি বসা অন্ধকারে।
হাতের ভিতরে সপ্রতিভ হাত, তুমি ঝুঁকে বসে আছ
বুক স্পর্শ করে আছে বিজলীর মত প্রোফাইল,
খোঁপায় গোড়ের মালা, রুমালের মধ্যে চাঁপা ফুল,
তবু যেন ব্যবধান মনে হচ্ছে হাজার মাইল
অন্ধগলি মাঝে রেখে যেন দুই পরিচিত বাড়ি,
দুটি অটোমোবাইল যেন অবাঞ্ছিত থেমে আছে
ট্র্যাফিক জ্যামের মধ্যে পাশাপাশি বিষণ্ন সজাগ
নিঃশব্দ দর্শকে ভরা ছবিঘর আবছা হয়ে এলে॥

অন্য একদিন

মুছেচে সমস্ত লেখা। শব্দ মানে স্তব্ধতা এখন,
বধির জ্ঞানের মত গ্রন্থগুলি, চক্ষুহীন ভিক্ষুক মগজ

ধাতু ব্যবহার শেষ, ট্রামের ট্রেনের শব্দে কাটা গেছে
শ্মশান হাজিরা খাতা থেকে
মনুষ্য নামক প্রাণী : গুটিকয় ইন্দ্রিয়ের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার
মহাশূন্য জয় করে মিশে গেছে চির শূন্যতায়।

এই যে নিষিদ্ধ গ্রহ, নির্মানুষ পৃথিবী এখানে
চারদিকে ভেষজ ছায়া, উদ্ভিদের চূড়ান্ত নিশ্বাসে
মুণ্ডহীন দুলে ওঠে অন্ধকার পূর্ণ হয় অরণ্যের খাঁচা
সিক্ত জরায়ুর মত আদিম মৃত্তিকা স্ফীত হয়
আকুঞ্চিত গুল্মলতা, নাভিঘূর্ণি, বৃক্ষের সমাজে
স্কাই স্ক্রেপারের মত মাথা তোলে মহীরুহগুলি।

জনসভা ভেঙে যায় মান্ধাতা পেঁচার পদতলে
ছবি গান গল্প মোছা ধ্বস্ত নারী : শবাধার পড়ে থাকে ॥

শেষ লেখা

স্বপ্নের ভিতরে ঢোকে নষ্ট ভ্রূণতুল্য ঘুণপোকা
টাইমপীসের মত ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ অদৃশ্য দশনে
অবিশ্রান্ত কি যে খায় উল্কাভস্ম ধুলো
ঝরে পড়ে : সময়, সময়,
রাত্রির শয্যায় আর পৃথিবীর ভঙ্গুর আসবাবে।
আদ্যিকালের ঘাটবাবু খুলে জমাখরচের জাবদা খাতা
জন্মমৃত্যু, জন্মমৃত্যু, সিঁড়ি ভাঙা অঙ্কের মতন
লেখে আর মোছে আর লেখে,
তবু বাকি থাকে শেষ লেখা
মাটির হৃৎপিণ্ড ফোটে আশ্চর্য গোলাপে
চন্দ্রমল্লিকায় শিশু হাসি
ফুলন্ত বোগেনভিলা রোদ পোহায়,
পোষমেলার মাঠে
হারানো বাঁশির মিঠে সুর ;

মড়ার মাথার খুলি জন্মান্ধের মত চেয়ে থাকে
আহা মধুচন্দ্রিমার রাত ,
ঠিকরায় চাঁদের আলো মণিহীন অক্ষির কোটরে ,
কণ্ঠভাঙা বোতলের গায়
ভ্রষ্ট প্রজাপতি বসে গোপন খেয়ালে ॥

চাবি

ছুটন্ত জানলায় বসে উল্টো চলচ্চিত্র শুধু দেখি :
যায় বৃক্ষ মহীরুহ, সম্মুখ সমরে পরাভূত
প্রাচীন কূপের মত অন্ধকার গ্রামগুলি, স্তিমিত জীবন,
চিঠির বাক্সের মত বিষণ্ণ বিজন ডাকঘর,
শস্য শিহরিত মাঠ, চষাক্ষেত, কুঁড়ে ঘর ছুঁয়ে
অন্ত্যজ পুকুরে কোনো গ্রাম্য বউ, পথের কুকুর
লুব্ধ প্রেতাত্মার মত মুখ তুলে চকিতে হারায়,
বাঁশের সাঁকোর পরে মাছরাঙা
তারের বার্তায় জোড়াঘুঘু
দ্রুত নেপথ্যের মত ছুটে যাচ্ছে আমার পিছনে ।

লেভেল ক্রসিং-এ কিছু গঞ্জের গুঞ্জন, থেমে থাকা
সাইকেল রিক্‌শায় বসে আনকোরা দম্পতি
ফিরছে নতুন সংসারে,
দোতলা বাড়ির ছাদে শাড়ি, কোনো জানলায় প্রতিমা ।
নীলাকাশে ভাসে মেঘ : কাশফুল
রোদ্দুরের গন্ধে চাঁপাফুল ।
হঠাৎ তরুণী দেখলে নেমন্তন্ন মনে পড়ে কবেকার
বুকের ভিতর সুদ্ধু চমকে দিয়ে হঠাৎ কিশোরী প্রজাপতি
অন্যকাল চলে যায় গতকল্যের চোখ ছুঁয়ে ;
উল্টোরথে জগন্নাথ, অক্ষম দর্শক, চেয়ে দেখি
রেলপুলের নিচে কোনো আধচেনা মরচে ধরা গলি
ঝম্‌ঝমিয়ে চলে যাচ্ছে,'চা-আবি—সারাবে—এ-এ'—

স্বর্গের ঠিকানা

সমস্ত দেওয়াল জুড়ে কিছু কথা, কফিনের ভিতরে কাহিনী
ঘুমোয় নি, পাশ ফিরছে থেকে থেকে গভীর উদ্বেগে
পকেটে এখনো আছে সেই ময়লা ভাঁজকরা চিরকুট
স্বর্গের ঠিকানা খুঁজতে এসেছিল অন্ধকার গলির ভিতর
ফ্যাসফেঁসে গলায় কেশে গুটিকয় দেশলাইয়ের কাঠি
কয়েক ঝলক শুধু রক্ত তুলেছিল তার হাতে
স্বর্গ খুঁজতে এসেছিল কুঁজো লোকটা দেওয়াল হাতড়িয়ে
শেষ প্ল্যাটফর্ম কিংবা হাসপাতাল বোঝাই গেল না,
হয়ত শেষ ট্রেন গেছে বহুক্ষণ, যেমন গিয়েছে চিরকাল
নিদ্রামগ্ন যাত্রী দল তুলে নিয়ে, দরজা জানলা বন্ধ করে,
ঘণ্টা হলে, বাঁশি বাজলে,
সবুজ পতাকা, আলো, সিগন্যালের চোখ
যে-যার নিজের কাজ সেরে গেলে মধ্যরাতে, পিস্টনে দাঁত ঘষে
স্লিপার কাঁপিয়ে তার ঝড়ো মন্ত্রে ধুলোয় ফুঁ দিয়ে
গনগনে বয়লার বুকে মত্ত রেল বিহ্বল হুইসেলে !

নিভেছে দেশলাই কাঠি, জীর্ণ ম্লান ভাঁজকরা চিরকুট
পকেটে এখনো আছে, কুঁজো লোকটা বিহ্বল তাকিয়ে :
চোখের পলকে গেল শেষ ট্রেন-ভর্তি প্যাসেঞ্জার
কিছু মালপত্র শুধু পড়ে রইল, মানুষের বিচিত্র লাগেজ
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মত টুকিটাকি, অন্তর্গত অবিচ্ছেদ্য পুঁজি
প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে থাকলো নিদ্রাজাগরণের মাঝখানে ॥

গন্ধ চিত্র

হয়ত বোমার টুকরো বিঁধে আছে গোপনাঙ্গে, বারুদ রক্তের আবছা দাগ
অনেক আগুন, মৃত্যু, ক্ষয়-ক্ষতি, রাজনীতি : করুণ শৃঙ্গার

দেওয়ালের লেখা বদলে দিয়ে গেছে, ছন্দ, ছাঁদ, মুখের হরফ
গিরগিটির মত রঙ বদলে বদলে কলকাতার বাড়িঘর তবু
যেন একই গল্পে স্থির বসে আছে এই দীর্ঘ আঠার বছরে—
এই সব ভাবছিলাম, হঠাৎ তাকিয়ে মুখোমুখি দেখা হল।
গনগনে বিকেল বেলা চৌরঙ্গীর ধূর্ত বাস স্টপে
মানুষেব ডাস্টবিন উপছে পড়েছে, ভয়ঙ্কর বাঁক নিচ্ছে বাস
সবারই ভীষণ তাড়া বাড়ি ফিরবে, মৃত্যু বড় নিকটে এখন।

তুমি বললে, চলো বসি। আমিও বললাম, চলো বসি।
ময়দানের মধ্যে নেমে নির্বাচিত বৃক্ষের তলায় বসা গেল,
নিবাক যুগের যেন চলচ্চিত্রে নায়ক-নায়িকা
পরস্পর চেয়ে আছি, কুশল প্রশ্নও আজ অর্থহীন জানি
আমাদের সব কথা শেষ হয়ে গেছে বহুকাল
সব গল্প, অভিমান, কাছে বসা, কাছে শুয়ে থাকা
আমরা যেমন করে হাসতাম চোখের ভেতরে চোখ রেখে
গৃহ পরিকল্পনায় লগ্নীকৃত মূলধন নিবিষ্ট সময়
সহবাস
সংলাপ ফুরোনো গল্প পৃথিবীতে এই প্রকার জমে।

আমার মাথার চুলে তুমি দেখলে শব্দহীন মাকড়ের জাল
ক্ষিপ্র পেন্সিলের রেখা কপালে চোখের কোলে আঁক কষে গেছে।
প্রহর শেষের আলো, দেখলাম, মোহিনী চিবুকে থেমে আছে
চেহারা ভারীরই দিকে, প্রসাধনে অন্যমনস্কতা,
উদাস তাকিয়েছিলে মাথার ওপরে যেইখানে
দুটি কাক মহাব্যস্ত বাসা বানানোর কাজে
খড়কুটো মুখে ন্যাড়া ডালে।
চলো উঠি, তুমি বললে। আমিও বললাম, চল উঠি।
নিজের নিজের হাতঘড়ির ডায়ালে চোখ রেখে,
যেন অসমান দুটো ঘড়ি মেলানোর কাজ শেষ॥

মৃত্যুর নিয়ম

দরজায় আওয়াজ দিয়ে ঘরে ঢুকলে এমন দেখতে না।
এতটুকু শিষ্টাচার অন্তত তোমার কাছে প্রত্যাশা করেছি,
দরজায় তিনটে টোকা, তিন বিন্দু শব্দ, মানে তিনটে বুদ্বুদ
অনন্ত কালের শর্তে কতটুকু ? তোমার যৌবন থেকে কত
খরচা হত ? দু'এক লহমা মাত্র, আমাকে সময় দিতে যদি !
ব্যর্থ হৃদয়েরও চেয়ে ভারী, ক্লান্ত জুতো জোড়া খুলে
গলার সুভদ্র ফাঁস সান্ধ্য নিমন্ত্রণের পোশাক
খুলে, বদলে, আলো জেলে, সপ্রতিভ সহজ হতাম,
তুমি তা দিলে না সখি, প্রায় গায়ে গায়ে ঘরে এলে।
নারী ও জুয়ার কাছে সময়ের ভিক্ষা কিছু নেই,
এই অগোছালো ঘরে ছন্নছাড়া উত্তরতিরিশে
এখন কোথায় খুঁজবো বিছানা চাদর কিংবা
সোফার ফুলদানি ?
উদোম স্নানের ঘর, সিগারেটের টুকরো আর নচ্ছার দেশলাই
টেবিলে ছড়িয়ে আছে অন্ধকার বইয়ের পাতার মধ্যে ছাই।

অবৈধ সঙ্গমে, যুদ্ধে, ন্যূনপক্ষে কয়েক বিঘত
জায়গা চাই, রুমালে মুখ মোছার মত সামান্য সময়,
চকিতে চুম্বনযোগ্য ওষ্ঠাধরে সামান্য আড়াল,
কিছুই আনোনি সঙ্গে স্বয়ংবরা নায়িকা আমার
খসা আঁচলের শব্দ, বিপজ্জনক দুই উরুতটে এসে
ছলকায় অদৃশ্য কোনো জলরেখা, বসো এইখানে
বাইরে অশরীরী জ্যোৎস্না পা ঝুলিয়ে ছাদের কার্নিসে
বসে আছে। তুমি এসে আমার মুখের সামনে বসো,
বাতাসে গুলির শব্দ, রক্তের ভিতরে ভয়ঙ্কর চাঁদমারি ॥

বাসা বদল

বাবলার কাঁটা ডালে নখর চিহ্নিত লাল চাঁদ
হাওয়ার শীৎকারে কাঁপে ভ্রষ্ট, ধৃত, নষ্ট গোপনতা
সমস্ত আকাশ জুড়ে শেষ প্রহরের অন্ধকার
নাগরদোলায় দুলছে রাশিচক্র, কুয়াশার মত ছায়াপথ
বিচ্ছুরিত আয়নায় দিগন্ত বদলায় সারাবেলা
এরই মধ্যে বাসা বদল এরই মধ্যে বিবাহ সংসার
প্রণয় ভাবনা আর প্রজনন,

বাসস্টপে দাঁড়িয়ে

শেষবার রুমাল নাড়া, হেঁট মুণ্ডে বুকে হেঁটে বহু কায়ক্লেশে
নিছক ভদ্রতাবোধে কথা রাখতে জন্মান্তরে আসা।

বেতের ফলের মত মৃত হিম চোখের তারকা
কাঁটায় কাঁটায় থেমে আছে বন্ধ ঘড়ি
এইরূপ পৃথিবীর বিশুদ্ধ তামাশা,
কারেন্সি নোটের মত প্রেমপত্র, কানামাছি সুখ।
কুঠারে লুটায় গাছ, বৃক্ষছায়া হেলে পড়ে কামুক দর্পণে
আতুল পুকুরে যেন মধ্যাহ্নের তপ্ত শ্রোণীভার,
এরই মধ্যে বাসা বদল, এরই মধ্যে বিবাহ সংসার।

মধ্যদুপুর

এখন শুধু মাথার মধ্যে রাগী বোলতা
ঘুরছে ফিরছে অন্ধ পাথায়
এখন শুধু মগজ জুড়ে টেলিফোনের ডায়াল ঘুরছে
এর সাথে তার, তার সাথে এর কয়েক মিনিট
তারের বাঁধন,
পোড়ো বাড়ির ভিতের মধ্যে মধ্যদুপুর,

শূন্য মাথায় শব্দ করে বৃষ্টি পড়ে
কাকের ডাকে চমকে ওঠে চিলেকোঠা
বিজলী তারে খতম ঘুড়ি
বাদুড়ছায়া
অলক্ষুনে ভয়ের মত ঝুলেই আছে।
এখন শুধু মাথার মধ্যে অন্ধ পাখায়
জ্বলন্ত এক হলুদবিন্দু
ঘুরে বেড়ায়।

চিরন্তনী

কি নেই বল, কি নেই আজ সবি তো ঠিক আছে
যা ছিল দূরে, এখনো দূর যা ছিল কাছে, কাছে।
এখনো দেখ ফাগুন দিনে বাতাস মৃগনাভি
সকল তুণ শূন্য করে যৌবনের দাবী।
আকাশ জুড়ে অন্ধকার মেঘের গুরু গুরু
এখনো বুকে চমক দেয় প্রিয়তমার ভুরু।
বাদল আনে কদম ফুল, বাদল আনে কেয়া
এখনো হয় নিকটে দূরে হৃদয় দেওয়া-নেওয়া।
শহর ডোবে শহরতলী অথৈ ঘোলা জলে
দুটি একটি রিক্শা চলে, চতুর করতলে
কে যেন চাপে রঙের তাস কে যেন করে খেলা
মনের মধ্যে কখন গেল কেমন করে বেলা!

এখনো সেই কানে কানে গল্প বলার ছলে
অন্ধকারের জ্যান্ত মুঠোয় যুবতী চাঁদ জ্বলে।

বৃত্ত

এখনও ছলনাময়ী জ্যোৎস্না জ্বলে ডাস্টবিন উপছিয়ে
নিজেকেই ইতিহাস উচ্চারণ করে ফের অশুদ্ধ বানানে

কবিতা প্রেমের চিঠি মালাবদলের বদভ্যাস
পৃথিবীর রূপকথায় পৌনপুন শূন্যতার মত
রয়ে গেল ; হাইড্র্যাণ্টে এখনো জোয়ার ভাঁটা খেলে
বুলেট, ব্যালট, তাস, ফাটকাবাজি, নক্ষত্র পতন
নাভি নিয়ে অন্ধকার ডাকটিকেট, বুর্জোয়া ঈশ্বর
সুমুদ্রিত হয়ে আছে ঘুণাক্ষরে পবিত্র কেতাবে ।
ঘড়ির হৃৎপিণ্ডে রৌদ্র ক্যালেণ্ডারে অবিশ্বাস্য হাওয়া
যৌনজ্যোৎস্না নোনাজলে চলেছে আদিমতম আশ্চর্য সফর ॥

গমন

কেবলি ছুটির ঘণ্টা বেজে যায় যখনি যেখানে
পা রাখি এখন আমি, নিমন্ত্রণ শেষ হয়ে যায়
পাহাড় চূড়ায় উঠে টের পাই পৌছানোর মানে
ফুরিয়েছে, নেমে আসি সমুদ্র-নাভির মধ্যে, হায়
সেখানেও অসময়, সেখানেও ছুটির ঘণ্টাই,
হোক সে স্টেশন কিংবা রমণীর ক্লান্ত ভালোবাসা
হোক সে বাদল অন্ধকার, দোল পূর্ণিমার রাত
কৃষ্ণচূড়ার নীচে বাসস্টপে ঘড়ি বন্ধ, প্যাজতে তামাশা ।

সময়ের অঙ্ক ভুলে যাওয়া হয় না নির্ভুল নারীর
অতি কাছে, কিশোরীর যুবতীর নিরন্তর রূপসীর কাছে ।
কেবলি সীমানা কাঁপে, বুকের বিষয় বদলে যায়
সঙ্গম এমন অন্ধ দেশকাল এমন বধির
প্রতি অঙ্গ ছুঁয়ে প্রতি অঙ্গ বলে, বিদায় । বিদায় ।

এক বাংলা

১ ॥

এখন অনেক দূর বাংলাদেশ, নষ্টচোখে কিছুই দেখি না
দিগন্ত ছানির মত, চেক পোষ্ট, বর্ডারলাইন

সব ঝাপ্‌সা ভ্রষ্টা স্মৃতি, পাশপোর্টে ভিসার ভিতরে
এখন প্রকৃত বাংলা বহুদূরে মাতৃহীন জাতকের কাছে।
পূর্ববাংলা থেকে এই পরবাংলা পূর্বাপর আমার জীবনে
ইতিমধ্যে পদ্মায় গঙ্গায় বন্ধ-খোলা চোখে বহুজল
গড়িয়েছে ; ভুলে গেছি অন্ধকারে বাঁচার আস্বাদ
ছেঁড়া মাতুরের মত মানচিত্র পেতে বসে আছি
কুয়াশার মত তবু ছেলেবেলা স্মৃতির সোহাগে ভরে আছে :
ঈদের চাঁদের জন্য সমস্ত আকাশ চেয়ে থাক
হরিরলুটের সন্ধ্যা, সংকীর্তন, আশ্বিনের ঢাক,
এখন অনেকদূর বাংলাদেশ, নষ্টচোখে কিছুই দেখি না,
বিশাল ক্ষেতের মধ্যে স্তব্ধ একা কাকতাড়ুয়ার মত দিন।
২ ॥
কে যেন আমার ডাকনাম ধরে ডাক দিল এতদিন পর
সাড়ে সাত কোটি কণ্ঠে বাংলাদেশ, আমার স্বদেশ
গর্জে উঠল এই বুকে, দৃষ্টিহীন চোখের মণিতে
পূর্ববাংলা জেগে উঠল অপূর্ব বাংলায় : আমি যাব,
এখানে যদিও আমরা বোবা ঘরে-বাইরে কার্ফ্যু, বসে আছি
কেবলি বারুদগন্ধ চতুর্দিকে গোপন সন্ত্রাস :
বিদ্যুতের ছেঁড়া তার ঝুলে আছে, ঠিক আমার আগের মানুষ
খুন হচ্ছে প্রতিদিন, কেউ জানে না পথের হদিশ
হৃৎপিণ্ড রক্তের খাঁচা নিরঙ্কুশ অন্ধকারে দোলে,
ভাঙা দরজায় পিঠ রেখে দীর্ঘ রাত্রি জাগে নারী,
ক্ষুধিত মানুষখেকো রাজনীতি তক্কে তক্কে ফেরে
পুত্র যায় পিতা যায় পিঠোপিঠি স্বামী, বন্ধু, ভাই,
পাইপ গানের মত কলকাতার অন্ধতম গলি।

এখন অনেকদূর বাংলাদেশ নষ্টচোখে কিছুই দেখি না ॥

জাতিস্মর

এখন আর ছুঁয়ে কিছু লাভ নেই
সন্ধ্যা ফিরে গেছে বুড়ী ছুঁয়ে
নদীর চরের পরে মেছো আলোছায়া হেলেদুলে একে দুয়ে
নেমে গেছে ডুবজলে, ফিরে যাওয়া অর্থহীন আজ
যেখানে অশথ ছিল, বট, নিম, বুড়ো শিবতলা তাই আছে
প্রাচীন শহর তার বুকের ভেতর সেই ধূসর সমাজ
ধাঁধার মতন সব গলিঘুঁজি, পোড়ো বাড়ি, আবোলতাবোল
বাঁক নিতে নিতে রিকশা তার দ্রুত ঘন্টি রেখে গেছে।

ভাঙা পাঁচিলের ফাঁকে হঠাৎ দূরের পাল্লা খোলা
ভঙ্গুর চোখের ঘোর, ভালোলাগা, সবিস্ময়ে ছেড়ে যেতে যেতে
নাম ভুলে যাওয়া কোনো প্রেমিকার মতন শহরে
আর এখন ফিরে এসে লাভ নেই, সন্ধ্যা ফিরে গেছে বুড়ী ছুঁয়ে
আমার অনেক আগে হয়ত আমিই এসেছিলাম এখানে ॥

সন্ধি

ফসিলের হাড়ে ঘুণ আদিপ্রাণ বৃক্ষের সমাজে
কেবলই ক্ষয়ের শব্দ চাপা থাকে, অরণ্যে হনন
জ্যোৎস্নায় বাতের ব্যথা সঙ্গীতে নখের ধ্বনি বাজে
গোপনে যুবতী অঙ্গে পৃথিবীর শেষ বিস্ফোরণ
প্রেমিকের সর্বঅঙ্গে স্বপ্ন সে তাড়ির মত জ্বলে
তবু ছবি আঁকে শিল্পী উঁচুতলার কপোত মিথুন,
রুমালে দু'চোখ বেঁধে দিব্যি কানামাছি খেলা চলে
কণ্টকশয্যায় সতী, মহাকাব্যে শৃঙ্গার করুণ।
মানুষের খোশ গল্পে, সবচেয়ে পুরাতন চাঁদে
ভাঁড়ামির শেষ নেই, মানুষের বৃদ্ধ রূপকথা

এবার বদলাক পালা শুরু হোক নব্য তৎপরতা
শিশুর অন্তরে পিতা পিতৃ প্রত্যন্তরে শিশু কাঁদে ।

উঁচুতলা নিচুতলা জুড়ে একই আদিম মানুষ
রক্তে সেই সরীসৃপ, বিকলাঙ্গে জান্তব বাসনা
পৃথিবীর সব নারী ঘরেবাইরে মুদ্রাদোষে ভোগে,
দিনকাল বদলে যায় মানুষ অসংখ্যবার ভাঙে
গ্রাম পতনের শব্দে কানে ভাসে অশ্লীল খেউড়
মানুষ দুর্মর শুধু বেঁচে থাকে দেহের সহজ মূল্য জেনে
কেবলি হাড়ের ভেলকি জীবনের কুটিল পাশায়
কেবলি বাঁচার স ন্ধ, টেকসই, নতুন আপোস
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলে শুধু টিপছাপ সভ্য হালখাতায়
জীবনের মান আর মূল্যবোধ ওঠে নামে পারদের মত
গণিকা ও গণনেতা বেঁচে থাকে তবু অন্য নামে ॥

সুখী মানুষ

একেই বলে সুখী মানুষ শ্যাওলা দামে জড়িয়ে থাকা
স্রোত হারানো প্রাচীন জলে নিমজ্জিত
দুঃখে সুখে মগ্ন মানুষ, সাতপাঁচে নেই
উল্টোপাল্টা হাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য
সন্ধি বলুন সমাস বলুন আপোস রফা
চতুর্দিকের হজবরল উজান ভাঁটায়
পরিচ্ছন্ন সমাকরণ ।
আহা লোকটা সুখীই বটে, মানিয়ে গেছে
জামাজুতোয় চোখের মাপে
একই আছে, একই আছে
চুলের ডগায় পায়ের নখে উস্‌খুসানি,
ঘুমে জাগায় চলতি কথায় কোথাও কিন্তু
শ্রিংক করেনি ।

ক্রীজ ভাঙেনি, পালিশ-ফালিশ রং চটেনি
রোজ সকালে দুধের বোতল
সেফ্‌টি রেজার, মাছের থলে
তুইনম্বর চায়ের সঙ্গে কাগজ চুমুক
সিগারেটের বন্ধুসুলভ প্রাতঃকৃত্য
পিক্‌ আওয়ারের একটু আগে গর্মিভাতে তুটি সেদ্ধ
গিন্নী-ভাষ্যটীকা শ্রব্য আহা তেমন নয়কো খেদ্য,
আধলা কানে তারি সঙ্গে আকাশবাণীর রাগপ্রধানী।

বউয়ের গলা জড়িয়ে শুয়ে একাঙ্কিকা রাতের নাটক
অ্যালার্ম ঘড়ির ইঁদুরকলে ভোররাত্তির। আহা তা হোক॥

উত্তরণ

শ্বাসকষ্টে ভুগছে যেন মকড়সা-কুটিল অন্ধ গলি
নম্বর বসানো নিচু দরজাগুলো অসমান ছাদ
যেন তুঃখ বিষয়ক ধোঁয়াকুয়াশায় গলাগলি
তুরারোগ্য প্রতিবেশী, কাঁচিকাটা আকাশের ছাঁদ
ওপর চালাক আয়না মস্তিষ্কবিহীন আসবাব
ছেড়ে আসা ছেলেবেলা আধময়লা কৈশোর-যৌবনে
ধোপার গোপন চিহ্ন অলক্ষ্যে কোথাও এককোণে
লেগে আছে, তুমড়ানো, ঘামের গন্ধ দাগ।

চৌরাস্তায় এলে সব ভুলে যাই, ট্র্যাফিক ঈশ্বর
সমস্ত সচল স্মৃতি আটকে দিচ্ছে অকস্মাৎ হাত তুলে
মানুষ নির্ভয়ে পার হচ্ছে, বন্ধ সাঁকো যাচ্ছে খুলে
গলির গোলকধাঁধা, নারীর শরীর হিমঘর।

যৌবনে ভুলের ফলে মনস্তাপ, দ্রব্য ক্ষতি আদি,
চৌমাথায় পিছু ফিরলে সব অন্য, সমস্ত তামাদি॥

গ্রামে গ্রামে

গাঁয়ে গাঁয়ে ধুলপরিমাণ
যদিও তারা কেউ গায়ে গায়ে নেই
যদিও তারা গতরে আলাদা
যদিও তারা আজ নানা বাংলায়
আছে উত্তরে-দক্ষিণে পুবে-পশ্চিমে
নদী মাতৃক, নদী বিমাতৃক,
কেউ জংলী, কেউ পাহাড়ী
কেউ শহুরে, মানে পুরুষঘেঁষা।

দেখেছি অনেক গ্রাম নানা নাম
নানান ভঙ্গিমা
ইতর বৃহৎ ক্ষুদ্র কিন্তু সকলেরই
একই যুদ্ধ একই সংগ্রাম
মেঘনায় পদ্মায় ব্রহ্মপুত্রে কি গঙ্গায়
গভীর জলের জালে একই মাছ,
ক্ষুধায় ঈর্ষায় কিংবা বাস্তু দুঃখে এক।

কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্য উঠলে, কুয়াশায়
হিলরেঞ্জ কানা হলে
দৈত্যাকার পাইনের নিচে
মেঘে লুপ্ত দ্রুত পেন্সিলের
রেখায় রেখায় আঁকা গ্রাম
জুয়ার তাসের মত তিস্তা, চা বাগান

কিংবা আরও নিচে নেমে গোয়ালন্দ
এপার ওপার ফর্সা
মৎস্যগন্ধা জেলেডিঙি গাঁও,

কীর্তন রাতভোর যাত্রা, হরির লুট
পুববাংলায়
রূপসী ময়মনসিংহ
পালঙ্কের পাটরানী
মানচিত্রে রয়েছে দলিল।

গোসাবা কাকদ্বীপ ছুঁয়ে
জোয়ার ভাটায় নোনাজলে
সুঁদরী গাছের নিচে কেঁদো গ্রাম
খুলনা বরিশাল
ট্রেনের হুইসেল কারো পায়ে বাঁধা
জাহাজের বাঁশি কারো বুকে,
রক্তের ভিতরে কারো ধক্‌ধকায় লঞ্চ।

গাঁয়ে গাঁযে ধুলপরিমাণ যদিও তারা
কেউ আজ গায়ে গায়ে নেই॥

স্মৃতি

বন্ধ কানাগলির মধ্যে টুকরো আকাশ
জেলেডিঙির জাল ছেঁড়া সব মেঘের ইলিশ
কোথায় পালায় শিউলি ঝরে, দীপান্বিতায়
আতসবাজির আকাশ জুড়ে অন্য ভুবন
দোরের পাশে কিশোরী মোম নীল আগুনে
বুকের মধ্যে বুক পোড়ালো শহরতলীর
বাসাবাড়ির বারোয়ারিও দোরগোড়াতে
আজও মাতামাতির চিহ্ন ফাগের আবির
এমনি করে দিন গিয়েছে রাত গিয়েছে বছর বছর
কেয়াপাতার বদলে কেউ ক্যালেণ্ডারের
ছেঁড়াপাতার নৌকো ভাসায় শ্রাবণ দুপুর

টাপুর টাপুর ছড়ার মধ্যে, চোখের জলের
আয়না জুড়ে অনষ্ট চাঁদ,
গলির মোড়ে এক্কাগাড়ি
কোমরবন্ধে রাংতা মোড়া ভীষণ ভারী তরবারি

বন্ধ কানাগলির মধ্যে টুকরো আকাশ জানলা দিয়ে ॥

বিস্মরণ

যেসব বেদনা নিয়ে দিন কাটে,
বুক জ্বলে দুঃখের বারুদে
যে প্রতিশ্রুতির কেন্দ্রে বারংবার ক্ষতকলেবরে ফিরে আসি
স্বয়ংবরা যে রমণী আমাকে জাগিয়ে রাখে যৌবন রজনী
ছুটন্ত জানলায় বসে যে সব স্টেশন ছুঁয়ে গেছি
দুর্লভ বিগত সেই দিনগুলি : কণ্টকিত আশ্চর্য গোলাপ
একদিন সব কিছু ভুলে যাব অন্যমনে ফিরে যেতে যেতে

বুকের ভেতর থেকে মুছে যাবে ক্ষতচিহ্ন
বারুদের দাগ
স্বপ্নের বিষয়গুলি নীল আকাশের শঙ্খচিল
ফেরিওয়ালার মত বিবাগী বিকেল,
কোন অলিখিত নিমন্ত্রণ,
নগর বন্দর তীর্থ ভুলে যাব প্রবাসের আচম্বিত সহবাস,
পুরাতন পথ দিয়ে শূন্য মনে হেঁটে যেতে যেতে
সব নাটকের গল্প তুমুল বৃষ্টিতে ধুয়ে যাবে মধ্যরাতে ॥

বিসর্জন

ভালবাসা ফিরে যাও সন্ধেবেলা, সারাদিন অনেক খেলেছ।
এইবার রাত্রি হবে, অন্ধকার জুয়াড়ির মত জিতে নেবে
ঘর দালান, উঠোনের জামগাছ, পরিচিত দুঃখের দরবার,
নীলাম নোটিশ কেউ সেঁটে দেবে জীবনের সমস্ত আসবাবে

ভালবাসা ফিরে যাও এইবেলা, চলো চলো
গলির মুখ অব্দি সঙ্গে যাই
তোমাকে এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসবো আবার সদর বন্ধ ক'রে
আমি আর আমি এই দুইজন মুখোমুখি স্তিমিত প্রদীপে
মুখ দেখবার আর্শী ভেঙে ফেলে বসে থাকবো শেষ প্রতীক্ষায়
দৃশ্যের প্রতিমা যাবে বিসর্জনে
ঠোঁটে জ্বলবে তোমার চুম্বন।

তথাপি

পুরনো মানুষগুলি শুধু নেই, কবে কার হাতে হাতে
বিলি হয়ে গেছে
বুকের ভেতরে যেন ছবিগুলি ডাকটিকেট
মোহমুদ্গরের ঘায়ে পিষ্ট হয়ে
চলে গেছে কোথাও থামেনি।
তথাপি শহর আছে সুচতুর সহঅবস্থানে
বিচালি কাটার শব্দে
শেয়ারের বিচিত্র শ্লোগানে॥

ফেরাই

কোথাও এখন ফেরা হয় না ঘরের মধ্যে ঘরের বাইরে
ডাকের চিঠি জমতে থাকে কারো কাছেই যাওয়া হয় না
টাইম টেবিল উল্টে দেখি টিকিট কেবল কাটা হয় না
টেলিফোনের ডায়াল এবং ঘড়ির ডায়াল ঘুরতে থাকে
ফ্রিজের মধ্যে জমাট গল্প, রৌদ্রছায়ার জটিল ছবি
আয়না ছুঁয়ে আয়না ছেড়ে ট্রেনের মত আসছে যাচ্ছে
যেন নাগরদোলার রঙ্গ উর্ধ্বে শূন্য নিম্নে শূন্য
কোন কাজেই মন বসে না, গ্লাসের মধ্যে আইস কিউব
বাজতে থাকে, ট্রেনের বাঁশি সমুদ্রতীর পাহাড়তলী

কোথায় যেন ভুল করেছি, হিসেব এখন হাতের বাইরে
অনেক কিছুই ফেরত হয় না চিঠির মত, কথার মত,
আমার কিছু সময় কেবল বিপজ্জনক নারীর হাতে ॥

অন্তিম

ত্রিনয়ন ট্র্যাফিকের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়,
নষ্ট নগরীর কোন গোপন দরজায়
হেঁচকি তোলা অন্ধকারে পয়লা গিয়ে দাঁড়াব বলেই
সমস্ত নিয়ম ভঙ্গ ক'রে হাঁটি
উল্টোদিকে কখনো দৌড়াই
সমস্ত নিষিদ্ধ স্থান দিয়ে পার হই,
ঠিকানায় ঠিকানায় থেমে আছে দরজাবন্ধ বাড়ি
কারা যেন ছুরি হাতে অপেক্ষায়
ঘড়ি মেলায় বারান্দার নিচে
দুর্ঘটনার মধ্যে ছুটে যাচ্ছে নক্ষত্রের মত সব গাড়ি
স্থির হয়ে আছে তবু সংখ্যাগুলি
সামনে পিছনে।
ত্রিনয়ন ট্র্যাফিকের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়
ভুল ক'রে পরস্পর ভুল বুঝি ॥

ট্রেন থেকে দেখা

ইস্পাতের ছুরি যেন বিঁধে আছে দিগন্তের বুকে
রোদ্দুরে ঝলসায় তার দুটি ফলা সমান্তরাল
দূরান্তের প্যাসেঞ্জার সিল-করা গুড্‌স্ ট্রেনের বগি
রেল লাইন কাঁপিয়ে যায় মৃত অরণ্যের স্মৃতি নিয়ে
সেগুন শালের খুঁটি বাঁশ আর বিস্তর জ্বালানি
স্টোন চিপস্ মোরমের ঘনভার। মানব মানবী
নিষ্পলক জানলা দিয়ে চেয়ে আছে স্মৃতি ভারাতুর

বাক্স বিছানায় বাঁধা অস্থাবর খণ্ডিত সংসার
মধ্যাহ্ন নিদ্রায় কেউ সহমৃত বাঙ্কের ফ্রাইপ্যানে,
বাইরে রৌদ্র নটরাজ শুধু তার অগ্নিনৃত্য দেখি
মেঠেল পুকুর সব মণিহীন অক্ষির কোটর,
হাঁপাচ্ছে দু-এক টুকরো শীর্ণ ছায়া দাওয়ায় ঠেস দিয়ে
গ্রাম্য কুকুরের মত অতিবাধ্য প্রখর সাবধানী,
ডুগডুগি বাজে না কই, বাজে না তো সাপুড়ের বাঁশি
গ্রীষ্মের মুঠোর মধ্যে পিপাসায় মৃতকল্প গ্রাম
দিগন্ত ছুরিকাহত, শুধু ট্রেন চলে অবিরাম ॥

পুঁজি

এতই সামান্য পুঁজি ক্ষুদ্র স্মৃতি খর্ব পরমায়ু
কাল্পনিক ভালবাসার সামনে এলে বুকের ভিতর
ঘুণের ক্ষয়ের শব্দ শুনতে পাই, মধ্যরাতে বাড়ির দরজায়
কোন কোন দিন কি যে হয় কড়া নাড়তে ভুলে যাই
যৌবনে তোবড়ানো মুখ কবিতার দু'চার লাইন
গলায় খুসখুস করে, শয্যাশায়ী হ'লে জাতিস্মর
তখন দু'দশ জায়গা মনে পড়ে, সুদিন দুর্দিন
হোটেল সরাই কিংবা ভাড়াবাড়ি রাত্রি জাগরণ।
গোপন চোখের জল জিভে ঠেকলে সমুদ্রস্নানের
স্মৃতি তোলপাড় করে, অবেলায় রমণীকে ছুঁলে
কয়েকটি মেয়ের মুখ ছুঁচের মতন বুকে বেঁধে
অল্প লইয়া থাকি তাই মোর পিকপকেটের এত ভয়;
'কিউ' দিয়ে টিকিট কেটে ছুটে এসে স্টেশনে দাঁড়িয়ে
দূরের সিগন্যাল দেখে অনিবার্য মৃত্যু মনে পড়ে
এতই সামান্য পুঁজি, ক্ষুদ্র স্মৃতি, খর্ব পরমায়ু!

ধূসর সংহিতা

রক্তগোধূলির মত নখে জ্বলছে গোপন আখর
এখন বুকের মধ্যে এবড়োখেবড়ো অন্ধকার নারী

মফস্বল সফলতা কৈশোরের চিলেকোঠায় কাঁপে
শয্যায় কোতল দুঃখ। জেলেডিঙি নৌকার গলুইয়ে
উত্তাল নদীতে কেউ ব'সে আছে গভীর জলের জাল হাতে,
দূরে গোয়ালন্দে আলো স্টিমারের বাঁশির শীৎকার,
মেঘবৃষ্টি বাতাসের জগঝম্প, গুণবতী ভাই
স্মৃতি। হায় স্মৃতি তুমি বিস্মৃতির মত পোড়োবাড়ি
হারানো পথের দ্রুত ফস্কা গেরো, নগ্ন রমণীর
সবুজ আলোর মত ইস্টিশানে খদ্যোত জোনাকি
বাড়াও আঁধার মাত্র পথিকে ধাঁধিতে, বেলা যায়
বারুদের মত কড়া মদ মেশে বৃষ্টির ভিতরে,
পিচ্ছিল আঁধারে যুদ্ধ : নাভি নিয়ে ধূর্ত প্রত্যাঘাত
বৃশ্চিকে কর্কটে কুম্ভে কটি ভঙ্গিমায় জ্বলে যায়
হয়ত অনন্তকাল নিরবধি কাল কোনো শঙ্কার দংশন ॥

নোঙর

সমস্ত দৌড়-ছুট চার দেওয়ালের মধ্যে জমে।
যেন সেই ক্ষুরধার রক্তের ভেতরে বহা নদী
হিংস্র ফণা নামিয়ে ঘুমোয়
যেন দমকল ফিরে আসে তার অগ্নিকাণ্ড নিমন্ত্রণ সেরে
সমাজবিরোধী আত্মা ভুলে গেছে নিষিদ্ধ রজনী,
গ্যাঁজানো তাড়ির মত নিম্নমুখী নারীর জ্বলন
কই আর?
চাবুকের নষ্টনাচ কবিতার পংক্তির ভিতরে
কই আর?
সব স্তব্ধ হয়ে যায় ভেঙে যায় ঘৃণ্য আলিঙ্গন
সমস্ত দৌড় শেষে চার দেওয়ালের মধ্যে থামে।
অরণ্যের বাঘবন্দী হয় দ্রুত সার্কাসের মত গোলঘরে
উষ্ণতা জুড়ায় যত, সরের মতন সফলতা—
মধ্যবয়সের মেদ স্থিতি চায়,

ঝুঁকিহীন চাকুরির চাবি
রিঙের ভেতরে বাঁধা, ঘোরে শুধু, ঘোরে শুধু ঘোরে ॥

মা আমার

প্রবাসে দৈবের বশে ; নইলে স্বপ্নে জাগরণে আজ তুমি
শুধু তুমি ভরে আছ। এখনো সচল ছায়াছবি
চোখ বন্ধ করলে পদ্মা মেঘনা ব্রহ্মপুত্র যমুনায়
চলেছে গয়নার নৌকো মানুষের গল্প নিয়ে, জলে
হিজল গাছের ছায়া, চালতার,
কানাকুয়া ডাহুকের ডাক
এখনো বুকের মধ্যে কাশ হোগলার বন দোলে
আদিগন্ত বালুচরে কলহাঁস, হলুদ সমুদ্র শর্ষে ক্ষেত
এখনো ধানের গন্ধে ভরে আছে নিকোনো উঠোন
শঙ্খচিল ডেকে ওঠে কড়ুই গাছের উঁচু ডালে
পুববাংলা মা আমার যখনই আকাশে চাঁদ দেখি
রুপোর থালার মত, তোর জন্যে কেঁদে ওঠে মন
আঁকাবাঁকা আলে ভরা জমি দেখলে,
মেঘ জ্যোৎস্না নিভৃত আঁধার
নিরুদ্দেশ নৌকো দেখলে উদাস নদীর ঘাটে ব'সে
তোমারই রূপসী মুখ মনে পড়ে, প্রবাস বাংলায় ॥

জীবনের গল্প

জীবনের গল্প ঠিক এরকমই
ফুরোয় ফুরোয় তবু মনে হয় ফুরিয়ে যায়নি।
রয়েছে কোথাও এই অর্থহীন শূন্যতার মানে।
জ্যোৎস্নায় পিছল শ্যাওলা ছাদের কিনারে
শেষ চুমু—
শিউলির গন্ধ, বুকে মোচড়ায় বেহালায়
চমকে ওঠা বিপজ্জনক খোলা তারে।

জীবনের গল্প ঠিক এরকমই…
কিছুই অসীম নয়, চিরস্থায়ী কিছু নয় জেনে
বিদায় দিয়েছি তাকে একটু আগে এঁটো কাপ
এখনো টেবিলে
সংলাপ ফুরোনো এক যুগলের মত মুখোমুখি
শুধু কিছু ছাই জমেছে ভুলে ভুলে
এক-আধটা নিভে যাওয়া কাঠি,
এখনো চুলের গন্ধ, কণ্ঠস্বর, সরের মতন শূন্যে ভাসে,
শরীরের ক্লান্ত ভাঁজ সোফার গদিতে লেগে আছে
বাকি সব ঠুনকো, সব ভেঙে যাওয়া
ঝাপসা হয়ে যাওয়া—
জীবনের গল্প ঠিক এরকমই…
আঙুলের ফাঁকে পুড়ে শেষ হয়ে আসছে সিগারেট!

আমার জন্য

স্তব্ধতাও এরকম, মৃত্যু সেও এরকম কখনো কখনো
মনে হয় কেউ যেন হাত দেখিয়ে সমস্ত ট্র্যাফিক
থামিয়ে রেখেছে শুধু আমি রাস্তা পার হব বলে,
সমস্ত গল্পের যেন সমাপ্তি মোচড়ে
চোখে চোখ রেখে কেউ ঠোঁটে তীক্ষ্ণ তর্জনী তুলেছে,
মঞ্চের কিনারে এসে শেষ স্বগতোক্তির উপর
যবনিকা কাঁপতে থাকে, যেন ঘোমটা মুখের কিনারে,
আমার গমন পথ অবিস্মরণীয় হবে ব'লে
এই সব কাণ্ড হয়, ছায়ার পিছনে ছায়া জমে ॥

কালজয়ের গল্প

পুজোর ছুটির ভোঁ বেজে উঠল ছাপাখানায়,
ঘাট আলো করে ইস্টিমারে
এখনো দাঁড়িয়ে আছে, পুজোসংখ্যা, নোঙর কামড়ে আছে মাটি
আকাশ বাটিকপ্রিন্ট নিচে মেঘ-শুভ্র কাশ
স্মৃতির ভেতরে শিউলি ফুল,
প্রতিমায় তেলরঙ, ঢাকের কাঠিতে চালচিত্র ফোটে : শব্দ শব্দ
বিজ্ঞাপনে ঝুলন্ত শালুতে,
রোদ্দুরে পুজোর গন্ধ, তরল মোমের মত সীসে গলছে
কাস্টিং মেশিনে
জেটির ওপরে শুধু হুড়োহুড়ি হুমড়ি খেয়ে গ্যালিপ্রুফ
আর্টপুল, মেকআপ,
অফ্‌সেটে বাজীর ঘোড়া দৌড়ে যাচ্ছে, সম্পাদকী টেবিলের নিচে
শ্রীচরণ আগলে বসে বাজে কাগজের ঝুড়ি একটা ছুটো তিনটে
কিউ দিয়ে
উপচে পড়ছে পাণ্ডুলিপি-ছাইদান, পকেটে ডুবিয়ে ফুল-কোঁচা
খ্যাতকীর্তি সাহিত্যিক কলমের ক্যাপ কামড়ে সিগরেট পুড়িয়ে
তাঁর সেরা-লেখা এবারও লিখছেন, ফাত্‌না নড়ে
প্ল্যানচেট টেবিলে যেন অবশ কলম যেন অলৌকিক খুঁটি ছুঁয়ে
ব্যাগে দাদনের টাকা উসখুস বুকের মধ্যে বিরহিণী
পাঠিকার মুখ দিন গোনে
যন্ত্রদানবের শুধু ঘুম নেই, টেলিপ্রিন্টারেও ফুটছে খই।
বাইরে চা-খানায় কিছু রাগী ছোকরা হল্লা তোলে,
নিজেদের ব্যর্থতায় জ্বলে :
ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি একটা ছুটো তিনটে ভরে যায়।
বার দরিয়ার দিকে ভেসে গেছে প্রতিশ্রুত সে স্টীমার
থেমেছে ঢাকের বাজনা, পুজো শেষ, হিমরাতে
ছাদে ছাদে আকাশপ্রদীপ

রূপসীর রূপকথা মুছে গেছে কেউ আসেনি রঙীন চিঠিতে
সমস্ত যুগান্তকারী সৃষ্টি বুঝি এমনি করে
চোখের আড়ালে চলে যায় !
ফোড়ন সম্বরা শেষে দরিদ্র বধূটি তার মাসকাবারীর ঠোঙা খুলে
চমকে যায়, উথাল-পাথাল বুক, কপাটের আধপাল্লা ফাঁক
যেন তার চেনা লোকটি থমকে আছে, ঠোঁটের ওপর
আড়া-আড়ি ঝুলে আছে অসম্ভব নিষিদ্ধ তর্জনী ।

হয়ত এপার গঙ্গা, ওপারেও ডুবো গঙ্গা, মধ্যিখানে গল্পের দুপুর

অপরাহ্ণের খেলা

এখন বুকের কাছে হৃদয় হৃৎপিণ্ড কিছু নেই
এখন বুকের কাছে শুধু ঝোলে বিশাল পকেট,
পকেটে দরকারী চিঠি, ফর্দ, টাকা, ট্রেনের মাসিক
এখন মাথায় শুধু ছুটচিন্তা হাজরে খাতা, অফিস ফাইল
মুখস্থ কামরায় উঠে টুকরো সিংহাসন ফিরে পেলে
উড়ুক্কু তাসের মধ্যে একহাত, চিৎকৃত সংলাপ—
সৌজন্যের সিগারেট, মেঠো গল্প, খুচরো রাজনীতি
কবন্ধ ভিড়ের মধ্যে কিছুক্ষণ মুণ্ডহীন অন্তরীণ থাকা ;
চোখের সামনে দিয়ে দ্রুতলয়ে ছুটে যায় নিষ্ফল সংসার
যেন খণ্ড গৃহস্থালি, চূর্ণ ছবি, বাগান পুকুর
চঞ্চল নারীর রূপ, শব্দহীন তারবার্তা,
ব্রেকজার্নি করা স্থির পাখি,
নিসর্গ এবং নষ্ট নীড় যায় নিস্পৃহ চোখের সামনে দিয়ে ।
এখন বুকের কাছে হৃদয় হৃৎপিণ্ড কিছু নেই
এখন বুকের কাছে ঝুলে থাকে বিশাল পকেট
চলা শুধু চলা যেন দ্রুত অপরাহ্ণে চলে যাওয়া—
এখন মাথার মধ্যে ছুটচিন্তা : প্ল্যাটফর্মে ন-টা বিয়াল্লিশ !

অরুণদার সঙ্গে একটি রাত

বাতাসে নিমফুল, আমরা হাঁটছিলাম
আলো অন্ধকার পথ দিয়ে
নির্জন গ্রীষ্মের রাত দু'পাশের বাড়িগুলো
অসম্পূর্ণ গল্পের মতন,
অন্ধকার খোলা জানলা, কোনটার বন্ধ কাচে আলো
দূরে সামনে রেল ব্রিজ নীচ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে
বহু কিংবদন্তী ভরা ভৈরবস্থানের দিকে
হাসপাতালের দিকে
পুরনো স্মৃতির গন্ধ বাতাসে নিমফুল এনে দেয়
পৃথিবীর সবচেয়ে নির্জন পায়ের শব্দ মাড়িয়ে আমরা হাঁটি।
অথচ দাঁড়িয়ে থাকি যে যেখানে চুপচাপ
পাশাপাশি একা
থেকে থেকে এক আধটা কথা হঠাৎ ফুরিয়ে-যাওয়া
দিনের আঁধারে অবেলায়
কুয়োর কাঁটার মত এক-আধটা প্রশ্ন যায় তল খুঁজতে
বুকের গভীরে,
যেখানে মুখ থুবড়ে আছে দড়ি-ছেঁড়া বালতির মতন
আমাদের অভিজ্ঞতা, আমাদের অসংলগ্ন আমি।
কৃষ্ণ বৈশাখীর রাত বাঁকুড়ায়
মহাকাল প্যাঁচার মতন থমথমে,
আকাশের জুয়েলারী চোখে পড়ে
পাতা পল্লবের মধ্যে নিশাচর হাওয়া
বাসা ভাঙছে। দু'পাশের বাড়িগুলো নিদ্রায় উদ্যোগী
অসম্পূর্ণ গল্প যেন অন্ধকার খোলা জানলা
কোনটার বন্ধ কাচে আলো
সামনে উঁচু রেলব্রীজ নিচে রাস্তা কিংবদন্তী ভরা
ভৈরবস্থানের দিকে, হাসপাতালের দিকে ফেরে,

জন্ম মৃত্যু জন্মান্তর অফুরন্ত যাওয়া আসা মানুষের
ভরে দেয় দিনপঞ্জী জীবনের গোপন দলিল।
চলতে চলতে মনে হল নক্ষত্রের নিচে
হঠাৎ ফুরিয়ে গেল দিন নিকটের সব ঝাপসা করে॥

ফেলে আসা

কিছুই হয়নি বলা, গল্প শেষ হয়ে গেল রোদ্দুরে বৃষ্টিতে।

গঞ্জগ্রাম, ইস্টিশান, নদী, সাঁকো, নৌকোর গলুই
ধুসর স্মৃতির মধ্যে বিঁধে থাকল, ক্রমে ক্রমে হলদে হয়ে আসা
ফটোর মতন স্থির সাবেক কালের বাড়িখানা
গভীর ঘুমিয়ে আছে কুয়াশায়,
কার শীর্ণ শাঁখাপরা হাত
খাটের বাজুতে আড় হয়ে আছে তামাকের প্রৌঢ়গন্ধে ঘর
ভরে আছে। সটকার বোলের মত চমকে চমকে ওঠে কবুতর।
এখনো উলুর ধ্বনি কান পাতলে, প্রতিমার মত নববধূ
উঠোনে দামাল শিশু, বাল্যবেলা, বাঁশবনে আটকে থাকা চাঁদ
পুরনো ব্যথার মত লটকে আছে বুকের ভেতরে।

কিছুই হল না বলা, গল্প শেষ হয়ে গেল রোদ্দুরে বৃষ্টিতে।

প্রাক্তন

কলমের কথাকলি স্তব্ধ হয়ে গেছে বহুকাল
নিরক্ষর শুকনো নিব, বোবা, মরচে ধরা যেন ভোঁতা তরোয়াল
মান্ধাতা-দেওয়ালে ঝোলে পূর্বপুরুষের সাক্ষী হয়ে,
সমস্ত এখন তেমনি স্মৃতিচিহ্নে ক্ষতচিহ্ন ভাসে
আকাশে চাটুর মত চাঁদ, নিশাচর টুকরো মেঘ
গল্পের ছকের মধ্যে নিমজ্জিতা নারী, প্রেমিকার বুকে

ন্যাপথলিনের গন্ধ রুমালের মত ওড়ে : নিঃশব্দ বিদায়
সোম-শনি ছুটে যাই তাঁতের মাকুর মত ঘরে-বাইরে
বিষণ্ণ নক্‌শায়,
ক্লান্ত কুকুরের মত রবিবার বাজারের ফর্দমুখে
পায়ের তলার ছায়া কাড়ে,
চতুর্দিকে নীলামের চাপ, গুঁতো, ধূর্ত হাঁটু, অগ্রজ কনুই
প্রতি মুহূর্তের যুদ্ধে হেরে যায়, সরতে থাকি, পায়ের নিচের
বাস্তু মাটি খোয়া যায়, রোমশ নোংরা-থাবাঅলা
হাত বাড়ায় কনডাকটার, বড়বাবুর নির্ভুল ঘড়িটা
কাঁটায় কাঁটায় ঠিক চলছে দেখি চুলে-চোখে-দাঁতে,
সশরীরে খর্চা হচ্ছি, কোমরে স্থতোর হ্যাঁচকা, ঘরে ফিরি
নাচের পুতুল
বগলে আমূল স্প্রে স্কন্ধে ভার বীর আইসে ঘরে।

কাঁটা

কার বুননের কাঁটা ঘর বোনে ঘুরে ফিরে
উল্টো সোজা ভেতর বাহির
সূত্রধর তীক্ষ্ণ ছুঁচ আসে, ফিরে যায়, ফিরে আসে
পৃথিবীর রূপকথায়, গালগল্পে জনপদ গঞ্জের গুঞ্জনে
বিচিত্র নকশায় তার পদশব্দ
গভীর চোখের জলে কাঁপে
জীবনের মুগ্ধবোধ দণ্ডদুই থমকে থেমে থাকে
নকল আকাশ ছোঁয় সুখীদুঃখী বস্তিবাড়ি
আটতলা দশতলা
তামাকে মদের গন্ধে ভরে থাকে ভৌতিক ট্র্যাফিক,
ঝলসানো নরম মাংস নাসারন্ধ্রে জলে যায়
স্তন যোনি নিতম্ব অধর বারংবার
একই মুদ্রাদোষ
মনুষ্য কীটের গল্প এই প্রকার, বেঁধে
কার বুননের কাঁটা রক্তমুখী বুকের ভেতরে॥

গ্রীষ্মের বাঁকুড়া

দগ্ধ বিস্ফারিত পাখা, চূর্ণ, ঠোঁট অসাড় নখরে
মৃত বাজপাখি যেন পড়ে আছে :
বর্ষার প্লাবনী নদীগুলি ;
নিশ্ছিদ্র ধূসর পটে জেগে আছে গ্রাম্য রেখা অস্পষ্ট সবুজ
কোমরে জড়িয়ে কানি আঁটুপাটু বৃক্ষদল
অকুলান আপন ছায়ায়
পথের কিনারে এসে যেন ভীত নিঃসঙ্গ রমণী
দাঁড়িয়ে রয়েছে কোন দূরগামী বাসের আশায়।

দগ্ধ দিগন্তের রেখা পার হয়ে কোথাও শহর,
ইতিহাস চলে গেছে ধুলো পায়ে বাঁকাচোরা পথে
দুই পাশে কোঠাবাড়ি গায়ে-গায়ে, নিচু দরজা ছুঁয়ে সরু গলি
দুপুরে ঝিমোয় যেন মধ্যগ্রীষ্মে পথের কুকুর
আধ-খোলা চোখের মত জেগে আছে গঞ্জের বাজার ॥

ছুটির দিনে

একটি মাকড়সা কত ক্ষিপ্র হয় রিপুকর্মে,
গুপ্ত গৃহস্থালির বুননে
কি দ্রুত দখল নেয়, ঘরের কোণগুলি তার
সুনিপুণ হাতের খেলায়
সমস্ত ট্র্যাফিক বাঁধে, রমণীয় সংবিধানে
রাজ্যপাট হাতে তুলে নেয়।
গুরু ভোজনের পর গড়াগড়ি দিয়ে ওঠা
হাই তোলা ছুটির বিকেলে
বসে বসে এইসব দৃশ্য দেখি, সুদেষ্ণার কামুক কব্জিতে
বাহিরের রৌদ্র বিন্দু, বাঁধা ডালহৌসির দুপুর,
মায়াবী মকরমুখী সোনার কাঁকন কামড়ে আছে অন্য হাত,

আমার দাঁতের ফাঁকে বাঁকা ঠোঁটে বিলিতি পাইপ
চতুর্দিক সাধ্যমত সচ্ছল উজ্জ্বল
সেলফের গভীর বুকে আমার প্রাক্তন কৃতকর্ম কিছু
খানকয় কবিতার বই
ভক্তবন্ধু সকলের নাগালের বাইরে, চাবি-বন্ধ রাখা আছে।
চশমার ফ্রেম থেকে চটিজোড়া ইস্তক আমি যে
সুদেষ্ণার নির্বাচিত, জানালার পর্দা থেকে কুশন-কভার
দেওয়ালের ছৌ-মুখ, খাবার টেবিলে মানিপ্ল্যাণ্ট আর
বংশখণ্ডে ঝোলানো অর্কিড,
তামাক, চায়ের পাতা, আড্ডার সময়, কিংবা
হুইসকির নির্জন র‍্যাশন
অফিসের আগে পরে সুদেষ্ণা মেলায় কড়া হাতে।

আকাশে ভূতুড়ে চাঁদ। দুর্ধর্ষ মাতাল সেই কবি নেই কেন?
রেসের ঘোড়ারও নাকি একদিন ঘাসে শুয়ে বড় ভাল লাগে॥

অবান্তর

বিশাল আকাশ জুড়ে মেঘ-বৃষ্টি-রোদ্দুরের, নক্ষত্রের, ভরাট চাঁদের
নাগরদোলার মধ্যে কলকাতার চিত্রনাট্য জমে উঠতো রোজ
কবিদের হৃৎপিণ্ড দোলকের মত দুলতো উত্তর দক্ষিণে ক্রমাগত
দুর্ধর্ষ দামাল দৃপ্ত স্বপ্নজীবী যুবকেরা চেয়ার টেবিল উল্টে
চলে যেত দূরে দুঃসময়ে
পার্কের রেলিঙে ঘাসে, সভাঘরে, চিলেকোঠা গঙ্গার জেঠিতে
পকেটে উসখুস পদ্য, জলন্ত গদ্যের খসড়া নিয়ে তারস্বর
তুমুল তর্কের মধ্যে ডুবে যেত সন্ধ্যাগুলি। ছুটির সকাল
দ্বিপ্রহর করে ফিরতো অপ্রসন্ন ঘরের দরজায়
রক্তাক্ত মগজে সদ্য খোঁচা-খাওয়া শব্দের ভীমরুল,
বগলে ধার করা বই : উত্তেজক অনিবার্য মদের বোতল—
আজ শুধু টুকরো স্মৃতি, ক্রমশ বিষণ্ণ মুছে আসা

বালখিল্য ইতিহাস, অবান্তর ছায়ায় জটলা
শতভিষা-ইদানীং-কৃত্তিবাস ত্র্যহস্পর্শ জুড়ে··· .

বিলম্বিত গৃহস্থালি

আমরা এখন সবাই সুখী, দুঃখী বটে, অফিস করছি চশমা এঁটে
কাছের নজর জখম, বয়স জানান দিচ্ছে চুলের রঙে দাঁতের গোড়ায়
এখন সবাই নিজের ফ্ল্যাটে, নিজের ঘরে, স্ত্রীলোক ছুঁয়ে দিব্য আছি
বাবুগিরির বিবিগিরির বিলম্বিত গৃহস্থালি :
ফ্রিজের মধ্যে কাঁচা বাজার। ড্রইংরুমের দেওয়াল জুড়ে
ছৌয়ের মুখোশ, কোরাল কোলাজ নানান রকম
চোলাইকরা শিল্পটিল্প, কিস্তিকেতায় নাগাল পাচ্ছি
সুখের শখের অনেক কিছুর, খড়কে দাঁতে টেঁকুর তুলি
আড়চোখে রোজ বইয়ের তাকে স্বরচিত গ্রন্থ গুনি
অটোগ্রাফে কলম চালাই, সভায় গিয়ে দিব্যি গালি,
সিদ্ধ এবং প্রসিদ্ধরা যেমন করে, বুকনি-বাণী-বচন ঝাড়ি
রক্তচাপে ভক্তচাপে মন্দ মধুর, সফলতায় বিফলতায়
অল্প-স্বল্প মদাভ্যাসী, দুঃখী এবং সুখী বলতে যেমন বোঝায়।

সেদিন কিন্তু অন্য ছিলাম, বন্য ছিলাম, বছর কুড়ি-পঁচিশ আগে।

যে যেখানে

বিছানা টেবিল খাট যে যেখানে ছিল তেমনি আছে
ভিড় ভর্তি ট্রাম-বাস, ভাঙা খেলনা,
কিশোর কণ্ঠের কোলাহল
যেন রেফারির শেষ বাঁশি বাজছে এখনো হাওয়ায়
ঠিক যেমন খেলা ভাঙতো সন্ধে হলে আজও তেমনি
স্মৃতির ভেতরে
সব আছে ট্রাঙ্ক ভর্তি
ন্যাপথলিনের গন্ধে হারানো সময়।

স্বদেশ

অগুণতি স্টেশন ছুঁয়ে যেতে যেতে জানলা দিয়ে দেখি
ল্যাণ্ডস্কেপ বদলায় দ্রুত, আসমুদ্র হিমাচলে যেন
কারো ক্ষিপ্র তুলি নাচে, রঙ্ পাল্টে রেখা পাল্টে যায়
পাহাড় সমুদ্র নদী তেপান্তর মাঠ শস্যক্ষেত
মানচিত্র ছেঁড়ে, তবু ভাগ হয় না স্বদেশ, স্বকাল।
ভুলিনি বুকের মধ্যে চালচিত্রে জমা হয়ে আছে
জলা জংলা বাংলাদেশ, আদিগন্ত বিশাল ভারত
নিকোনো উঠোনে লাউ মাচা, শসা, হাঁসুলির মত
বাঁকা চাঁদ, পূর্ণিমার সোনা রুপোর থালা, রোদে
কচুরিপানার ফুল, ঢেঁকির পাড়ের শব্দ, স্টিমারের বাঁশি,
সন্ধ্যার প্রদীপ, শাঁখ, শাঁখা-পরা হাত, শঙ্খচিল
ধানের মরাইগুলো যেন লক্ষ্মীপেঁচা বসে আছে।
সাদায় কালোয় আঁকা আলো অন্ধকারে বেদনায়
এই মৃত্যুঞ্জয় দেশ বুকে বাজায় মাটির বেহালা।

রণপা মানুষ ছোটে দিগ্বিদিকে কারখানা আপিসে,
নিশ্ছিদ্র লোকাল ট্রেন, দমবন্ধ বাস, ডুবো লঞ্চ,
শুধু প্রাণ ধারণের জন্যে জীবনের ঝুঁকি নেওয়া
হ্যাণ্ডেলে ফুটবোর্ডে ছাদে, বিপজ্জনক হাঁটাপথে
আমার সহস্র কোটি সহোদর যেন এক রক্ত সূত্রে গাঁথা
আমার স্বদেশ এই, সর্বজয়া খড়ো ঘরে এখনও লণ্ঠন,
নতুন টিভি-র সঙ্গে পুরনো যাত্রার পালাগান,
আকাশ দু-ফালি করে ধূমকেতু জেট, পাল্লা দিয়ে
চলেছে গরুরগাড়ি, পালকি, পানসী, মন্থর লাঙল
এ যেন সহস্র এক রজনীর রূপকথা
এ যেন গল্পের জপমালা॥

বদল

বদলে যাচ্ছি দ্রুতবেগে, রগের দুপাশে সাদা চুল
এখন কালবেলা প্রতি ফুটবোর্ডে যুদ্ধ লেগে গেছে
কেউ হুমড়ি খেয়ে, কেউ হামাগুড়ি দিচ্ছে, কেউ বোমার মতন
ফেটে পড়ছে কেউ এখন ভয়ে মুখ দেখায় না আয়নায়
স্বপ্ন নেই, নির্জনতা নেই, শুধু মানুষের ভেতরে মানুষ,
সমস্ত মস্তিষ্ক জুড়ে লোডশেডিং

হাতড়ে হাতড়ে যেখানে পৌঁছাই

সমস্ত ফেরার পথ বন্ধ হয়ে গেছে আজ জীবনযাপন
এরকমই আরো কিছুক্ষণ শুধু একা একা

দম বন্ধ করে বেঁচে থাকা।

বদলে যাচ্ছি দ্রুতবেগে রগের দুপাশে সাদা চুল…

ফিরে এসো

তুমি বড্ড ভুলে যাও এ বয়সে কিছু কুড়োতে যেতে নেই
নিচু হয়ে, ছুটতে নেই প্রজাপতি ফড়িংএর পিছু,
আকাশে এখনো কিছু আলো আছে ওষুধের দাগানো শিশিটা,
জ্যোৎস্নায় আগুন আছে ভুলে যাও, মেঘে আয়ুক্ষয়,
বাদলা পোকার মত বুকের ভেতরে পলকা স্মৃতি খসে পড়ে
বাহির নিষিদ্ধ দেশ, লুকোনো দর্পণ খুলে দেখ
মুখ বদলের খেলা, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখো,
এখন এ অবেলায় বসে থাকো, বসে থাকা মানায় তোমাকে।
যারা আজো ছুটবে, কালও ছুটবে—ছুটে যাক

লুকোচুরি খেলুক ওখানে,

সমুদ্রে নামুক ওরা ভয় নেই, নগ্নতায় বেহিসেবী হোক,
তুমি বড্ড ভুলে যাও নিচু হয়ে কুড়োনো বারণ
রোদ থেকে, বৃষ্টি থেকে, হিমের ভেতর থেকে ফিরে এসো তুমি

কে কোথায়

কিছুক্ষণ বসে আসি স্টীল লাইফের মত চাকার ওপরে
গল্পের বইয়ের মত পাতা খোলা, জানলা দিয়ে
আসে যায় ইস্টিশন, রুপোলী ওভারব্রীজ, বিপরীতমুখী
টাইমটেবিল-মানা রকমারী মানুষের অশ্রান্ত দৌড়, ওঠাবসা
কেবলই মানুষ জমে চারপাশে চাপ বাঁধে নীরেট নীরব
প্রথম সংলাপ ছিঁড়ে নেমে যায় মুখ
যেন বুননের কাঁটা পরস্পর পিঠ চুলকে যায়
যেন ছুঁচ সূত্রধর ছিদ্র নিয়ে, যেন মাকু, শুধু আসা যাওয়া
কারো বা মগজে, চোখে, কারো অন্তস্তলে সুতো হুইলের মত
অদৃশ্য গল্পের টোপ মুখে নিয়ে ঝুলে আছে ঠিক,
কে কোথায় বাঁধা আছে, কে কোথায় প্যাঁচ কাটছে দ্রুত
ভাবলেশহীন মুখ চারপাশে, কিংবা অভিনয়ে সেঁকা মুখ—
ট্রেন যেন স্থির আছে ঘন্টি দিয়ে ইস্টিশন ছাড়ে
বিজ্ঞাপন ছুটে যায় : ছোট পরিবার সুখী,
দৈনিকের দাবি
সুপারম্যানের মত মুখ তুলে হকার চেঁচায়।

শারদীয়া

কোথাও বৃষ্টির দাগ, চোখের জলের দাগ নেই।
ভাদ্রের ভরন্ত রোদে চরাচর উজ্জ্বল আখর
প্রান্তর ছড়িয়ে আছে রৌদ্রাতুর কৃষিক্ষেত্রময়
অবনত কাশফুল বালুচরে নিমগ্ন বকের মত স্থির,
ন্যুব্জপিঠ রোদে মেলে সারি সারি উদাস খোয়াই
যেন একপাশে ভর রাখালের মত চেয়ে আছে ,
দূরে নদী, রেলব্রীজ, লোকালয়, বৃষ্টিভেজা
ঘরবাড়িগুলি—

জলরঙ শুকিয়ে আসা ছবিটির মত ফুটে আছে,
প্রজাপতি ফড়িংএর মত ছোটাছুটি ছাদের আলসেয়
শাড়ি মেলা,
আকাশ উজ্জ্বল নীল অশ্রুবৃষ্টি সব মুছে গেছে।
জলপড়া পাতানড়া গাছগুলি ফ্ল্যাগ স্টেশনের বাতিবাবু
সবুজ নিশান নাড়ছে, মেল ট্রেন এসে গেছে বুঝি॥

ভাসান

যতবার ভাবি অর্থ খুঁজে পেয়ে গেছি ততবার
সব কিছু বদলে যায়, ঝাপসা ঠেকে চোখের নজর
সম্পূর্ণ অচেনা লাগে চতুর্দিক : নারী ফুল মেঘ,
প্রেমের বিষয়গুলি যেন উল্টে যায় ভাষান্তরে,
সব মানে বদলে যায়, নিজেকে প্রত্যহ মূর্খ লাগে।

যতবার ভাবি অর্থ খুঁজে পেয়ে গেছি, ততবার
চোখের জলের মধ্যে সূর্যের আলো খেলা করে,
দুঃখের গভীরে দেখি মায়াদর্পণের কারচুপি
ভাষ্যটীকা ভেসে যায়, নিজে শত বিম্ব হয়ে ভাঙি
স্রোতের নদীর মত কূল ভাঙে রমণীর মন।

প্রেমও কি মৃত্যুর মত উদাসীন, যত ঝুঁকে পড়ে তাকে দেখ
সে কেবলি দেহ ছুঁয়ে ফিরে যায় অন্য দেহরূপে।
তর্জমা বদলাতে হয়, অর্থের সমস্ত গ্রন্থি খুলে
শব্দের যুগলমূর্তি ভেঙে দিতে হয় নিজে হাতে,
প্রত্যয় প্রতীকগুলি অপরাহ্নে ভুলে যেতে হয়।

এমন ধানের গন্ধে

শেষ অ্যারোড্রোম আজ পার হলাম তিতিরের ডাকে
মাঠের ভিতরে শুধু অফুরান মাঠ, হুহু করা

চোখের জলের দাগ, নদী, স্মৃতি।   নরম শিশিরে
ছোট দিগন্তের পারে আরও বড় দিগন্ত দাঁড়িয়ে
অদ্ভুত অরণ্য জুড়ে আদিম যুগের বৃক্ষলতা,
নিশুতি পাহাড়, তলে সহমরণের মত বালু;
সভ্যতার ঘড়ি বন্ধ, সংবিধান নিষিদ্ধ পুস্তক
কিছুই করছে না কাজ জনহীন নির্জনতায়
মুলতুবি রয়েছে যেন আন্তর্জাতিক আদালতে।
সূচিশিল্পের মত ভালোবাসা, সর্বদা বয়নযোগ্য নারী
খোলামকুচির মত আকাশবাণীর কলকাতা,
স্প্ল্যানেড পার্ক স্ট্রীট, সেই পেগ্ ভর্তি ফ্লুরেসেণ্ট আলো
সভ্যতার শেষতম অ্যারোড্রোম পড়ে থাকল আমার পিছনে
এখন মাঠের মধ্যে শুধু মাঠ শতাব্দী বিস্তৃত ধানক্ষেত,
প্রাগৈতিহাসিক রৌদ্রে কার্তিকের ধানের সুঘ্রাণ
এমন ধানের গন্ধে জন্মান্তর,
শিকারীরও হৃদয়ে বেদনা!

একান্তর

চাঁদ কি রয়েছে এক, রয়েছে কি এক আকাশ তারা,
আধখানা বুক ভরে ছায়া নিয়ে নটিনীর মত
যে নদী গিয়েছে ছুঁয়ে মানুষের শ্রান্ত লোকালয়,
সে কি ঘুরে ঘুরে হয় একই সঙ্গীতের স্বরলিপি?
একই গান পাখি গায় সন্ধ্যায় নীড়ে ফিরে রোজ
প্রতিদিন সব পথ ফিরে আসে ঘরের দরজায়
সেখানে ঘুমোয় এই অবেলায় সেই লোকটা
নিঃসঙ্গ একেলা।

নারী কি রয়েছে এক, তার গল্প হয়নি পুরনো?
রাত্রির ঘনতায় দিন যদি ডুবে গেছে তবু
ভালোবাসা রয়ে গেছে জীবন অগাধ জেনে কার

অপেক্ষায়, অন্ধকারে নারীর রূপের রেখা সেকি
পৃথিবীর বিস্ফোরণে চূর্ণ হয়ে যায়নি. এখনো ?
সবি কি আগের মত রয়ে গেছে সোনার খাঁচায়
নীলকণ্ঠ পাখি কিংবা পুরনো তালার চেনা চাবি ।
খোঁজার শেষ নেই তবু দেখা না হওয়ার যত
অদ্ভুত কাহিনী
দুবার হয় না দেখা, শুধু থাকে পৃথিবীতে অফুরন্ত ফুলদানি।

ছুটির সময়

এই উঁচু জায়গাটা থেকে এখন সব দেখা যায় ।
আমার ঘরবাড়ি, আমার বউ, আমার শিশুপুত্র
যে যার খেলায় ব্যস্ত ; এখান থেকে
সব স্পষ্ট, মুখস্থ ছবির মত রাস্তার দুই প্রান্ত
সব জানা, খুঁটিনাটি প্রতিটি বাঁক প্রতিটি কাটাকুটি,
বৃষ্টি বাদলা রোদ্দুর, কুয়াশা শিশির
পরস্পরের সঙ্গে নিয়ম মাফিক খেলছে ।
চেনা মুখ আর বহুবার শোনা সংলাপ
ফিরে ফিরে খড়কুটো মুখে নাটক বাঁধছে
এ পর্যন্ত সব স্পষ্ট, সব পরিষ্কার,
কাছেরটা দূরেরটা ।
আমার বউ, আমার শিশুপুত্র, আমার খালি জায়গা
জুড়ে রয়েছে গলায় বকলস বাঁধা একটা কুকুর,
খোলনলচে বদলে ফেলে এবার আমি তৈরি ।
হোমটাস্কের খাতা এই রইল, বড়বাবু,
রইল যা-যা দিয়েছিলেন
স্পেয়ার পার্টস, কিছু ক্ষয়ে গেছে
কিছু নষ্ট, তা হোক,
আপনার হাজরে-খাতায় টিপ সই ঝেড়ে
এবার নাঙ্গা চলে যাব ।

অমিল পয়ার

এমনি করে মিল ভাঙে, পড়ে থাকে পদ্যের খোলস—
অক্ষরের নষ্টনীড়, চরণের আচরণে পয়ার মেলে না,
লক্ষ্যভ্রষ্ট শব্দ ফাটে, দেওয়ালীর রাতে ক্লিষ্ট বাজীর আকাশ
খুলে দেয় কটিবন্ধ নাভি নিম্নে, ছন্দের কাঁচুলি ছিঁড়ে পড়ে
বর্ণচ্ছুট জোড়গুলি চিড় খায়, মিল ভাঙে ন্যুব্জ গৃহস্থালি
ভুল হয় সপ্তপদী, পরিবহণের মন্ত্রে কদম মেলে না।

'বধূ শুয়েছিল পাশে, শিশুটিও ছিল', আজ এখন কেউ নেই
বরাদ্দ বিছানা থেকে, ব্যবহৃত সংলগ্নতা থেকে, স্বপ্ন থেকে
সরে গেছে, চিরকাল যেমনি যায় আদুল মুঠোর মধ্য থেকে
প্রণয়-কুপিতা নারী, বিজড়িত বধূ আর আত্মজ ছলনা,
সমস্ত অচেনা লাগে, নিকট-দূরের মুখ, প্রতিশ্রুতি
একক সংলাপ,
সংসার খোয়ারি ভাঙে, অসহিষ্ণু পাশ বদলে নেয় ;
এমনি করে মিল ভাঙে, পড়ে থাকে বিষধর পদ্যের খোলস,
গল্প শুধু একই থাকে পাশের বাড়ির ছাদে নতুন 'ম্যারাপ' :
এঁটো ভাঁড় কলাপাতা ঘেয়ো কুকুরের ডাক সানাইয়ের শব্দে মিশে যায়।

সেঁক

অদূরে বেজেছে ঘণ্টা অথবা ঘুঙুর মধ্যরাতে।
ঘেয়ো কুকুরের মত লগবগে কোমর রুগ্ন গলি
চৌমাথায় মুখ বাড়ায়, ছুটে আসে ট্রাফিক সিগন্যাল
হাওয়া টানে উর্ধ্বশ্বাস ছাদগুলি, ম্যানহোলের নিচে
ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাস টের পাই উলটো-পালটা
মনুষ্যচরিত
আযোনিবিস্তৃত নারী, বিছানায় ধূর্ত মুলিয়ার বরাভয় ;

প্রাগৈতিহাসিক বৃক্ষচ্ছায়া দোলে গির্জায় মন্দিরে,
পকেটে মুঠোর মধ্যে বোতলের চাবি ধরে আছি
গনগনে চাটুর মত লালচাঁদ ঝুলে আছে
আশ্চর্য পেয়েকে।

২রা জুন, ১৯৬৫

সব গল্প অন্ধকার করে চলে গেলে, শুধু দূরের বাতাসে
পর্দা দুলছে, নিচের সিঁড়িতে কোন শব্দ নেই
কাক ডাকছে বুকে-বাইরে, ঘড়িতে দুপুর
এখনও বিশ্বাস হয় না চলে গেছ, টেলিগ্রাম—
দুমড়ে পড়ে আছে সেই গোলাপী কাগজ
কালো কার্বনের লেখা, ছেঁড়া খাম, মার চোখে জল ;
সেই জলে মুখ দেখছি আমরা ভাইবোন পাঁচজন
মৃত্যু এত অর্থহীন কেন ? ভাবছি স্তম্ভিত হৃদয়ে
পৃথিবীর অক্ষরেখা একই আছে অপরিবর্তিত
মানব স্রোতের ধারা, ভরন্ত সংসারে
কোথাও যায়নি খোয়া একচুল কিছু মনে হয়।
কালো কার্বনের লেখা, ছেঁড়া খাম, মার চোখে জল ॥

সব সয়ে যায়

সব সয়ে যায়, আলো অন্ধকার আলো
মৃত্যু, ভালোবাসা, অপমৃত্যুর বেদনা,
বাদল রাত্রির নিঃসঙ্গতা
সব সয়ে যায়।

কেউ কাছে ছিল, কেউ কাছে থেকে দূরে
কেউ কখনো ছিল না,
স্মৃতির দংশন সব সয়ে যায়
অপূর্ণতা আশ্চর্য উজ্জ্বল,

নিজের মনের কাছে নিজের একান্ত পরাভব,
গ্রীষ্ম থেকে বর্ষা, শেষে
অভাবিত একান্ত শরৎ
বিচিত্র মানবজন্ম, অতি ঠুনকো ভালোবাসা সব
অচেনার অন্ধকার আলো
সয়ে যায়, একদিন সব সয়ে যায়।

তোমার মরা মুখ

আশ্চর্য, তোমার মরা মুখ দেখলাম। সারারাত তুমুল বৃষ্টিতে
ভেজা, রঙ্ বদলানো শহরের সকালের বাড়ি
ফ্যাকাসে দেওয়াল জুড়ে চোখ বোজা জানলা
কিছু বলে
প্রথম চাক্ষুষ রোদে চলে গেল ট্রাম ট্যাক্সি
অবিমৃষ্য ডবল ডেকার
শয্যা-ছুট মানুষের উচ্ছিষ্ট ব্যস্ততা
ভাঙা আয়নার মত পথের কিনারে স্থির জল
বিষাক্ত ছবির টুকরো ধরে আছে বুকের ভেতর
কাক ডাকছে, ত্রিভঙ্গুর বর্ণমালা ছুঁড়ে
গোপন নারীর দিকে পাশ ফিরছে সমস্ত শহর।
কোথায় বেহালা-অলা তার ধূর্ত বুকের ধনুকে
দুপুর কাঁদিয়ে ফেরে
আশ্চর্য তোমার মরা মুখ।

বারুদ

পদ্যের মতন সব মিলে যাচ্ছে কেতায় কানুনে
কাগজে কলমে সব সুমসৃণ, টি. ভি. সেটে
আশ্চর্য সফল ছায়াছবি
প্ল্যানিং-এ কোথাও নেই ভগ্নাংশেরও ভুল দেশ জুড়ে
জনমানুষের জন্যে দিনরাত্রি শুভচিন্তা ঘোরে
শহর শহরতলি দূরদূরান্তের গ্রামগুলি

যেন সুখী পরিবার, যেন এক স্বপ্নমগ্ন ছবি,
অনাহার, অন্ধকার, অপমৃত্যু বিক্ষোভ মিছিল
কিছু নেই, কিছু নেই, ও সকলই গল্প কথা, নিন্দার প্রচার।
তিল ধারণের স্থান নেই তবু আশ্চর্য, মানুষ
ধরে যাচ্ছে ফুটবোর্ডে, বিপজ্জনক ছাদে, হাতলে জানলায়
অগণিত মানুষের আসা-যাওয়া, জন্ম-মৃত্যু সার্কাস-ম্যাজিক
সিনেমা লাইন থেকে রেশনের কিউ-এ
ছায়ার পিছনে ছায়া মানুষের পিছনে মানুষ
কিন্তু কোথাও কোনো শব্দ নেই, দ্রুত আরও দ্রুত,
আরও ন্যুব্জ, হেঁট-মুণ্ড, এরকমই সহিষ্ণুতা
ভ্রূক্ষেপবিহীন
এ রকম ছমছমে স্বপ্ন জাগরণ তবু ছিমছাম রঙ্গমঞ্চ জুড়ে
কোথায় কি যেন ঘটবে, টাইম বোমার রুদ্ধশ্বাস
ভাবলেশহীন দিনগুলি
মানুষের মুখে কোনো কথা নেই
গল্প নেই
প্রতিশ্রুতি নেই
তবু খুব কাছে গেলে, মুখের নিকটে মুখ নিলে
কেমন মালের গন্ধ
বারুদের গন্ধ ভেসে আসে॥

দিনগুলো

কে আর রেখেছে কানে টুকরো কথা, ক্যামেরাও ভুলে যায়
মানুষের চোখ
দর্পণের চেয়ে কিছু বেশী ধরে রাখে না কখনো
তার ছবি
ঝরে যায়, সাক্ষী শুধু ফুটপাথের বন্ধুজনোচিত বৃক্ষগুলি
জারুল বকুল জাম, যারা ধরেছিল ছাতা রোদে জলে
দিয়েছিল ফুলের স্তবক,

সাক্ষী এই কলকাতার টুকরো ভাঙা অসম্পূর্ণ চাঁদ
আমাদের হাসি গল্পে হেঁটে যাওয়া, ক্লান্ত হয়ে পথের কিনারে
ঘেরাটোপে মুখোমুখী চায়ের পেয়ালা ছুঁয়ে আকাশকুসুম
বেহিসেবী দিনগুলো চলে গেছে এমনি করে
সন্ধ্যাতারা ভালবাসা মুছে।

স্মৃতি

দিনে দিনে বেড়ে ওঠে স্মৃতির তালিকা আর
বেড়ে যায় ঋণ,
কেবলি স্টেশনঘর অন্ধকারে ঘন হয়ে আসে
মুখোমুখি গল্প থামে, হাতঘড়ি চমকায়
কুলির মাথায় তুলে একরাশ শব্দের লাগেজ
নিঃশব্দ টিকেটগুলো চলে যায়
দূরপাল্লা প্ল্যাটফর্ম দাপিয়ে,
চুরুটের ম্লান আগুন কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে যায়।
দিনে দিনে বেড়ে ওঠে স্মৃতির তালিকা…

দড়ি

সকাল দুপুর রাত সব এক রকম
একাকার, লেপাপোঁছা।
দাবার ছকগুলো
কেবল টেবিল থেকে টেবিলে,
ঘর থেকে ঘরে,
কেবল একমুখ থেকে অন্যমুখে
ধরাবাঁধা গল্পের সংলাপ।
সুখে দুঃখে সুখে দুঃখে
সকাল দুপুর রাত এক রকম,
শব্দহীনতার মধ্যে ঘুণপোকা
মগজের মধ্যে পেণ্ডুলাম।

ওপরে সপ্তর্ষি, নিচে
ঝুলবার পাকাপোক্ত দড়ি ॥

এ বয়সে

বুকের ভেতরে আর কিছু হয় না হৃৎপিণ্ডে প্রতিধ্বনি ছাড়া,
সব অন্তরাল আজ মুক্তাঙ্গন নিজের একান্ত কিছু নেই
মনের ভিতরে মন, ঘুমে স্বপ্ন, চোখে ইন্দ্রজাল, সব শেষ
এখন সমুদ্রে যাই ফিরে আসি বুকে কই সফেন ব্রেকার ?
স্তব্ধতার সিংহাসন পাতা থাকে অপরূপ পর্বত শিখরে,
জলপ্রপাতের সামনে,
সুবিখ্যাত দৃশ্যের দরবারে
গাইডের গ্রন্থনায় কিছুক্ষণ, হয়তো বা আরও কিছুক্ষণ
তারপরে আবার ট্রেন, বাস, ট্যাক্সি, বিমান বন্দর
দুর্লভ দলিল ছিঁড়ে রোমাঞ্চিত ইতিহাস ছুঁয়ে
আবার ফেরত আসা এ সংসারে, ঘরের ভেতরে,
যেন ঘর—খাঁচার ভেতরে খাঁচা, প্রাচীরের আড়ালে প্রাচীর,
বুকের ভেতরে শুধু কিছু নেই হৃৎপিণ্ডে প্রতিধ্বনি ছাড়া।

বেলা গেলে

মোমের আলোর নিচে সারারাত আমি আর আমার কলম
নশ্বর ছায়ার মধ্যে ঠাঁই বদলের খেলা খেলি,
নিকট নিঃশ্বাস এসে বুকে লাগে, চোখবাঁধা বিষণ্ণ রুমালে
নিরন্তর এ খেলায় বেলা যায়, কলস ডোবে না
চোখের সামান্য জলে আকাশ উপুড় হয়ে আছে
শব্দহীন প্রতিপক্ষ চেয়ে থাকে সব পথ ঘুরে আসবে বলে,
ফাটা আয়নার মধ্যে রক্তাক্ত রোদ্দুর বিঁধে আছে
এ খেলায় হেরে যাচ্ছি, হাতের লুকানো তাস টেনে
ছুঁড়ে দিচ্ছি সব ছবি লোকচক্ষে প্রকাশ্য রাস্তায়

উদাসীন জনস্রোত কিছুই দেখেনা
শুধু দ্রুত ব্যস্ত ঘরে ফিরে যায়।

শিল্পী ও কলার খোসা পড়ে থাকে,
উদাসীন জুতোর তলায় পিষ্ট হয়

দেখা

সহমরণের যুদ্ধে এখন রত
সময় ঘড়ির কাঁটায় নিকৃতিমাপা
হাতে কলমের বল্লম উদ্যত
হৃদয় হয়েছে নিউজ প্রিন্টে ছাপা।

লোকাল ট্রেনের জানালায় ফ্রেমে বাঁধা
কাঁচি-ছাঁটা ছবি চূর্ণ গৃহস্থালি
সচল কোলাজ দুচোখে লাগায় ধাঁধা
যেন স্বপ্নের গল্পের জোড়াতালি।

কথা ছিল এই বাসস্টপে দেখা হবে
কব্জি ঘড়িতে অফিস ফেরত রোদ,
জ্যামিতি-জটিল নগরের সন্ধিতে
দুর্ঘটনার ব্যূহ করে অবরোধ।

কোথায় বাঁকুড়া পোড়ামাটি টেরাকোটা
দগ্ধ চিলের কান্না এসেছি ফেলে
'সজল ছায়া'য় ছুটির আমেজ লোটা
মরা দিন গেল আকাশ প্রদীপ জেলে।

মুখের কঠিন রেখা প্রসাধনে ঢাকা
আধেক নয়নে চেয়ে আছ উদাসীন,
বুকের তলায় ভেঙে গেছে জোড়াসাঁকো
স্মৃতি কেন আজ হয়ে আসে এত ক্ষীণ?

গল্প

পুতুল রঙীন মাছ খেলা করে চতুষ্কোণ জলের ভেতরে
বালির বিছানা জুড়ে শুয়ে আছে শ্যাওলা স্পঞ্জ
কোরালের দ্বীপপুঞ্জ, নুড়ির পাহাড়
জলের ফুসকুড়ি কড়ি, বুকখোলা বিচিত্র ঝিনুক :
গোপনতাহীন জলে কিশোরীর নগ্ন ছায়া দোলে
যেন স্বচ্ছ অন্তর্বাসে খেলে মীন
যেন জলবন্দী রূপকথা
অজথম গল্প যেন শুয়ে আছে অ্যাকোআরিয়ামে
এই স্বাদু বেঁচে থাকা, কেলিকাম, শিল্পিত জনন
যেন শুল্ক-শঙ্কাহীন, যেন মৃত্যু-লেশহীন যেন উদ্বেগবিহীন
স্বপ্ন কি এমন হয়, এমন মসৃণ গল্প হয় ?
কেবল অফিস-বাড়ি, সহবাস, মূল্যবান ক্যালেণ্ডার থেকে
পাতা খসানোর শব্দ, কালো চুলে রুপোলী আঁচড়
মিশ্র যোগ বিয়োগের দিকে চলে
পুত্র-কলত্রের কথকতা,
সব চিত্রনাট্য তবে মজে থাকে বিনিদ্র চোখের ডুব-জলে ॥

ধ্রুব

যা কিছুই ধ্রুব সব ধরে রাখি সরল বিশ্বাসে।
নির্জন নীলের মধ্যে শঙ্খচিল নিকোনো উঠানে
আদিবাসী শিশু একা হামা দেয় দূরে
রঙীন মাটির ঢাল বেয়ে
স্ফটিক জলের ধারা ছুটে যায়, আমলকী তলায়
পৃথিবীর সবচেয়ে দৃপ্ত যোদ্ধা একটি মোরগ
সূর্য উপাসনা করে ঘাড় তুলে , প্রান্তরের দিকে সহিষ্ণুতা :
মন্থর মহিষ আর নিমগ্ন ধবল স্থির বক।

সভ্যতা ভঙ্গুর, তবু এরা নয়।   রঙীন ধানের
বুক চিরে চিরে দেখি সেই স্বাতী নক্ষত্রের জল
এখনও আমার জন্যে ক্ষীর-মুক্তা হয়ে জমে আছে।
ধ্রুবকে বুকের মধ্যে ধরে হই পরম ধ্রুপদী॥

হাতের তালুতে

মুঠো খুলে হাতের তালুতে
তামাম দুনিয়া দেখি
গুটিকয় অর্থহীন রেখার আঁচড়
জীবনের ভাষ্য টীকা পূর্বসূত্র
রাশিচক্র ছায়া
কোথায় রয়েছে যেন জন্মান্তরের বাড়িঘর
রূপবতী স্ত্রীর সঙ্গে বিগত অতীত
কোথায় রয়েছে
স্বর্গ নরকের মাঝখানে
উত্থান পতন।

মুঠো ফাঁক করে দেখি
কিছুই পড়েনি হাত থেকে
কিংবদন্তী খ্যাত সেই আমলকী, আর
পিচ্ছিল ছায়ার মত
অভিজ্ঞান : বিচিত্র বেদনা
পূত স্বপ্ন, অজ্ঞাত বাসনা, ঘরবাড়ি
নরম নারীর মুখ
পদ্মপাতায় জল
ভালোবাসা,

তামাম দুনিয়া যেন
লটকে আছে হাতের তালুতে॥

বৃষ্টি

ঘুমের ভিতরে এই বৃষ্টি পড়েছিল গতকাল
জানলার ওপিঠে বুনোলতা আর কচুবন, বেত
হিজল, ডুমুর, ডোবা, বাল্যকাল, চোলাই মেঘের
অনেক তলায় ছিল গলে যাওয়া বাতাসার মত
চাঁদের ফ্যাকাসে মুখ, জলদ বৃষ্টির শব্দে ব্যাঙ্,
তুমি শুয়েছিলে কাল, গতকাল, নারীর মতন
অন্ধকারে শুয়েছিল পাশটিতে শীতল শরীরে
নগ্নতায় অচেতন, শরীরের বিশেষ নিয়মে উদাসীন,
তুমি কি বৃষ্টির শব্দ শুনেছিলে, হাওয়ার শীৎকার ?
অপাঙ্গে নখের মত থেকে থেকে বিদ্যুৎ-চমক
ইতিহাস ঝাপসা করা জনহীন বৃষ্টির ভিতর
তুমি কি বৃষ্টির শব্দ শুনেছিলে, হাওয়ার শীৎকার ?

ছুটি

এবারও ছুটির দিন কাছে এল, শারদীয় মলাটের মত
আকাশ আশ্চর্য ছবি প্রহরে প্রহরে চমকায়
মানুষের ঘরে ঘরে ঘন হয়ে আসে রূপকথা
ক্ষয়-ক্ষতি ক্ষুধা ভুলে আবার মানুষ হাসে, সুবাতাস বয়
ফসলের ক্ষেতে ফলে গিনি সোনা, শালু ঝোলে পাড়ায় পাড়ায় ;
লোকাল ট্রেনের যাত্রী দিন গুনছে হাতের নতুন তাস ভেঁজে
মৃত্যু মুছে, রক্তপাত মুছে ফেলে, পেটো-বারুদের পোড়া দাগ,
আবার দেওয়াল জুড়ে বিজ্ঞাপন, প্রিয় চিত্র তারকার মুখ,
নতুন জামার গন্ধ, স্বপ্ন দেখে গরীব হকার
টিকিটের কাউণ্টারে দূর পাল্লা ভারি হচ্ছে রোজ
ডুমড়ানো গল্পের বই পড়ে থাকে টাইম টেবিল ॥

প্রেমিক-প্রেমিকা

পৃথিবীর সবচেয়ে লোকারণ্য পথ দিয়ে অপরাহ্ন বেলা
হাত ধরাধরি করে দুটি অন্ধ নরনারী যায়,
তাদের পায়ের নীচে অভিজাত পৃথিবীর ঘাস, ফুটপাথ
আত্মমগ্ন উদাসীন মাথার উপরে
নিওন বাতির মত উজ্জ্বল রঙীন কৃষ্ণচূড়া কি জারুল
মৃদুল বৃষ্টির মত ঝরা বকুলের ফোঁটা পড়ে।
পৃথিবীর অন্ধতম পুরুষ ধরেছে তার অর্বাচীন রমণীর হাত
সমুদ্রের হাওয়া আসে উথাল পাথাল জনপদে,
কেউ অতি নাটকীয় হাত তুলে শহরের সমস্ত ট্র্যাফিক
থামিয়ে রেখেছে, গল্প ভারাতুর ঠোঁটে নিঃশব্দ তর্জনী
রচনা করেছে যোগ্য মুখবন্ধ হেঁটে রাস্তা পার হবে বলে
যুগল বধির অন্ধ নরনারী, কথা বলতে কথা বলতে যায়
যেন স্তব্ধ রঙ্গমঞ্চে পালাবদলের বাঁশি বাজে
পরস্পর হাত ধরে প্রেম ও অপ্রেম তারা
দিগন্তের দিকে হেঁটে যায়।

নিজের কাছে

অফিস ছুটির পব সমস্ত শহর ভাঙছে ক্ষিপ্র চুপিসারে
রেলোয়ে স্টেশনগুলি বড় ব্যস্ত, বাস টার্মিনাসে এস্ত ভিড়
বিচিত্র গল্পের নুড়ি পাথরে হোঁচট খায়, ছোটে
নানামুখী মানুষেরা, কার কোন্‌খানে আছে ঘর
পুরনো ব্রিজের নীচে, কোন্ কানাগলিতে পাড়ায়
পলেস্তারা খসা, ভিত বসে যাওয়া বাড়ির কার্নিসে
কি রঙের শাড়ি ঝোলে সন্ধেবেলা, দরজার চৌকাঠে
ব্যাকুল বিষণ্ণ হাত, মরচে ধরা জানালার শিকে বাজে
রোদের কাঁকন,

কে আছে অপেক্ষা করে, সব আবরণ হবে দূর
শহরতলির সেই বদ্ধ স্নানঘরে কিংবা কুয়োতলা মুক্তাঙ্গনে
মানুষ এখন বুঝি আরও একবার তার অত্যন্ত নিকটে ফিরে আসে ॥

চন্দ্রোদয়ের কাহিনী

বিগত জন্মের স্মৃতি যেন এই জ্যোৎস্নার ভিতর,
শ্রাবণের মেঘভার, বৃষ্টি বৃষ্টি, রোমাঞ্চ রোদ্দুর,
কেবলই জাজ্বল্যমান কৃষ্ণচূড়া, চকিত পলাশ
পালকির নিশ্চল পথ ছেয়ে আছে স্খলিত বকুলে,
অনড় ঘড়ির কাঁটা ছুঁয়ে নতজানু ক্রীতদাস
স্থির হয়ে আছে যেন, জন্ম জন্ম বিস্মৃত সময় ।
একক সম্রাট আমি মুঠোয় ভরেছি রাজ্যপাট,
করতলে হিজিবিজি, চোখে চন্দ্রোদয়, স্বপ্নে নারী ।

বাড়ি

১ ॥

সব পথ এসে কড়া নাড়ে তার সদরে, অন্দরে
যারা যারা আসে সেই পথ দিয়ে নাড়ে না রুমাল
যায় না কখনো ফিরে সেই পথে, অন্য কোন পথে ;
সব উর্ধ্বশ্বাস পথ নিভৃত নির্জন তার ঘরে
ঢুকে যায়, ভিতের তলায় জল, আহা জল তৃষ্ণার, চোখের,
বাতাসে শাড়ির স্পর্শ শব্দ হয়ে বাজে জানালায়
আধবোজা জানালাটা, আহা নিমীলিত বাতায়ন
কে যেন দু চোখ টিপে ধরে, হাওয়া ? ঘুম ? স্বপ্ন ? মন ?
সব আকাশ নেমে আসে দীপান্বিতা রজনীর মত
নীহারিকা-ছায়াপথ ছুঁয়ে যায় তার স্তব্ধ ছাদ
মুহুর্মুহু নীড় ছেঁড়া ভোর, আলো, আলোর আকাশ,
এই ছিল তার বাড়ি, স্বপ্নে জাগরণে বিস্মরণে ।

২ ॥

জেনেছি সুতোরই ফাঁস, বজ্র আঁটুনির ফস্কা গেরো,
একদিন দাঁতে কেটে চলে যাব, রেশমি গুটির
শূন্যরন্ধ্রে তুড়ি দিয়ে ঘণ্টা হলে আসন্ন ছুটির
স্টেশন গুমরাবে বুকে, বাসা বদলের মহোৎসবে
কণ্টকিত শুঁয়োপোকা একদিন বহুবর্ণা হবে,
জেনেছি সুতোরই ফাঁস, সব গিঁট, সমস্ত বন্ধন—
সব লোহা বালি, স্টোন চিপস্, সমস্ত কংক্রীট
কাঠের অরণ্যগন্ধ, তেলরঙ্, সমস্ত বার্নিশ,
গ্রীলের খাঁচায় ভরা নীলাকাশ জাফরির ভিতরে
ডোরা কাটা আলোছায়া উঁকি মারে, বুকের ঘড়িতে
ডায়ালে বদলায় দিন, সূর্য চাঁদ জ্যোৎস্না রৌদ্র মেঘ
বুকের গভীরে কোন সিন্দুকের মধ্যিখানে
প্রগাঢ় কালিতে লেখা বাড়ির দলিল বাঁধা আছে,
কপালের বলিরেখা, করতলের সমস্ত কারচুপি
জ্যামিতির অঙ্কে ভরা নীল নকশা সামনে বিছানো
ছাদের ঢালাই থেকে মেঝের গোপন শেষ ঢাল
সব বুঝে নিতে হবে, অন্তরীণ সমস্ত সফর
মগজে চিৎকার করে কয়লক্ষ ইট আর সাজানো অক্ষর ।

সিমেণ্টের ক্ষতর দাঁত খেয়ে দিচ্ছে জুতোর সুখতলা

কি থাকে তোমার হাতে

শেষ ইস্টিশানে নেমে কি থাকে তোমার হাতে ? কিছুই থাকে না,
ডাইনে বাঁয়ে, সীমাহীন রেললাইন যেন গলে গেছে,
অনেক উঁচুতে শুধু ভুতুড়ে সিগন্যাল দেখে লাল নীল চোখ
বুকের কিনার ঘেঁষে বেহালার ছড়ের মতন
ছুঁয়ে গেছে অদৃশ্য হুইসেল—
ঘুমের ভেতরে পাশ ফিরতে ফিরতে সমস্ত পল্লীর
গেরস্থালি

বয়লারের শব্দ শোনে ধসধস

মশারির বাইরে জাগে স্থির শব্দে মশা—

শেষ ইস্টিশানে নেমে মধ্যরাতে পরস্পর অচেনা মানুষ

যে যার পায়ের শব্দ কাছে টেনে ছায়ার ভেতরে

মুছে যায়—

পকেটে ডোবাও হাত কিছু নেই, মুঠো খোলো কিছু নেই

এইমাত্র চেকারের হাতে

তোমার মুদ্রিত পুঁজি রেখে এলে, শেষতাস, খেলার টিকিট!

বাঘবন্দী

শহর শাসন করে ফিরে আসতে ভোরবেলা

সুন্দর বনের বাঘ তুমি

রক্ত-চক্ষু ঘুম ভাঙতো মধ্যদিনে, আশ্চর্য স্বাধীন

কানুন-কেতাব-ছেঁড়া যুবরাজ উদাসীন জুতোর তলায়

মাড়িয়ে সবার মুখচ্ছবি-ধরা আয়না, বাল্য প্রণয়ের ফুল

অকুণ্ঠ টঙ্কারে ছোঁড়া ঘূর্ণ্যমান প্রতীক মুদ্রার

যত নারী, অন্ধকার করতলে ফিরে যেতে উল্‌কি ভরা পিঠ,

বোতলের চাবি দিয়ে ঘর খুলতে কবিতার উজ্জ্বল চাবুক

ঝাউ বনে শব্দ করতো, ভয়ঙ্কর পাহাড়তলিতে

ফাঁপানো সাপের মত অন্ধকার

বুনো বাংলো জুড়ে,

নিষিদ্ধ উরুর মধ্যে ছুটে গেছ দমকলের মত,

ছুঁড়ে দিয়েছিলে দূরে সবকিছু আজন্মের সমস্ত সঞ্চয়।

সফল গৃহস্থ তুমি ফিরে এলে অতি পুরাতন ঠিকানায়

তবে কি অজ্ঞাতবাস শেষ হল, বাউণ্ডুলে

বাহিরের শখ মিটে গেল,

খালাসীটোলার স্মৃতি মধ্যাহ্নের টুথব্রাশে মুছে

এখন সমস্ত ক্ষণ ঘরে থাকো

ক্ষুর চালাও আয়নার ভেতরে॥

পূর্ণচ্ছেদ

নীল আকাশ ছুঁয়ে আছে মধ্যদিন রোদ্দুরের বিশাল পেন্সিল
নিবাচিত মানচিত্রে দাগ দিচ্ছে পাহাড পাহাডতলি ফুঁডে
খোলস বদলানো নদী ছুটে যাচ্ছে, পিছল নুড়ির গায়ে মাছ
শূন্যতায় বেজে ওঠে শঙ্খচিল, বেজে ওঠে দিনের ঘোষণা
এবার রুমাল নাড়ো, চলে যাব, বহুক্ষণ এইজন্যে বসে
অস্ত শেষের দৃশ্য একরকম, পূর্ণচ্ছেদ বিঁধে থাকে বুকে
শূন্য পেয়ালার পাশে পড়ে থাকে স্তব্ধতার ছাই,
মুক্ত করতলে ফোটে ক্ষণমুক্তা, বৃষ্টির একবিন্দু স্মৃতি
এবার রুমাল নাড়ো দ্রুত হাতে নীরবতা, নারী ।

শেষ পুঁজি

আজ এখন ব্যস্ত অস্থি ধূর্ততম ধাঁধার উত্তরে
দরজার এপিঠে একা, ডেকো না মার নাম ধরে ,
তার চেয়ে কাল এসো, কাল দেব তোমাকে কবিতা,
বর্ণে বর্ণে মিল দেব অক্ষরের সঙ্গে শেষাক্ষর ;
বহুবার শোনা কথা শোনাবো সুন্দরতম ক'রে,
ছন্দের ভিতরে বাজবে রোদ্দুরের নীরেট কাঁকন,
তোমাকে দেখাবো ছায়া, জাদুকর আকাশের আলো
ঘুমের ভেতরে ফোটা কুঁড়ি, স্বপ্ন, বুকের রিপ্রিণ্ট
অধরে নয়নে নারী, রূপকথা থেকে লুটে আনা !

কাল এসো কাল পাবে স্মৃতি-বিস্মৃতির শেষ পুঁজি
পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাদু বিষ এখন গেলাসে, ক্ষুর খোলা ॥

কেমন আছেন ?

আছি। দিন যাচ্ছে তবু আছি।
সকালের চিনি ছাড়া চায়ের সঙ্গে
পেপার স্যাণ্ডুইচ।
খবরের কাগজের পাঁচের পাতা—
ভাঙা কুলো ঠিক না, নিকাশি এলাকা
হেডলাইন টপকে, কলমের ভাঙা
শেষ তলানি
আমিও এখন পঞ্চম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য
এই পঞ্চাশোর্ধ্বে।
সব আরম্ভের একই মুখলুকোনো শেষ,
অসমাপ্ত যা ছিল এভাবেই শেষ করে যাওয়া।
ঘর গেরস্তির পাঠ মানবজমিন : চাষবাস
খরায় ঝরায়।
শূন্য খাঁচা। বাড়তি ঘরগুলো ঝেড়েমুছে
কোনক্রমে বাসযোগ্য রাখা
পুত্রকন্যা এখানে ওখানে
নড়বড়ে সাঁকো মধ্যিখানে
চিঠিতে অ্যালবামে।
রক্তে মেশে হেমন্তের হিম
তন্বী দিন বিগত বিকেলে
পৌরাণিক শাঁখা-নোয়া আবছা সিঁদুর
পাশে বসে আছে।
এমনি আছে।

আড়ালে খেলছিল সে

আড়ালে খেলছিল সে

ফুলকপি টমেটো মাছ তৈরি হচ্ছে দ্রুত হাতে
শুনতে পাচ্ছি স্টিমের হুইসেল
রান্নাঘরে নানাবিধ শব্দের সাঁড়াশি
ফোড়নের ঝাঁজ বলছে কেউ আছে
একজন নিশ্চয় কেউ আছে
শব্দের চেয়েও যার দ্রুতগামী নিঃশব্দ ভূমিকা।
বাজারের থলে ছিল একটু আগে। একটু আগে দ্বিতীয় পলক
দমফেলা চায়ের সঙ্গে দ্রুতপাঠ্য খবর কাগজ
পৃথিবীও এমনি করে ব্যানার হেডিং সুদ্ধু সসপ্যানে ঢুকেছে।
বিপজ্জনকভাবে উল্টোপাল্টা বঁটি
আর আঙুল থেঁতলানো শিলনোড়া
গরম চাটুর মত
বিস্ফোরক রাজনীতি ছড়ানো।
মরার ফুরসুৎ নেই এত ব্যস্ত, মানিব্যাগে ছত্রিশ মিনিট।
হাঁ-করা বিফ্রকেসে তবু ভরা হয়নি ছড়ানো কাগজ,
জরুরি ফাইল, চিঠি ; এখনো বিস্তর কিছু বাকি
আয়নার সামনে কেন থমকে আছি নিজের অচেনা মুখে চেয়ে ?
লেবুর পাতার গন্ধ নাকে আনছে দূরবাল্য, চিবুকের কাছে
বুরুশের শ্যাম্পু-মাথা
মনে হচ্ছে কাঠি-আইসক্রীম
ইস্কুলবেলায় যেন শুনশান গ্রীষ্মের দুপুরে।
হঠাৎ আজকে কেন অবেলায় এসব দেখলাম ?
চোখে পড়ল সারামুখে অসাবধান পেন্সিলের দাগ,
জুলপিতে রগের কাছে কে যেন হাতের চুন মুছে
চলে গেছে, অথবা যায়নি
শূন্য হাতে কেন যাবে, কেন !
আমি ব্যস্ত আছি বলে ? মরারও সময় নেই বলে ?

আড়ালে খেলছিল শিশু, অন্য ঘরে
হামা দিয়ে এসেছে কখন
যে রকম ডোরকাটা শব্দহীন গুঁড়ি মেরে আসে
সেরকমই সে এসেছে, মুঠোয় ভরেছে জ্যান্ত ক্ষুর।

চুরাশির ভুতুড়ে দুপুরে

দুঃখ তো তখনও ছিল, শোক, তাপ অর্থকষ্ট চিড় খাওয়া
বিচ্ছেদের জ্বালা,
ব্যর্থতা মুচড়ে দিত দুই হাত, পথ আগলে দাঁড়াতো পাঁচিল,
অকস্মাৎ ঘিরে ফেলতো কাঁটাতার, ফানুসের আয়ু
মুছে দিত অকুলান স্বপ্নের জ্বালানি।
তবু সেই লড়াকু দিনের সব ক্ষত, ক্ষতি, বিষণ্ণ জখম
তুচ্ছ ভেবে আরো সামনে এগিয়ে গিয়েছি ;
এ-গলি ও-গলি থেকে লাফ দিয়ে উঠে আসতো ওরা
বাজীর তাসের মত সুখে দুঃখে কাঁধে হাত রেখে
প্রবল বন্ধুর দল। গেরুবাজ চমকে দিত সকালের
স্বচ্ছ নীলাকাশ,
দুঃখ টুঃখ ভুলে যাওয়া রুমালের মত ক্রেপ পকেটে রেখেছি
আমাদের কোলাহলে কল্লোলিনী কলকাতা তখন !
তুমুল তর্কের মধ্যে কফি আসতো, অর্কিড রোদ্দুর ছুঁয়ে যেত
তেজস্ক্রিয় চারমিনার, বুকের বারুদ—
জানি, সেই দিনগুলো মহার্ঘ্য এখন—
কৃষ্ণচূড়া জারুলের লাল বেগনী আবিরের নিচে
নিরিবিলি বাসস্টপে ঘড়ির কাঁটায় স্থির চোখ,
ঢাকাই শাড়ির কিংবদন্তী মনে ঘনঘোর বর্ষার দুপুরে,
দেবদারু-পাতা থেকে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিজল
শিউরে ওঠা গা-ভারি কদম
কবিতার দ্রুত পংক্তি প্রেমাতুর করে চলে গেছে।
অবেলায় কালবেলায় তারপর যুগযুগান্তর
এপার ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে বাজে কাগজের

ঝুড়ি উপচে পঞ্জিকার ছেঁড়া পাতা
বিবর্ণ ধূসর ইতিহাস।
দৃশ্যপট উল্টে-পড়া এখন পঞ্চাশে, কিংবা
পঞ্চাশের মুখোমুখি এসে
নিষ্প্রদীপ ঘুর-মঞ্চ, ঝাপসা চোখে দু-তরফা কাঁচ,
এ যেন পোশাক বদলে, মুখ বদলে, হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে
প্রাক্তন খোলস, সদ্য গ্রীনরুম থেকে বাইরে আসা।

বড় অবেলায় তুমি সুখ এলে, দুঃখ এলে বড় অবেলায়…

শুয়োর-চলির মত এবড়ো খেবড়ো কলকাতার রাস্তায়
বাসের টায়ার ঘষটে ক্ষয়ে যাচ্ছে, গীয়ারের নড়বড়ে দাঁত
অফিসে উচ্ছৃঙ্খ্য করা বাঙালীর মত, শুধুমাত্র ঢালধারী
ওপর পালিশ করা নিধিরাম, অভিজাত ফাঁপা ব্রীফকেসে
বাঁটকুল ছাতার পাশে টিফিনের দুঃস্থ কৌটো, নস্যির রুমাল,
মহেন্দ্রক্ষণের জন্যে তুলে রাখা ডানহিল, ইংরেজী দৈনিক,
টাইয়ের মোচড়ে বাঁধা ছদ্ম মধ্যবিত্ত সফলতা!
এখন ঝুলন শেষ, উর্ধ্ববাহু দৌড়ের পর
বারোয়ারি চাঁদা-পোষা ডিলাক্স বাসের গর্ভসঞ্চারের ফলে
ফোমের আরামে চক্ষু বুজে বসে যাই যেন
ভূমিষ্ঠ হবার আগে শিশু,
পূর্বজন্ম মুছে গেছে মন থেকে তবু দুই হাতের মুঠোয়
ফেট লাইনের মাথা থেঁতলে দিয়ে আড়াআড়ি আজো
বাসের রডের কড়া থেকে গেছে, বহু অপমান যে রকম
থেকে যায় আনগ্ন নিজের কাছে, সফলতা রুমালের মত
কপালের স্বেদবিন্দু মোছে শুধু আর কিছু মুছতে পারে না
জিভে দাঁতে চোখে নখে ক্ষুদ্রতার বিষ লেগে থাকে
নতুন জুতোর শব্দে প্রমোশন, তবু জ্বলে পুরনো কাপড়
সাজানো সংসার শুধু চোখে-ধুলো-দেওয়া ঠাটবাট,
পদতলে সুখতলা তারো নিচে সুতীক্ষ্ণ পেরেক।

রুপোলি তবকে মোড়া শৈশবের স্মৃতি ঘুরে যায়।
গোয়ালন্দে জাহাজের ভোঁ বাজে এখনো দুই কানে,
পুজোর ঢাকের শব্দ, গঞ্জে যাত্রা
নিষ্প্রদীপ কলকাতার রাত,
বাবার হাত ধরে সেই গঙ্গায় বান দেখতে যাওয়া।
উসখুস গল্পের মত লণ্ঠনের আলো দুলছে চোখে,
ফুট-কাটা ভাতের গন্ধে পেট জ্বলছে
ঘুমে ঢোলে ইস্কুলের বই :
নস্টালজিয়ার ব্যথা হাত বাড়িয়ে হৃৎপিণ্ড ছোঁয় :
দেওয়ালে মায়ের ফটো লালচে হচ্ছে
শ্বেতীধরা গ্রুপ ছবির পাশে—
এখন সামান্য এই পুঁজি আগলে বসে আছি
অকস্মাৎ ডাক শুনবো বলে।
সে এখন পাশে বসে উল বুনছে সে কি জানে
শব্দহীন এই আলোড়ন ? এই রক্তপাত
টেবিলে হুমড়ি খাওয়া কিশোর কিশোরী ওরা জানে ?
ওরা তবু আমারই আত্মজ। ওই ক্ষয়া শাঁখা
ইহজীবনের সহচরী।
বড় অবেলায় আজ দুঃখ এলে চুরাশির ভুতুড়ে দুপুরে
ছিলাম মূর্খের স্বর্গে স্বপ্নভঙ্গ জাগরণ একসঙ্গে হল
এবার নিজের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াবার পালা
আয়ুর সামান্য পুঁজি বেহিসাবী খরচা হয়ে গেছে
পকেটে এখন শুধু পড়ে আছে নগণ্য তলানী
অনেক বিলম্বে এলে অভাবিত অতিথি আমার
পথের মাঝখানে দেখা হল,
চারদিকে নেকড়ের মত মানুষের অন্ধ চোখ জ্বলে,
সব রাস্তা রুদ্ধ কণ্ঠ আগ্রাসী জঙ্গলে
রাজনীতির শুঁড়িখানা চুল্লু-মত্ত জান্তব উল্লাসে
ফেটে পড়ছে, তবু যেতে হবে—
মুষল পর্বের শেষে শেষ পার্থ, খোঁড়া নিব বিগত গাণ্ডীব।

আত্মচরিতের অন্ধকার

সোজা পথে ফেরা হয় না রোজ।
কাজের বাইরে কিছু বুড়ি ছোঁয়াছুঁয়ি থেকে যায়।
বিকেল-সূর্যের আলো কতকাল এ চোখে দেখি না,
মোজাইক মার্বেল খেয়েছে
পায়ের তলার ঘাস সরজমিনে, বিশুদ্ধ বাতাস
মেশিনে চোলাই হয়ে ঠাণ্ডি হাওয়া ফুসফুস ভরেছে
কৃত্রিম আলোর জ্যোৎস্না সারাদিন
কান পাকড়ে থাকে টেলিফোন
অশরীরী কণ্ঠস্বর ঘুমের ভেতর কথা বলে।
এভাবেই দিন যায়, সোজা পথে ফেরা হয় না রোজ।
বয়স এখন বুকে আড়ি পাতে, হৃৎপিণ্ড ধমকায়,
নজর খতিয়ে দেখে দেওয়ালের ঝুল চার্ট, শিশুবর্ণমালা,
দাঁতের গোড়ায় ঠিক পৌঁছে যায় নির্ভুল নিয়মে
স্টিলের সাঁড়াশি।
রক্তের ঘনতা, চিনি, নুন, চর্বি শতকরা হিসেবে
জটিল অঙ্কের মত, নিয়মিত এখন চেক আপ
ব্রীফকেস ঝুলিয়ে হাতে ঘরে ফিরি, হবিষ্যির ফর্দ থাকে মনে।

মাথার ভেতর কিছু নড়ছে চড়ছে, চোখ ঝাপসা,
দিনকাল এমন
সমস্ত অচেনা লাগে লোডশেডিং-এর অন্ধকারে।
এ যেন কলকাতা নয়, কলকাতার রাস্তা নয়, যেন
অচেনা শহরে ঢুকে হতভম্ব দাঁড়িয়ে পড়েছি।
বাড়িগুলো কেঁপে উঠছে বিস্ফোরণে, উল্টোপাল্টা দৌড়াচ্ছে মানুষ
পোড়া বারুদের ঝাঁঝে নাক জ্বলছে
বাতাসে পাক খাচ্ছে কালো ধোঁয়া
গৃহযুদ্ধ বেধে গেছে অতর্কিত এখন এখানে

এখানে একপাটি জুতো, ভাঙা চশমা, কাটা হাত পড়ে,
রাস্তা জুড়ে রক্তমাখা শব,
মধ্যরাতে খুনী ট্রাক অন্ধ বেগে ছুটে চলে গেলে
ঘিলু ছিটকে যাওয়া, স্থির থ্যাঁতলানো কুকুর
যেরকম পড়ে থাকে : তালগোল পাকানো গলা তার
থেমে থাকে। শৌখিন রুমালে নাক ঢেকে
না দেখার ভান করে টপকে যায় পথের মানুষ।

এখন ছোবল মুখে হিসহিসিয়ে সাপের মতন
পায়ের নিচ দিয়ে যাচ্ছে পলতের আগুন,
কার তর্জনীর নিচে কেউ জানে না লুকোনো ট্রিগার,
মৃত্যু আসবে কোন দিক থেকে ?
আমার ঘরের পথ কোন দিকে ? আমি
উন্মাদ ঘোড়ার মত মানুষ ডিঙিয়ে, কার্ফু ভেঙে
যেন কতকাল ধরে ছুটে যাচ্ছি
হুহু করে সাদা হচ্ছে চুল।

দৃশ্যপট পালটে যায়, রাজ্যপাট, তামাম শহর।
হঠাৎ চোখের সামনে এ কি দেখি, রূপকথা বদলায় ?
রুপোলি তবকে মোড়া কলকাতায়
সন্ধের আঁচল খসে পড়ে।
অফিসের বাঁধ ভেঙে ছুটির প্লাবন, বানভাসি,
ট্রাফিকে ডুবেছে রাস্তা, ফুটপাথ জুতোর তলায়।
হুবহু আমার কে ও লোকটা ? মারুতি-প্রসূত,
ডিংডিং বাজিয়ে তার ফ্ল্যাটে ঢুকছে, আমি ? না আমি-না ?
আপেল-নিকোনো গালে নীলচে আভা
আবক্ষ লকলকে নেকটাই।
স্টিরিও চঞ্চল ঘরে, পা রেখেছি সম্মোহিত ছায়ার মতন।
আমাকে দেখছে না কেউ, সসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে রয়েছি
অবাঞ্ছিত বেমানান দূরের মানুষ, রুদ্ধশ্বাস !

এ কাহার ধর্মপত্নী ?   সাধুভাবে স্বগতোক্তি করি ।
ওই যে নরুন-পাড় ভুরু, ঠোঁটে রঙ চোখে রঙ
স্কন্ধকাটা চুল ঝাপটে ফ্রিল্জ খুলছে, শিফনে ভেজানো
দেহরেখাবলী যেন দশ বছর
ব্রায়ের ভাঁজের মধ্যে গোঁজা !
কাহার আত্মজ ওই ব্যাগী জিনস্, একমাসের বাজার খরচ
পায়ে বাঁধছে ফিতে দিয়ে, কাহার আত্মজ
দুর্বোধ্য লিপির মত আঙরাখা পরেছে ।
আমি কি এদের চিনি ?   কোন দিন এদের দেখেছি ?
এ কেমন গৃহকোণ কমিক্‌সে মুখ ঢেকে বসে আছে !
সেই যে কেরানী লোকটা ঝুঁকি নিয়ে বাসের হ্যাণ্ডেলে
ট্রাপিজের খেলা খেলতো, তার
এখনো মুঠোর মধ্যে কড়া সুভেনির হয়ে আছে ।
হাঁটি হাঁটি পা-পা করে তার ছেলেবেলা চলে গেছে
চোখের আড়ালে, তবু চিনচিনে ব্যথাটা
বুকপকেটের মধ্যে অচল টাকার মত আছে ।
চলতে ফিরতে স্মৃতি বেঁধে জুতোর পেরেক,
সেই চিরেতার জল, রবিনসন বার্লির দুপুর,
শূন্য সাদা শাঁখা পরা ঠাণ্ডা হাত মা,
নিষ্পকেট ইজের পরনে গেছে বাল্যবেলা যেন
নির্মম কাঁচির নিচে মাথা পেতে বসে
খবরের কাগজের শেমিজে গা ঢাকা ।
কেঁদে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে মাটির বেহালা ·

দুর্গার প্রতিমা

পুজো এলো পঞ্জিকায় ।   পুজো এলো বাঙালীর ঘরে ।

আলমারি তোরঙ্গ খোলা । টিকটিকির ডিমের মতন
ক্ষয়ে ছোট হয়ে আসা ন্যাপথলিন গড়াচ্ছে মেঝেয়,

ভাদুরে রোদ্দুরে কবে ভাঁজ খুলেছে বাৎসরিক ঘুম
কাশ্মীরি শালের সঙ্গে বেনারসী জামদানী তসর,
বহুবর্ণ স্মৃতি শুয়ে, ছাদ জুড়ে গল্পের দুপুর।
তুঁতেনীল আকাশের গায়ে পিছলে যায় শঙ্খচিল
শিমুল তুলোর মেঘ চলমান মূর্তির মিছিল
চোখের ভাসানে যায়, বিসর্জনে যায়।

যা ছিল সহজ সেই শিশুকালে, নিষিদ্ধ এখন!
বুকের ভেতর কাঁপে পা বাড়াতে, নির্জনে তাকাতে :
রূপসীরা স্নানঘাট আলো করে আকণ্ঠ হয়েছে জলে ডুবে
পদ্মদীঘি, শাপলার পুকুর
সবুজ পাতায় বুঝি মুক্তোবিন্দু টলমলায়
ভেসে যায় লজ্জাবস্ত্র তার।
মনে পড়ে। মন পোড়ে বিষণ্ণ বিষাদে
সুতীর চাদরে ঢাকা গ্রামবাংলা এরকম শীতল আশ্বিনে,
বুকের ভেতরে কার গুমরে মরে রেলব্রিজ
যোজন যোজন মাঠবন
নিস্তেল লণ্ঠন নেভে, চিঠি ধেবড়ে যায় অন্ধকারে,
গরিব জনতাকল্প পোস্টকার্ড পিত্রালয় ছোঁয় :
'কল্যাণীয় ভাই,
কদ্দিন দেখিনি তোকে' দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ পাই,
লেখেনি দুঃখের কথা, অনাহার,
দেখা যায় না শতচ্ছিন্ন শাড়ি,
ফিকে কালি রক্তশূন্য শিরা ওঠা মুখের কান্নার মত লাগে,
'আমরা সবাই আছি এক প্রকার। ইতি—' কথা শেষ।
একপ্রকার, কি-প্রকার কিছুই লেখেনি খোলাখুলি।

পোস্টকার্ড হাতে আমি হতবাক উঠোনে তাকাই—
ঢেকেছে বাঁশের চালি, খড়ের কাঠামো, তুষ মাটি,
লৌকিকে মিশেছে কেন অলৌকিক এখন ওখানে

ডুবেছে গর্জন তেলে বজ্রগর্ভ আকাশের নীল,
আবিষ্ট রঙের তুলি এইবার চক্ষুদান হবে
জন্ম জন্মান্তর ছুঁয়ে স্তব্ধ তাই কুমোরের হাত।
মৃত্তিকার মধ্যে থেকে উঠে আসে কালের রূপক :
অরণ্য সমাজ কবে মানুষের সংসারে ঢুকেছে,
কি আশ্চর্য সহবাসে মুখোমুখি খাদ্য ও খাদক
যেন স্বর্গরাজ্য যেন বাঘে ও গরুতে একঘাটে,
'চমৎকার ধরা যাক দু একটা ইঁদুর এবার'
বলে না ও লক্ষ্মীপেঁচা, ময়ূর সাপের দিকে চেয়ে
প্রেমিকের মত হাসে, প্রগাঢ় শান্তির হাওয়া বয়।
কে জানে দোজবরে কিনা প্রৌঢ় লোকটা, কন্যার বয়সী
দিদি তার পিছুপিছু চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল
দশমীর প্রতিমার মত, আজ ঝাপসা মনে পড়ে,
মাতৃহীন ঘরবাড়ি কান্নায় আঁধার, থমকে ছিল।

বিসর্জন কাকে বলে সেই দিন প্রথম জেনেছি।

মাথায় বেড়েছে আজ গঞ্জ গাঁয়ে দিদির সংসার
মা দুর্গার চালচিত্র হুবহু ধরিয়ে দেওয়া যায়।
ঘরে দুই মেয়ে সদ্য ফ্রক ছেড়েছে, প্রাইমারি ছেড়েছে
গুণে লক্ষ্মী রূপে সরস্বতী হলে যেরকম হয়,
রাস্তায় শিস দিয়ে ঘোরে ছোটছেলে কলির কার্তিক
বড়টা ঘরেই বসা হস্তিমূর্খ জড়ভরত প্রায়।
চোখ বুজেই দেখতে পাচ্ছি, কামুক করমচা-লাল চোখ
একদম আদুল গায়ে তিনি
এখন তাড়ির ঠেকে খামার বাড়ির অন্ধকারে,
[চোখ বুজে চিবোয় খড় বৃষতুল্য হালের বদল]
কোমরে আধখোলা লুঙ্গি বাটিক প্রিন্টের বাঘছাল।

মহিষাসুরের মত বুনো রাত ঘরের পিছনে
শব্দহীন অট্টহাসে ছছছলে চোখের ঘুম কাড়ে
চালের বাতায় ঘোরে বাস্তুসাপ, মাঠের ইঁদুর।

হিমরক্ত চলকে দেয় প্রহরের ঘড়ি কালপেঁচা,
জননীপ্রতিম দিদি পুনশ্চ লিখেছে,
'তোকে বড় দেখতে ইচ্ছে,
খুব ইচ্ছে করে, ছোট ভাই।'
এ জীবন ধুলো থেকে ধুলোয় ফেরার গল্প, জানি !

দিন গেল

খুব বুঝতে পারছি দিন ছোট হয়ে আসছে, রাত বড়ো
আততায়ী ছায়াগুলো অতর্কিতে দাঁড়িয়ে গিয়েছে চারদিকে,
এখন নির্জন নয় নির্জনতা, ওরা আছে, অপেক্ষায় আছে
এখন ফেরার রাস্তা কোষ্ঠীপত্রিকারও চেয়ে খাটো
কপাল খারাপ
বাতিল ছকের গল্প, গুল্মমূল, আংটির চুম্বক।
রক্তে চিনি, চর্বি, চাপ ঢের বেশী ক্রিয়াশীল আজ
গলস্টোন, কিডনীর পাথর।
প্রেমের চেয়েও বড় নষ্ট দাঁত মগজের মধ্যে বিঁধে থাকে।
শনিমঙ্গলের চেয়ে স্পষ্টভাষী জুতোর পেরেক
কাল সারা রাস্তা জ্বালিয়েছে,
দিনকাল ভালো না
বাসের চাকার নিচে চশনা গেছে বাসায় ফেরার একটু আগে,
চোখ গেল যখন
আকাশ গোবরজল-জ্যোৎস্নায় নিকোনো
চতুর্দশীর চাঁদ পিঁপড়ে ধরা চিনির বাতাসা।

বিদায়

এখন আর কারো সঙ্গে দেখা হয় না, জনারণ্যে বিচ্ছিন্ন কলকাতা
দোয়াত উপুড় করা তুমুল বৃষ্টিতে সব পারাপারহীন পাঁকজলে
ডুবে যায়, ট্রাফিক আইল্যাণ্ড
জলবন্দী পথের নাটকে জেগে থাকে।

রুমালে দুচোখ বাঁধা মানুষের খুব কাছে যেমন মানুষ
নাগালের মধ্যে এসে সরে যায় আলতো পায়ে,
গায়ে এসে লাগে
ছলকানো নিঃশ্বাস, কিছু ফিসফাস কথার ছলনা। জানি, আছে
সবাই নিকটে, আছে তেমনি করে, শুধু দেখা হয় না এখন!
উত্তরে-দক্ষিণে-পুবে তার ছক বেড়েছে যদিও
ক্রমশ নিশ্ছিদ্র হয় কলকাতার রুদ্ধশ্বাস মুঠো
মাথায় মাথায় কালো রাস্তাগুলো পাঁচিল তুলেছে
বিপজ্জনক বাস টাল খেয়ে আবর্জনা ছড়াতে ছড়াতে
অন্য দুর্ঘটনার দিকে চলে যায় চোখের পলকে।
এখন আর কারো সঙ্গে দেখা হয় না নষ্ট টেলিফোনে কান চেপে,
শ্লেটের লেখার মত মুছে গেছে প্রিয়জন, বন্ধুজন, নারী
যে ছিল চোখের জল, আমার ঘড়ির সঙ্গে যার ঘড়ি
মিলতো বাস স্টপে,
না-লেখা গল্পের কিছু পৃষ্ঠা কোনো চিলেকোঠা, সিঁড়ির তলায়
খোয়া গেছে, শঙ্খচিল আকাশের নিচে
মাশুল বিহীন চিঠি, লজ্জাহর প্রথম চুম্বন
আমি বড়ো মূর্খ, আমি নিরন্তর বিদায় বুঝিনি।

কাগজের গ্রাম

সরকারী নথির মধ্যে, খবরের কাগজের ঢাকে
কেবলি গমগম করছে আলাদীন
আর তার কিংবদন্তী, আর তার
আশ্চর্য প্রদীপ—
দারিদ্র্য সীমার নিচে, ভুষো চিমনী লণ্ঠনের নিচে,
যারা ছিল তারা সব বেড়া টপকে
যেখানে এসেছে
সবুজ বিপ্লবে নাকি ভরে গেছে গ্রামীণ জীবন,
বিদ্যুতের তার খুঁটি, গভীর জলের নল কূপ
অগ্রদূত হলুদ ট্রাকটার,

জন্মান্ধ গ্রামের বুকে পৌঁছে গেছে রেল-লাইন
বাঘছাপ মারা দেরখান,
ম্যারাথন দোড়ের ট্র্যাক,
নদীর হাতের নোয়া স্যাকরা ডেকে বাঁধানো হয়েছে
রুপোর কর্নিক হাতে ফিতে-কাটা মন্ত্রী আর
ফিতে-বাঁধা আমলা আসে যায়
হুঁকোমুখো বটতলায় রাজনীতির পঞ্জিকা বগলে,
আশ্চর্য বাংলার গ্রাম, খিড়কি দোরে মানতের 'থান' ॥

জন্মান্তরে

পালকি চলে গেল হু হু বুকের মতন মাঠ চিরে
সবুজ ধানের গন্ধ কিছুদূর পিছু পিছু গেল,
সরল ডাগরচোখ কিশোরীর মত গ্রাম
গাছের গুঁড়িতে হাত রেখে—
ক্রমশই ঝাপসা হচ্ছে পিছুহটা আকাশের নিচে
বাষ্পরুদ্ধ গলায় হাঁক দিয়ে
স্টিমার আসেনি ফিরে, রেলের হুইসেল তার নখ
দিগন্তে বিঁধিয়ে কই ধোঁয়ার আঁচড় রেখে গেল ?
গলায় খাঁকারি দিয়ে
গরুর গাড়ির চাকা নরম মাটির পথে একা
কি যেন লিখতে লিখতে বাড়ি গেল,
দূরে সন্ধ্যা-তারার লণ্ঠন ।
ঢেঁকির পাড়ের শব্দ ছলাৎছল রক্তের ভেতর
পদ্মা ভাঙছে পায়ের তলার স্তব্ধ মাটি ।
জ্যোৎস্না এল উঠোন পেরিয়ে ধীরে
লক্ষ্মীর মতন মৃদু পায়ে
চালের গুঁড়োর আলপনা কই কোজাগর
পূর্ণিমার রাতে ?

এ সব ঘটনা

ঘৃণার ধুলোর মধ্যে ঘাসফুল ফুটে আছে
ডিজেলের ধোঁয়ার ভেতর,
বটের চিকণ পাতা মেলে ধরে ভোরের কাগজ
গায়ে হলুদের মত তরল রোদ্দুর ফুটপাথে
এসব ঘটনা।

আলো-অন্ধকার গুলে রূপকথা বানায় আকাশ
প্রত্যহের মিথ্যা মুছে রাজকীয় ভিখিরী সমাজ
বসে থাকে জীবন-যৌবন-ভাসা চাপাকলে
তোবড়ানো চায়ের মগ ধোয়।
চলমান পথিকের জানু ছুঁয়ে মার্ক কোর
গীয়ার বদলায়,
এখনো মানুষ শুধু মানুষের প্রলুব্ধ শিকার :
রমণীর
বেহুঁশ আদুল পিঠ পৃথিবীর দিকে স্থির ফেরানো
রয়েছে, বুকে বাজে
কেবলি ঘামাচি-মারা বৃষ্টির ঝিনুক।

ফেরাই

ঘণ্টা বেজে গেছে
এবার যাবার ছুটি, ছড়িয়ে ছিটিয়ে যা-যা আছে
আয়নার ভেতরে-বাইরে, চৌকাঠের এপিঠে ওপিঠে
তুলে রাখতে গিয়ে মনে হল
এভাবেই থেকে যায় কেউ কেউ অবাস্তব বাস্তব ভিতর
চিরকাল।

উৎকর্ণ দরজার কড়া, ধুলো-মাখা ক্রুদ্ধ 'ন্যাটি বয়'—

উপেক্ষিত পড়ে ছিল, অন্তরঙ্গ পদক্ষেপ ছুঁয়ে
বাতিল টিনের কৌটো, ছিটকে-যাওয়া পিটুলির
ফল, মুড়ি, দেশলাইয়ের খোল—
দরজায় দরজায় বুঝি ফেরিঘাট ছুঁয়ে যাওয়া মাটির বেহালা
কাঁসার বাসনঅলা, লাল-নীল বরফের গাড়ি
বৈকালী কলের জল, দ্রুত ব্যস্ত ময়দামাখা হাত—
ইস্কুল ছুটির ঘণ্টা সবাই শুনেছে কান পেতে ;
যেভাবে আকাশে খালে বিলে
আশ্বিনের ঢাক বাজে মানুষের বুকে
শিউলির গন্ধ শিউরে ওঠে কিংবা
শব্দহীন শিশিরের ফোঁটা।

কান পেতে আছে সব বন্ধ দরজা, ছুটির রাস্তার
ম্লান ধুলো
অপেক্ষায় আছে স্নিগ্ধ, সর্বস্ব খোয়ানো লাল শাঁখা ;
কখন উলের কাঁটা ঘণ্টার মিনিটের কাঁটা
হয়ে গেছে। চরাচর দমবন্ধ, জানে—
সে এখুনি এসে পড়বে দামাল জুতোর শব্দ তুলে,
ছুঁড়ে ফেলবে বইখাতা
শিস-ভাঙা বিষণ্ন পেন্সিল।
যাওয়া মানে এভাবেই ফেরা

হিমযুগ আসছে

করতলে মুছে আসে নদীরেখা, ধসে যায় অঙ্কের ম্যাজিক
ফুরোয় প্রেমের গল্প, মিঠে জল, কালাধারে অনন্ত শয়নে
মহানগরীর শেষ নকশা, ফাঁকা ভূগর্ভে কেঁচোর গর্তগুলো,
কালো মাকড়সার মত নেমে আসে লোডশেডিং-এর অন্ধকার
রূপসী বৃদ্ধার মুখে, বাতেমজা মাজায় হাত রেখে সে এখন
ফিরে যাবে সুতানুটি গোবিন্দপুরের দিকে, বয়সকালের

গোপন উলকির দাগ নাচাতে নাচাতে নির্বিকার
আকাশে হেলান দিয়ে লোহা-কংক্রিটের শূন্য খাঁচা,
মুখ থুবড়ে পড়ে আছে জেট প্লেন, বরফে ঢেকেছে ন্যাড়া গাছ।
ওপরে তাকালে নষ্ট কুসুমের মত চাঁদ ঘিরে
ধোঁয়া-কুয়াশার সর ছানির মতন কুঁচকে আছে
দৃষ্টিহীন ভিক্ষাপাত্র ফিরে যায় ক্ষুধিত কুটিরে।

ঘরে অগ্নিকুণ্ড ঘিরে নিয়ন্ত্রিত স্তব্ধ পরিবার
নিস্তেল পৃথিবী যেন থেমে আছে হলুদ সংকেতে।

চোরাবালি ভাঙা

ঘুমের খোয়ারি ভাঙা পয়লা চায়ে ভোরের কাগজ
শব্দ করে হাই তোলে
আমার সংসার—
বিমূর্ত ধোঁয়ায় যেন সম্বরার গন্ধ বিঁধে আছে!
আমার সংসার—
তিনটে শালিখ-ছানা তারস্বরে পড়ার টেবিলে,
কলতলার জলসা এঁটো বাসনের শব্দে জমে গেছে।
স্থানীয় সংবাদ ছ্যাঁকা দিতে উঠে পড়ি, বাজারের থলে
দ্রুত স্নান, জীর্ণ-বস্ত্র তুল্য ঘর গেরস্থালি ফেলে
টিফিন কৌটোর সঙ্গে ভরপেট বাসের দৌড়!

ফাটা রেকর্ডের গর্তে খোঁড়া পিন, প্রতিধ্বনি ফেরে
জপের মালার মত, একই শব্দে আত্মঘাতী ভাঙে,
গল্প স্বল্প—জীবন যাহার নাম সে এখন
ময়লা হাতের ভাঁজে গোপনতা নষ্ট তাস বিবর্ণ বাতিল।
অফিস-ঘরের মধ্যে কানামাছি আটকে আছি একা।

যেমন বাঘের বাচ্চা বাঘ হয়, কেরানীর বাচ্চাও কেরানী

প্রথম নিঃশ্বাসে জ্বলে শেষ নিঃশ্বাসের শিখা, জানি
ঘাড়ের পিছনে রগে সাদা, দ্রুত পিকপকেট, ফতুর পঞ্চাশ
নাটক বিহীন রাস্তা ধুধু স্পষ্ট খেয়াঘাট অবদি দেখা যায়,
উসখুস স্মৃতির মত হয়তো পিছনে
কিছু কলকণ্ঠ হাসি, প্রেম, স্বপ্ন, ব্যক্তিগত গোপন রমণী
রোদ্দুরের কিংবদন্তী সহ
পড়ে রইল। কান পাতলে কৈশোরের টাইমটেবিলে
আমূল এ-বুকে বেঁধা ট্রেনের হুইসেল কিংবা
গলাভাঙা স্টিমারের ভোঁ।

এপার ওপার জন্ম, মধ্যিখানে ডাঙা, চোরাবালি

পার-অপার

পাতাল রেলের ছুরি শহরের তলপেট চিরেছে।

এত খোঁড়াখুঁড়ি তবু মাটি ছাড়া কিছুই ওঠেনি,
কোনো প্রত্নচিহ্ন, কোনো নরমুণ্ড, মোহরের ঘড়া,
নিদেন যখের গল্প, তিনশো বছরে তাও নয়।
তবু অঘটন ঘটে কলকাতায়। বিস্মৃতির হিমঘরে
কে জানে কি করে এই জলজ্যান্ত তিরিশ বছর
রাখা ছিল, এই দেখা অনিবার্য ছিল।
উপুড় তাসের মত পঞ্চাশোর্ধ্ব তিনটি যুবক
স্বপ্ন ঘুম গল্প থেকে জেগে উঠে ম্যমির মতন
চোখ কচলে, হাই তুলে যেন মাত্র আড়মোড়া ভেঙেছে।

'আরে অনিরুদ্ধ নয়? শিবু তুই?' 'শচীন। এখানে?'
গল্পের ত্রিভুজ যেন পরস্পরের বাহু ছুঁয়ে
নির্বাক তাকিয়ে দেখে ভাঙচুর কতোটা হয়েছে,
এই শহরেই, তবু দেখা হয়নি তিরিশ বছর।

এক ঝাঁক গুলির মত লক্ষ্যভ্রষ্ট সময় গিয়েছে
কানের পাশ দিয়ে, ঠিক রগ ঘেঁষে, জখম করেনি,
নিষিদ্ধ চিনির মত রক্তে মেশে কফির চামচ,
অনিরুদ্ধ মৃদু হেসে দূরে-বাইরে আঙুল দেখালো,
'তোমার গলার দড়ি ওই দেখো ল্যাম্পোস্টে এখনো
ঝুলে আছে, হেঁটমুণ্ডে আগুনের ইজারা নিয়েছে !
ফুটপাথে ছুটন্ত মুখ ঘুরে যাচ্ছে আঁচ নিয়ে কেমন'—
শিবনাথ লজ্জা পেল, মনে পড়ল মরতে গিয়েছিল।
চিকের আড়ালে আজ কার মুখ ? গল্পে পাশ ফেরে কার মুখ ?
কার সঙ্গে কথা বলে সে এখন, কার সঙ্গে শোয়
অন্ধকার এখনো কি উসকে দেয় বুকের অসুখ
জানা কি জরুরি খুব ? চোখে ভাসে ঝাপসা পারাপার

নী-ক্যাপের নিচে মুখ ভেংচে আছে মালাইচাকির অন্ধকার।

তোমারই মনের ভুল

তাই থাকে। যে যেখানে ছিল তাই থাকে।
আলসে বেলা রোদ পোহায় ছাদের কিনারে
একলা কাক
দিনের ঘড়ির দিকে ছুঁড়ে দেয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ ডাক।
কেবল তুমিই শুধু ভাবো।। ভেবে মরো।
কেবল তুমিই শুধু চলে যাও উল্টোপাল্টা পায়ে কোনখানে।
যা যেখানে ছিল তেমনি থাকে।
বুকের ঘাটলায় বাজে ছলছল জলের কলস,
বাঁশবনে আটকে থাকে কানা চাঁদ
বোঝে না শৈশব,
তোমার শৈশব ছিল, আজো আছে
ইজের ছাড়েনি ;
ফাত্‌নার ওপরে ছিপ ঝুঁকে আছে—
তোমার যৌবন

দরজায় ছিটকিনি তুলে মুখোমুখি বসে আছে।
বিনিদ্র গল্পের মধ্যে ট্রেনের হুইসেল বিঁধে থাকে,
শীতরাত বাইরে ঘন হয়,
যে ছিল বুকের কাছে নিঃশ্বাসের মতন নিকটে
একান্ত তোমার,
ঝরা পালকের মত ফেলে যাওয়া
তার অবাস্তব চিঠিগুলো
এখন ট্রাঙ্কের নিচে সঙ্গোপনে মরচে খায়।
সেও তো যেখানে ছিল, আছে, তুমি নেই।

ছোঁয়া যায়

এরকমও ভয় করে একেক সময়, বুঝি অন্ধ হয়ে গেছি
যেন ব্ল্যাক আউটের রাত, চোখে রুমাল বেঁধেছে
চারপাশে চলমান চতুর সংসার
ছোঁয়া দিয়ে সরে যাচ্ছে, আমি মূর্খ, আমি
আহাম্মক কানামাছি
বৃত্তের ভেতরে শুধু হাতড়ে মরছি এখন সবকিছু
কাছের সব কিছু ঝাপসা, শুধু ঝাপসা কেন, অন্ধকার!

এরকম অন্ধ দিনে অকস্মাৎ যেন মনে হয়
অনেক ডাকঘর ঘুরে, আঘাটার সীলমোহর নিয়ে
বিস্মৃত খামের চিঠি ফিরে এল বহুদিন পরে
ঠিকানায় চেনা ঠেকছে বাঁকা চোরা হাতের অক্ষর,
কলি ফুঁড়ে ফুটে ওঠা বিকলাঙ্গ পেন্সিলের ছবি
চোখে পড়লে এ বয়সে বুকের ভেতর যেরকম
হা-হা করে, মনে হয় রূপকথার জন্ম পোড়ো ভিটে।
এ যেন কানের কাছে ভুলে যাওয়া আমার ডাকনাম
ঘুমের চটকা ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠে দরজা খোলা।

শৈশব এখন ঠিক এইরকমই কাছে। খুব কাছে।

হঠাৎ তাকের বই সরালে নড়ালে চোখে পড়ে
কবেকার খেলনাপাতি, ধোবিখানাগামী পাঞ্জাবির
পকেটে চিরকুটখানা কারেন্সি নোটের মত লাগে
মাসকাবারের দুঃসময়ে। মনে হয়—
জুতোর ভেতরে ঢুকে বসে আছে হারানো মার্বেল,
এখন শৈশব ঠিক এরকমই কাছে। খুব কাছে।

শুধুই ঘরের জন্যে

গল্প যায়, গল্প দূরে যায়।
মানুষ পারে না যেতে শুধু,
থেমে থাকে মধ্য পথে হাতের রুমাল।
মেঘ ফুঁড়ে, দিকচক্রবাল ফুঁড়ে প্লেন
এই মাত্র গেল,
জানলায় এক নম্র মুখের আদলে
সোনালী রোদ্দুর।

আবার পিছন ফিরে হাঁটা,
ঘরের ভিতরে ঘর, তার মধ্যে ঘর
ক্রমশই ছোট হয়ে আসে।
যতই কপাট জানলা থাক
গণ্ডির ভেতরে গণ্ডি টেনে
মানুষকে ছোট করে আনে।

চতুষ্কোণ অন্ধতাই ঘর।
একই নীল ছাদ আছে মাথার ওপরে
পায়ের তলায় এক মাটি
তবু চিঠি, খামের ওপরে তার নাম
রৌদ্র জ্যোৎস্না বৃষ্টি ও বাতাস
আমৃত্যু নিঃশ্বাস—সব এক
তবু দেশ, তবু দেশান্তর,
ঘরের জন্যেই সব পর।

বিদায় ভাষণ

শুধু রোববার আর ছুটিছাটার দিনগুলো
বসে গড়িয়ে আলগোছে ঘুমিয়ে
কেমন আলুনি ঠেকতো তাঁর কাছে
তাই তখন কেবলই মনে হত
কখন আসবে দৌড়নো সকাল,
ক্ষৌরি, স্নান আর গরম ভাতের সঙ্গে
হাতপাখায় জীবনসঙ্গিনী !

একটানা ছত্রিশ বছর কিছু কম দিন না,
বলতে গেলে আদ্যন্ত একটা জীবন,
শুধু চেয়ার বদলে চেয়ার বদলে ঘর
লুডোর ঘুটির মত
উঁচুতলার নিচুতলার
অনেক পড়ার অনেক নড়ার, মাথায় ওঠার
গল্পস্বল্প রাজসাক্ষী বড়বাবুর কোন পকেটে ?
কখনো ঘড়ির মত টিকটিক
কখনো চশমার খাপের মত
মুখচোখ বন্ধ করে পড়ে থাকতো ।
এবড়ো খেবড়ো ফাইলের ক্ষেতি জমি
তিন আঙুলের মুঠোয় চষে
সুখে দুঃখে বড়দিনের বেলা
কাটতে কাটতে কেটে গেল ।

যারা পাশে বসতো, পাশের টেবিলে
নস্যি, পান, খাবার কৌটো,
রসেবশে এক আধটা স্ল্যাং ট্যাং
তারা ধরা গলায় মালা দিল

বানিয়ে বানিয়ে স্মৃতিচারণ : বিদায়ভাষণ
লিখে আনা, উপহার-টুপহার
'পথের দাবীর' সঙ্গে লাঠি,
এই কারুকাজ করা লাঠিটা হাতে ধরিয়ে
বলেছিল, দাদা আসি !
উনি হেসেছিলেন
কার বিদায়, কে চেয়ে নেয় ॥

নিসর্গ যাত্রা

এখন ঘাটের কাছে আঘাটায় ক্ষুরজিহ্বা জলস্রোত খায়
গায়ের মাটি ও মাংস, রঙ, রস, রক্তের লবণ
ডুবে আছে কাঠেখড়ে বিষণ্ণ আদল, ম্লান চিত্রহীন চালি,
উদাসীন পারাপার আধো ঝাপসা হয়ে থেমে থাকে
জ্বোরো আকাশের গায়ে লেগে থাকে কার্তিকের স্বেদ
হিম করুগেট চাল ছুঁয়ে যায় পেঁচার চিৎকার,
সারাদিন শুয়ে থাকা বেজম্মা প্রান্তর দেখে দেখে
নিসর্গ সবুজে বিঁধে আছে নষ্ট পাথর বসানো ঘরবাড়ি ।

আমিও ঘাটের কাছে আঘাটায় ডুবে আছি প্রতিমা-প্রতিম
চুলের গোড়ায়, চোখে, নষ্ট দাঁতে ত্বকের গভীরে
তির্যক ছায়ার স্রোত পৌঁছে গেছে, হাড়ের ভিতরে
এখন কেবলি শুনি কালক্ষয়ী ঘুণ শব্দ করে ।

এভাবে নিসর্গ যায়, মানুষের ঘরবাড়ি নিজস্ব ভাসানে ।

খাঁচার বাইরে খাঁচা

লোকটা মড়ার মত বিছানায় জেগে শুয়ে ছিল
বালিশের নিচে তার হিমযুগ, খুলে রাখা হাতঘড়ির নিচে

অবসরপ্রাপ্ত হাতে বৈদ্যুতিক জাঁতিকল
খর দাঁতে হাঁ-করে রয়েছে,
পার্শ্ববর্তী কোন ফ্ল্যাটে অ্যালার্মের শব্দ শোনা গেল।
মরে আসছে তার দিন তিলে তিলে অপরাহ্নমুখী,
বিমূর্ত বিকেল যত কাছে আসে ইড়া পিঙ্গলার গিরিখাতে
ডাইনির বাঁশির মত হাওয়া ওঠে, দেওয়ালের চুনবালি খায়,
আসবাবে ঘুণের শব্দ, দাঁতে শীত, দুচোখে কুয়াশা,
পুরনো পাঁজির মত ইটগুলো, বন্ধ জানলা : নষ্ট ক্যালেণ্ডার
স্মৃতি ভারাতুর করে তুলেছে ঘরের শেষ আলো
প্রতিমার মাটি রং সুষুম্নার ছলচ্ছল জলে
গলে যাচ্ছে, মূর্তির ভিতরে মূর্তি ভেঙে যাচ্ছে, বুকের ভিতরে
সেই শিশু, বুকে হেঁটে একদিন চৌকাঠ ডিঙিয়ে দেখেছিল,—
যেমন খাঁচার পাখি দরজা খুলে বাহির ভুবনে এসে দেখে
আকাশ ঘড়ির নিচে সে ঢুকেছে বৃহৎ পিঞ্জরে।
আজ এই ঘরে, এই আশ্চর্য প্রহরে
যে শিশুটি তার সঙ্গে নির্জর শুয়েছে স্তব্ধ খাটের চৌকাঠে
তার সামনে আজন্মের ভাঙাচোরা খেলার পুতুল,
প্রিয় থেকে প্রিয়তম ছায়ামূর্তি, মুখে চোখে বিষণ্ণ বিদায়।

বয়স শেখায় সব হয়তো বা আগুনেরো মধ্যে চলে যেতে,
কাছে থেকে দূরে যেতে, কৈশোরের কলকাতা যেভাবে
অতিদ্রুত চলে গেছে কালান্তরে, ছেঁড়া কলাপাতা, এঁটো ভাঁড়,
ম্যারাপের দড়ি-বাঁশ ফেলে রেখে , স্বপ্ন-ছুট উৎসব এখন
দাঁতে নখে ছিঁড়ে খায় ঘেয়ো-রাস্তা, ট্র্যাফিক সিগন্যাল,
সকাল দশটায় সব স্বপ্নভঙ্গ হৃদযন্ত্র বিকল শহরে,
এখন গলায়-কাঁটা সানাইয়ের মধ্যে শুনি ট্রেনের হুইসেল।

আজ কাল

এখন বেস্পতি তুঙ্গে। তাই
যা ধরি মুঠোর মধ্যে সব সোনা,

ধুলোট কলম সেও সোনা,
সাদা কাগজের পৃষ্ঠে বুকে হেঁটে অক্ষরের কীট
স্বর্ণ প্রবালের দ্বীপপুঞ্জ হয় রজনী প্রভাতে।
এখন ফুলের মালা, করতালি, মঞ্চে মঞ্চে জয়ধ্বনি ওঠে
সচ্ছলতা আরও সচ্ছলতা আনে মুহুর্মুহু : ঠিকানা বদল,
আজ শুধু ঊর্ধ্বগতি সৌভাগ্যের শিখরের দিকে,
আর পিছু ফেরা নেই, ভালো থাকা আরো ভালো থাকা।
এখন বেস্পতি তুঙ্গে। তাই
বিরূপ বন্ধুর দল ফিরে আসছে স্তাবকের মত।
প্রসন্ন রোদ্দুরে ভাসছে চরাচর, প্রিয়জন গাঘেঁষে দাঁড়িয়ে
ভোরের স্বপ্নের মত মিলে যাচ্ছে অক্ষরে অক্ষরে
নাম যশ অর্থ গাড়ি বাড়ি
ইচ্ছাপূরণের খেলা কেউ খেলছে আমি হাত
বাড়ানোর আগে,
ইতিহাস নতজানু দিগ্বিজয়ী মানুষের কাছে।
একটা ঝাপসা গল্প শুধু নড়ে চড়ে বুকের ভেতর
কচিৎ কখনো একা হলে
কার্তিকের ন্যাড়া মাঠ-কামড়ে থাকা কুয়াশার মত
স্মৃতি হিম বিষণ্নতা
একে একে অপরাহ্ণ ছোঁয়।
অদ্ভুত আক্রোশে মনে পড়ে
দু-কামরার এঁদো ফ্ল্যাট, নড়বড়ে টেবিল, অনাহার,
কলমে কবর খুঁড়ছে কুঁজো লোকটা অন্ধের মতন।

স্মৃতি

এখনো রয়েছি যেন প্রথম কৈশোরে, চিলেকোঠা
চমকে দিয়ে যায় এই হু হু করা বুকের ভেতর
সাল তারিখের ঊর্ধ্বে ছবি হয়ে যাওয়া ক্যালেণ্ডার
কেবলি উড়াল দিচ্ছে দেওয়ালের
লটকে থাকা ঘুড়ি।

এখনো রয়েছি একা প্রথম কৈশোরে, নীল মাছি
অন্ধ ডুমো শব্দ যেন বার্লির গেলাস ছুঁয়ে যায়,
রৌদ্র কানা জানালার ওপিঠে বিষণ্ন দ্বিপ্রহর
জ্বরের আবছা গন্ধ লেগে আছে শয্যায়, বালিশে
অভুক্ত গল্পের বই সারাদিন পথ্যের মতন
পড়ে থাকে
তার বন্ধ পাতার ভিতরে অন্ধ মাছি

তিন তাস

এখন বিপন্ন হয়ে বসে আছি লেখাটেখা মাথায় উঠেছে।
ছেলেটা সকাল থেকে জ্বালাচ্ছিল ভীষণ রকম
টেবিল তছনছ করে উল্টো পাল্টা হাওয়ার মতন
লুকোচুরি খেলছিল, দুষ্টু হাতে চোখ টিপে ধরে
হঠাৎ পিছন থেকে চমকে দিয়ে যাবার সময়
কলমের নিব তুবড়ে, ক্যাপটা চিবিয়ে রেখে গেছে।

এভাবেই রোজ যায় খেলা ফেলে, কত তুচ্ছ স্মৃতি চিহ্ন ফেলে
বুকের ভেতরে শুধু লেগে থাকে গল্পের মোচড়।
দৃশ্য বদলে যায়, এই স্তব্ধ ঘরে দীর্ঘশ্বাস ছুঁয়ে
আমরা বসে থাকি আজ পরস্পরের দিকে চেয়ে।

একজন চলে গেছে অন্য জন পা বাড়িয়ে আছে
শেষ বিকেলের রোদ যে রকম কার্নিশের দিকে
বৃদ্ধের ঠোঁটের কোণে বিষণ্ন হাসির রেখা যেন
কিছু বলছে, যাবার একটু আগে কিছু।

কিছু নেই, তবু
পুরোনো দুঃখের গল্প বুকের ভেতর মুচড়ে খায়।

বিমুখ

এখন সমস্ত দ্রুত ভুলে যাচ্ছে যেভাবে মানুষ—
ভুলে যায় ক্ষয় ক্ষতি চকিত ক্ষণিক ভালোবাসা,
কোমল নারীর মুখ জলরঙে আঁকা মুছে যায়
বর্ষার দুপুরে কাঁপে চিলে কোঠা, হয়তো রোদ্দুর
জারুলের ডাল আলো করে রাখে, ট্রেনের হুইসেল্
জলাজমি গ্রামগঞ্জ রেখে যায়
তন্দ্রাজাগরণের মাঝখানে।
ভুলে গেছি কত নাম, গোপন দরজায় কড়া নাড়া,
হঠাৎ চিঠির বাক্সে উড়ে আসা নীল খাম
ঝাপসা হাতে আশ্চর্য রুমাল।
খেলার মাঠের বাঁশি ভুলে গেছি, মধ্যরাতে হেলে গেছে চাঁদ,
গল্প শেষ হয়ে গেলে যেভাবে মানুষ তার বিষণ্ণ মলাট
বন্ধ করে, শেষবার বিদায় নেবার পর দুখানি কোমল
অনিচ্ছুক হাত এসে ছেদ টানে, পূর্ণচ্ছেদ কঠিন কপাটে।
এখন উধাও ট্রেন শেষ ইস্টিশান ছুঁয়ে যায়।

বিদায়ের ছবি

রিবন, পেন্সিলটুকরো, ক্ষয়া ইরেজার, টাই, ইস্কুলের ব্যাগ
এখন আর চেনা যায় না, আবছা খড়ির দাগ
উড়ুক্কু অস্থির পায়ে মুছে
ওরা রাস্তা পার হল, মুঠো খোলবার দিন এলে।
কেটেছে অ্যালার্ম স্প্রিং বোকা ঘড়ি,
গৃহস্থালী ভাঙে ক্যালেণ্ডার,
গ্রামোফোনে তীক্ষ্ণ পিন, বেহালায় কাঁদে, রবিবার।
সম্বরার গন্ধ ভাসবে এই ঘরে আরো কিছুকাল
ভাদ্রের রোদ্দুর খাবে
ক্রমে গত বছরের ন্যাপথলিন।
ভুষো লণ্ঠনের নিচে যেরকম জলে ভেজা চিঠি চাপা থাকে।

সহজ এখন

যাওয়া খুব সহজ এখন
এক ফোঁটা চোখের জলে জমে আছে শেষ বিস্মরণ
যে পারে যেভাবে যেতে যাক
সুন্দরী চিবুকে শুধু এক তিল বিষণ্ণতা থাকে।
দিনান্তে আয়নার দিকে চেয়ে মনে হয়
সামান্যই পরমায়ু, তারো মধ্যে সামান্য সময়
ঘরের ভেতরে জেগে, বাইরে জেগে, নিষ্পলক একা
জরীপের ফিতে হয়ে ছুঁয়ে আছি নিষিদ্ধ এলাকা—
আকাশ বদলে-দেওয়া রোদ্দুরের দিকে চেয়ে থেকে
বেলা গেল। বেলা কেটে গেল। পট, প্যাটরা, থিতু তাকের পুতুল
দেওয়ালের নোনা ছবি, ফাটলের দাগ, উড়ো ঝুল,
পুরনো, মলাটছেঁড়া বই, সহচরী
মেডেলের মত বুকে পেসমেকারের মত ঘড়ি,
হলুদ অ্যালবাম—
চুকিয়ে দিয়েছি সব দাম।
যাওয়া খুব সহজ এখন
চোখের একফোঁটা জলে জমে আছে শেষ বিস্মরণ।

দিন যায়

কেবলই সুতোর ফাঁসে ঘিরে ফেলছে ধূর্ত তাঁত, স্বচ্ছ ভয়ঙ্কর
কাঁচের দেওয়ালগুলো কাছে আসছে, আরও কাছে
ভারী হচ্ছে দিন
রগে বিঁধে আছে তীক্ষ্ণ সোনালি মৌমাছি
তাকে তাড়াতে পারছি না।
অন্ধকার এক্কাদোক্কা খেলে। আমি ঘরে ফিরি
চেনা গলি পরিচিত সিঁড়ি,

দেওয়ালে পেরেক স্তব্ধ বিঁধে থাকে,

ক্যালেণ্ডার বদলে বদলে যায় :

ক্ষয়ধরা বিছানায় গড়াতে গড়াতে কেউ হাতে ঠেকে, কেউ
নাগালের বাইরে যায় চমকানো ঘুমের মধ্যে, ধড়মড়িয়ে উঠে
অপ্রস্তুত তালাভাঙা আয়নার সিন্দুকে নষ্ট চাবি,
সমস্ত উধাও, ফাঁকা, আচমকা ফতুর চোখে বাইফোক্যাল
ঝাপসা দুই রাস্তা শুধু বাঁক নেয়, মগজে উস্কানি :
লিখবো ! লিখবো ! কলমে মদের মত কড়াগন্ধ, তবু
আলোর সটান নিচে অন্ধকার পিলসুজের মত
বিস্বাদ মুখের রেখা, কপালের ময়লা চিরকুটে
পেন্সিলের হিজিবিজি, রবার ঘষার কালশিটে ।
রগে বিঁধে আছে তীক্ষ্ণ সোনালি মৌমাছি । স্তব্ধ আছি

অমৃতবাক

প্রদীপের নিচে আছে কুণ্ডলী পাকিয়ে অন্ধকার—
বিদ্যায় অবিদ্যা, জ্ঞানে মায়া, আছে সিদ্ধিতে সিদ্ধাই,
অর্থে অনর্থের মোহ, মুক্তির ভেতরে অহঙ্কার,
আগুনের মধ্যে ওঠে অনিঃশেষ আসক্তির ছাই ।
প্রদীপের নিচে আজ শয্যাশায়ী নগর জীবন
দুরারোগ্য, চোখে ঐশ্বর্যের ক্লিন্ন আঁধি ।
এভাবে নির্মিত হয় মানুষের জীবন্ত সমাধি—
ভণ্ডের ভিতরে বন্দী দুরূহ দুর্গম শাস্ত্রগুলি
বধির কানের মধ্যে পতঙ্গের মত, মন্ত্র ওড়ে
সত্যভ্রষ্ট অন্ধশব্দে শতাব্দীর বিষণ্ণ প্রহরে ।
হয়তো অলক্ষ্যে ছিলে গেঁয়োযোগী কামারপুকুরে,
অশিক্ষিত জ্ঞানীবৃদ্ধ নগ্নপদ পূজারী ব্রাহ্মণ,
যা আনে মনের ত্রাণ সে-ই মন্ত্র, সরল সত্যের সার কথা
খুঁজেছ ক্ষ্যাপার মত, দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরে
দুহাতে কাদার তাল প্রতিমার আদ্যামূর্তি গড়ো

খেলার পুতুলে, ঘোরে এ সংসার কুমোরের চাকা
রূপ ফোটে অরূপের অলৌকিক আঙুলের নিচে।
নিভু'ল বুকের চাবি মানুষের, চিরায়ত মুক্তির সংহিতা
সর্বধর্মশাস্ত্রসার 'কথামৃত', অবিস্মরণীয় লোকগীতা।

টিকটিকি

একটা তালকানা পোকা মৃত্যুর মুখের দিকে
নির্বিচারে স্বেচ্ছায় চলেছে,
সে জানে না কেন
ঘরের বাতাস এত রুদ্ধশ্বাস, কেন
সাদা রুমালের মত হিম হয়ে রয়েছে দেওয়াল।
নিশ্চয় জানে না,
স্তব্ধ স্থির টিকটিকিটা কৃষ্ণনগরের কীর্তি নয়।
ঘরে এই। বাইরে চোদ্দ ক্যারেটের চাঁদ।
জ্যোৎস্না পিছলে যাচ্ছে নিমগাছে,
একলা কাগের বাসা ভাঙাচোরা গল্পের মতন,
পাতায় চাঁদের আলো, ডালে সরীসৃপ অন্ধকার।
লোকটাও বেখেয়ালে একা চলে এসেছে যেখানে
কার থাবা ওত পেতে আছে,
টুথপিকের মত চাবি দাঁতে ধরে আছে ডোরল্যাচ।
রগ সাদা, চুশমায় ধুলট, একা ঘরে
নিমগ্ন নারীর মত অদৃশ্য উলের গোলা কোলে
ব্যস্ত ঘড়ি
শেষ উপহার বুনছে তার জন্যে এবার শীতের সোয়েটার।
তালকানা পোকার মত একা লোকটা আলো নেভবার ঠিক আগে,
কিছু ঘটে গেছে কোনখানে।
কেউ ধরছে না ফোন, গ্রামোফোনে পিন আটকে আছে
গলায় কাঁটার মত, সবটাই এখন ভতুর্ণকি,

জলের কলের নিচে মাথা পেতে আছে বালতি মগ
মাজা ভাঙা কলমটা ঘষটাতে ঘষটাতে লোকটা
কিছু দূর, কত দূর যাবে ?

বিসর্জনের পরে

দেবতাপ্রতিম ওই মূর্তি এই পঁচিশে বৈশাখে
ভেঙে যাক,
ভেঙে যাক গ্রামোফোন, ছিঁড়ে যাক টেপের বন্ধন,
তোমার কিন্নরকণ্ঠ মুছে যাক বাংলার বাতাসে
পট মূর্তি বাসীফুল সব জনসমুদ্রে এবার
বিসর্জন দিতে চাই। কবে দেখবো তোমার
বেদীতে
মুথা ঘাস, কবে দেখবো কাঁটালতা আপন নিয়মে
লতিয়েছে, অপরূপ দরজার জানলার
কপাট চৌকাঠ ওই দারুমূর্তি শিল্পীর কাঠামো
সমস্ত খেয়েছে ঘুণে, উইপোকায়, বর্ষায় বৃষ্টিতে,
অধ্যাপকে।
তোমার রচনাবলী সোনার জলের মরচে ধরা
আরও খণ্ড খণ্ড হোক আলমারির চাঁদমারি
ভেঙে,
সওয়া শতবর্ষ পরে সোনার খাঁচার দরজা খুলে
দূরের আকাশে হোক বহু প্রতীক্ষিত নিরঞ্জন।
তুমি নেই, তুমি সামনে নেই, নেই শব দেহ
বহনের দায়,
নেমেছে কাঁধের ভূত, রক্তে রক্তে পিছল রাস্তায়
বারুদে জ্বলছে চোখ, তুমুল চিৎকার, দ্রুত
ভয়ঙ্কর সমুদ্রের দিকে
সবাই এক সঙ্গে একা ছুটে যেতে যেতে টের পাই
রূপান্তর। বোধে ভাষ্যে কণ্ঠস্বরে চোখের

দেখায়

এই অন্য আমি, এই বিচিত্র চেতন আমি অজর

অমর।

আমার নশ্বর তীক্ষ্ণ কলমের নিবে কার ঢেউ

জেগে উঠছে, কোন সমুদ্রের মন্দ্র ধ্বনি

জানি সব জানি,

তুমি রক্তে আছ, তুমি মজ্জার ভেতরে, তুমি

বোধে

নিভৃত প্রাণের মধ্যে গান হয়ে বেজে উঠছ রোজ

তুমি আর স্বপ্ন নও, মায়া নও, মতিভ্রম নও ॥

সংহার উপসংহার

স্পর্শকাতর ঘুম কচুকাটা করে ট্রেন শেষরাত ফুঁড়ে চলে গেল…

এখনো রক্তের ছিটে হাই তোলা ভোরের আকাশে

মাটিতে গুম গুম করছে স্মৃতির বিষণ্ণ প্রতিধ্বনি ,

আমার চারপাশে আমি বেহালার ছড় টেনে টেনে খোঁড়া পায়ে

আত্ম প্রদক্ষিণ করছি, শেষ গ্রন্থি এখনো কাটেনি।

অনষ্ট ফুলের মত বোঁটা-ছেঁড়া, বৃষ্টিতে-ধুলোয়

শরীরের অহঙ্কারে মাখামাখি,

কুয়াশার মত ছুঁয়ে আছি—

বিদায় বেলার মাটি। বালখিল্য স্বপ্নের ভিতর

শুধু দেখি ছাই উড়ছে ভয়ঙ্কর কালবেলা জুড়ে।

মূকাভিনয়ের মধ্যে জন্ম নিল আর এক পৃথিবী,

কিছু সাদা কালো হলদে গিনিপিগ,

ইস্পাতের কংক্রিটের খাঁচা ,

চকচকে, বার্ণিশহীন, ক্ষয়া, তোবড়া রুদ্ধশ্বাস জুতো,

নিশানের মত টাই, ব্রীফকেশ, শ্লোগান, টায়ার

পৃথিবীর শেষ অভিকর্ষ ছিঁড়ে আজ

গ্যাস চেম্বারের দিকে চলে যাচ্ছে
প্রকৃতির বিষণ্ণ নিয়মে।
এমন মানবজন্ম শেষ হয়ে এল অতর্কিতে…

ব্যালকনির গল্প

ব্যালকনি সাঁকোর মত ঝুঁকে আছে জীর্ণ ছায়া ফেলে।
ঝুল-জমা ফাট-ধরা রেলিঙে
বৃদ্ধ টব সাধ্যমত ধরে আছে গোলাপের চারা
এবার শীতের মুখে কুঁড়ি ধরবে, এবার বর্ষায়
বাতের ব্যথার খুব বাড়াবাড়ি,
অর্ধশতাব্দীর ঘোলা স্মৃতি
ইতিমধ্যে রাজপথে গড়িয়ে গিয়েছে বহুজল
গরম ভাতের থালে দ্রুত হাতপাখা নড়ে, সকাল দশটায়
ট্রাফিকের বিস্ফোরণ, উড়ো খৈ, পয়সা, মিনিবাস…
বৃদ্ধ ব্যালকনি স্থির সাঁকো,
আরামচেয়ারে শুয়ে পেস-মেকার, পাশের মোড়ায়
ক্যাটারাাকট, ঘোমটা খসা সোনালী সিঁথিতে রাঙামাটি
তন্বী কিশোরীকে আজ চেনা যায় না, হাতের ভেতরে কার চিঠি
চোখের জলের মধ্যে ডুবে যায়
ঘরবাড়ি। প্রতিমার রঙ-মাটি, অস্থাবর চাঁদ…
কেয়ারওয়েলের ছড়ি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কিছুকাল
দম নিচ্ছে, ছেঁড়া দোলনা। সওয়ার বিহীন কাঠ-ঘোড়া
ট্রাই সাইকেলের পাশে বিশাল জাপানী ডল শুয়ে
তুপুরুষ ধরে চলছে লুকোচুরি, জমে আছে বিস্তর জঞ্জাল,
প্রবাসের দূর দেশে কোল-আলো-করা মুখগুলি।
দীর্ঘ নিঃশ্বাসের গল্প শেষ,
চলেছে হাতের তাস বাঁটতে বাঁটতে আজ-কাল-পরশুর মানুষ॥

দাঁড়ি

বুকের ভেতরে কার হাতঘড়ি জ্বালাচ্ছে ভীষণ,
ফিসফাস দরজায় বাতাস
ফিরে ফিরে টোকা দিচ্ছে। চাঁদ
আমার বিছানা ছেড়ে এইমাত্র পাঁচিল টপ্‌কালো।
টবের পুরনো গাছে চমকালো আধফোঁটা কুঁড়ি
টেবিলে মুখ-আঁটা খাম, খোলা হয়নি। খেয়াল করিনি,
অস্ফুট গলায় বুঝি বলেছিল যাবে,
তাই গেল। তর্জনীর স্তব্ধ চিহ্ন দেখি
চেরা-ঠোঁটে নেমে আসে, রেল গেট লেভেল ক্রসিং-এ
দরকার ছিল না, কেউ ক্ষিপ্র হাতে বুকের বাঁদিকে
লিখে গেল বিষণ্ণ নিষেধ ; জানি চাঁদ
মচকানো গল্পের মধ্যে অগোচরে ফিরে আসবে কাল।

প্রেম

অসময়ে ডোরবেল বেজে যাচ্ছে দমকলের মত।
যে এসেছে খুব ব্যস্ত, বুঝি খুব তাড়া, কিংবা সে
এতই তন্ময় হয়ে কিছু ভাবছে ভুলে গেছে আঙুল সরাতে,
যেমন বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট আঙুলের নিচে খোলা তার।
আমিও স্তম্ভিত দরজা খুলে। সামনে দেখি
যতটা আগুন তার বেশী ছাই দাঁড়িয়ে রয়েছে।
'চিনতে পারো ?' পারি। তবে কয়েক সেকেণ্ড চলে যায়,
রক্তের ভেতরে বাজে পাগলাঘণ্টি, আগুন লেগেছে
কার বুকে ? কবে ? কিছু স্পষ্ট কিছু বেশ ঝাপসা আজ।
'দোর আগলে থাকবে বুঝি ? ভেতরে বলবে না ?' এসো, এসো।
ভেতর বাড়িতে বড় ভাঙচুর, ধুলোবালি, কোথায় বসাই
চতুর্দিকে অরাজক ভারী ভারী শব্দের আসবাব

সরানো নড়ানো হচ্ছে, তাই নিয়ে সবাই ভীষণ
ব্যস্ত আজ। তবু যদি সে এসেছে, নির্ভুল এসেছে
যার পদশব্দে আমি কানামাছি খেলেছি একদিন,
ভণ্ডুল গল্পের মধ্যে পুতুল ভেঙেছে তারপর…

চারদিকে কেঁচোর মাটি মন্ত্রবলে পাহাড় হয়েছে।
পা দুটো পিছন দিকে সামনে চোখ, কবরের নিচে
সুড়ঙ্গ খুঁড়ছিল যারা ফেলে গেছে কাদামাটিমাখা সিঁদকাঠি।
বহুতল বাড়িগুলো ঝুলঝাড়ার মত মাথা তুলে
সিলিং ছুঁয়েছে। যেন সাঁকোর তলায় ঢের জল
গড়িয়ে গিয়াছে, সাঁকো দৃশ্যবদলের খেলা জানে।
এখন হৃদয় খুঁড়ে ঠিক সেই বেদনা জাগে না,
প্রত্নতাত্ত্বিকের মত পরস্পরের দিকে চেয়ে
বসে আছি কিছুকথা চায়ের পিরিচে চলকে পড়ে
যে এসেছে তার
ঠোঁটের মায়ারী তিল বিন্দুপ্রায় বিষাদের মত
বুকের বাঁ-পাশে ঘোরে চিনচিনে ব্যথাটা, বাইরে দেখি
ডিজেল কুলকুচো করে খোয়ারি ভেঙেছে কলকাতা।

জট

বই খোলা পড়ে আছে বহুকাল, পাতার গভীর
খুঁজে খুঁজে ছাই যেন দগ্ধ গতকাল, যেন
ক্রমশ দরজার বাইরে চলে আসছি, কানের দুপাশে
দুর্বোধ্য গুঞ্জন, কারা কথা বলছে,
কথার মাঝখানে
বিদ্যুতের তার ছেঁড়া অন্ধকার নেমে পড়ল
ঝুপ করে ঠাণ্ডা চায়ে, কাগজেকলমে
চোখ বন্ধ। মাথায় জঙ্গল বাড়ছে, নখ দীর্ঘতর
লেখার টেবিল ছুঁয়ে বয়ে যাচ্ছে গল্পের বাতাস

নিজের ছায়া

চশমার কাঁচে যেন সেঁটে আছে শিশুর স্টিকার—
ছেলেটা এখন তেমনি সর্বক্ষণ চোখের ওপর,
ওর এলেবেলে নোংরা ভুশুণ্ডি কাকের ঝুলি খুলে
গোপন ঐশ্বর্যগুলি আমাকে দেখাবে, যত বলি,
'সর সামনে থেকে সর, অনেক রয়েছে কাজ বাকি,
ঘড়ি ফরসা হয়ে এল, হাতে মাত্র পাঁজির তলানী।'
ও বোঝে না, যেন ওর হাতে আছে অনন্ত সময়
ছাড়াবার ছিটোবার মত দিন রাত্রির বিস্ময়।

ছেলেটা জ্বালাচ্ছে খুব কাজকর্ম মাথায় উঠেছে।
প্যাকেট তছনছ করে রাংতা নেয়, লেখার কাগজে
এঁকে রাখে হিজিবিজি, খুঁজে পাই না চশমা কলম
মার্বেল টালির মেঝে কাদা করে মাটির পুতুল
বানায়, হাত ধরে টানে বৃষ্টি দেখতে, উঠে যেতে হয়,
ডুমুর পাতার মধ্যে টুনটুনির বাসা, নীলাকাশে
চলতি মেঘের শুভ্র গল্প মূর্তি, সাপের খোলস।
সর্বস্ব নিয়েছে ছোঁড়া তবু দিনে দিনে বাড়ছে দাবী,
আমাকে খেলনার মত যেন কোন নীলামে কিনেছে।

মা-মরা বাপ-মরা এই আপদটা কেত্থেকে জুটেছে।
ভাবি লাথি মেরে এই বাজে কাগজের ঝুড়িটাকে
দূরে বাইরে ফেলে দিই, ভ্যাবলা চোখে এমন তাকায়
মায়া হয়, বকা হয় না। খাঁ খাঁ করে বুকের ভেতরে
পোড়ো বাড়ি, ফেলে আসা শৈশবের আবছা ছবি,
পা ঝুলিয়ে বসে আছে
বিপজ্জনক, খুনী ফাট-ধরা কার্নিসে

স্মৃতি উসকে চমকে উঠি, বাঁকা চোরা হাতের অক্ষর
ভাঙা স্লেট আঁকড়ে আছে, আজো সেই ইজেরের গিঁট
দাঁতে আটকে আছে। কেউ কানে কানে বলে
এই ছেলেটাই সেই ভেলভেলেটা কী চিনতে পারো ?

চেয়ার

বুঝেছি আপনারা কেন। এক সেকেণ্ড। আমি তৈরি। যাবো।
ওভাবে তাকিয়ে কেন তোমরা, ভাই ? মুঠোয় কী আছে
বোমা না রুমাল জানি। তার আগে লৌকিকতা আছে,
কিছু বলবো, কিছু কথা জানাবার সময় হয়েছে।
এই যে চেয়ার আমি ফেলে যাচ্ছি, এখানে বসতাম।
কাল অবদি বসেছি, এই শুয়ে আছে আমার কলম,
এই আমার ঘানিকাঠ, প্যাঁচকাটা, দুমড়ানো কোমর,
ভোঁতা ঠোঁটে একবিন্দু মৃত্যুমাছি শেষবার বসেছে,
না মাছি না, কালচে রক্ত শুকিয়ে রয়েছে। একদিন
সরষে পিষে বেরিয়েছে ঝাঁজ তেল, কালির ঝরন
অক্ষরের দানা থেকে তেমনি। আজ শুকিয়ে গিয়েছে
শোষ কাগজের মত শুধু ধুধু বালি, নুড়ি, আঙুলের কড়া।
ঝুলি ঝাড়লে তালিকাটা দীর্ঘ হবে, টেবিলে রয়েছে
চিরায়ু স্ফটিক গর্ভে অলৌকিক বহুবর্ণ ফুল
কাঁচগোল্লা, ছুরি, প্যাড, পিনকুশন—হুল বেরোনো গাল
ঘোলাটে দাগধরা গ্লাসে বাসি জল, স্মৃতির দুপুর।

শরীর কিছু না, সে তো বারবার বদলেছে ভেঙেছে
একে একে অঙ্গ গেছে বিসর্জনে, মাটি রঙ জলের হাঙরে,
চেয়ার একবার যায়, মুকুটবিহীন রাজা যায়।
নিলামখানার বাইরে হেঁচকি তুলছে রাস্তার রোদ্দুর,
বুঝেছি আপনারা কেন! এক সেকেণ্ড। আমি তৈরি। যাবো!

এই মালা, মানপত্র, গালভরা শান্তিজল আর
নিরুদ্দেশ ভ্রমণের সঙ্গী ছড়ি, কমজোরি হাঁটুর শেষ ঠেক
এখানেই ফেলে যাচ্ছি, সবিনয়ে, এইসব প্রাপ্তির বিস্ময়
পৃথিবীর আরও এক অন্ধ মানুষের জন্যে থাক।

অবসর

ঘড়ির পায়ের শব্দ ছুঁয়ে যাচ্ছে বুকের ভিতর।
সকাল দুপুর সন্ধ্যা মধ্যরাত
আসে যায় আসে যায় আসে
বিভিন্ন কোরাসে।
আমতলা জামতলা ঘুরে সেই ছেলেটা এখন
শহরে থেমেছে ; তার অফিসের বেলা
চোখের ওপর দিয়ে চলে যায় ব্যস্ততাবিহীন,
ফেরিঅলা ছাড়া কেউ রাস্তায় ডাকে না।
চেপেছে চায়ের জল মরা আঁচে,
অ্যান্টেনার কাক
হঠাৎ কি যেন মনে পড়তে উড়ে গেল।
সে-ই শুধু কোথাও যাবে না, যদি যায়
পার্কের স্ট্যাচুর মত একা একা বিস্মরণে যাবে।
জুতোজোড়া ধুলো খাচ্ছে
কতদিন পা ডোবে না তাতে,
হ্যাঙারে পাঞ্জাবি ঝুলছে যেন তার মুণ্ডহীন ধড়।
হাতঘড়িটা টেবিলে শুয়েছে, তার পাশে
বাতিল, বলদহীন বসে হাওয়া হালের মতন—
মৌনা, নিরক্ষরপ্রায় ক্ষয়া নিব পুরনো পার্কার—
ছত্রিশ বছর তারা একসঙ্গে অফিস করেছে।

কখন চায়ের কাপ রেখে গেছে, খেয়াল করেনি।
খুটখাট শব্দ করছে দ্বিতীয় প্রাণটি রান্নাঘরে,

মুখ তুলে দেখা হয় না তার দিকে
অভ্যাসবশত ইদানীং,
নিমফুল গায়ে মেখে বসন্তের হাওয়া ছুঁয়ে যায়
টেবিলে কাগজচাপা, ছাইদান
স্টিলফ্রেমে উপড়ে রাখা চোখ।
নিজেরই হাতের তাসে মুখ লুকিয়ে বসে আছে জুটি
খেলাচ্ছলে দিয়ে যাচ্ছে ডাক
নীলামের স্বরে বলছে, আছি।

এই দেশে

মানুষ মরে না।   জলে কলকাতায় আপাদমস্তক
ফেঁসে গেলে, ইষ্টিশন স্তব্ধ হয়ে গেলে, নর্দমার
পাঁকজলে অর্ধমৃত মার্জারের মত বাড়ি ফেরে
শহরতলীর ঘরে শেষরাতে।   তণ্ডুল বিহীন
গ্লানি আর হতাশার বানভাসি ঘরের ভেতরে
মুমূর্ষু শিয়রে বসে বিড়ি টানে, সম্পূর্ণ মরে না
মানুষ মরে না, থেকে যায়
বিপজ্জনক ছাতে, ট্রাম আর বাসের হ্যাণ্ডেলে
কৌটোর মাছের মত দমবন্ধ থেকে যায়
অনিশ্চিত দিনের মুঠোয়,
অনড় আখাম্বা লম্বা কেরোসিনের নিস্তেল লাইনে ঃ
হাসপাতালে
ভূষণ্ডীর মত ঠায় দাঁড়িয়ে সে রুমালে চোখ বাঁধা
রক্তে চিনি, ঘামে নুন, মাথায় করের বোঝা নিয়ে
ধেনো রাজনীতি টানে খালি পেটে, মানুষ মরে না॥

গ্রন্থ পরিচয়

স্বগত সন্ধ্যা

প্রকাশক : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
কৃত্তিবাস প্রকাশণীর পক্ষে ৫/এ নিমতলা লেন, কলকাতা ৬
প্রকাশ : পৌষ ১৩৬০
প্রচ্ছদপট ও বর্ণলিপি : রঘুনাথ গোস্বামী
মূল্য : দেড় টাকা
উৎসর্গ : শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুকে

তেপান্তর

প্রকাশক : আর্ট ইউনিয়ন ৫৫/৭ গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা ৬
প্রকাশ : পৌষ ১৩৬৬
প্রচ্ছদপট : প্রণব বিশ্বাস
মূল্য : দু'টাকা
উৎসর্গ : শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র শ্রদ্ধাষ্পদেষু